

১৯৫২-২০০২

স্মৃতি

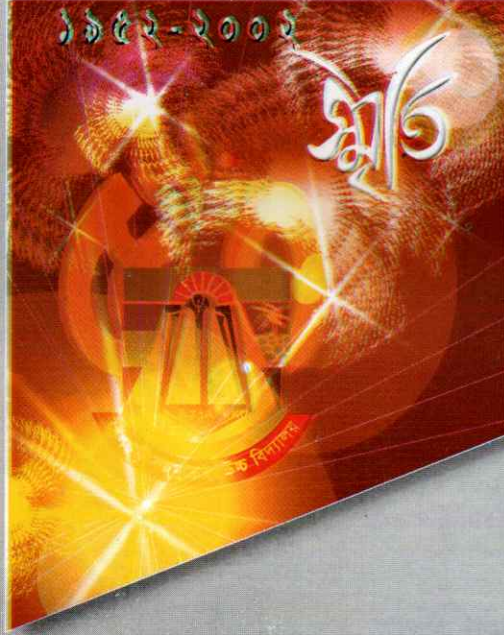


বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়

খানবাহাদুর বাজার বাঁশখালী চট্টগ্রাম



স্মৃতি



বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়  
খান বাহা দুর বাজার বাঁশখালী চট্টগ্রাম

বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়





# বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা



আমিরুল হক  
খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী

জন্মঃ ২৩শে মার্চ ১৮৮৬ ইং  
মৃত্যুঃ ১৩ই এপ্রিল ১৯৬২ ইং রোজ শুক্রবার





## বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাঃ এক নজরে

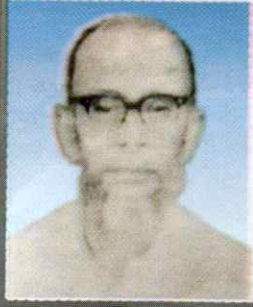


- ❖ মূল নাম - **বদি আহমদ চৌধুরী**
  - ❖ হজুবত পালনকারী অবিভক্ত বাংলার হাজীগণের নেতৃত্ব দানের জন্য “আমিরুল হজ্ব”, উপাধি প্রাপ্ত - ১৯৩৫ সন
  - ❖ জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার কর্তৃক “খান বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত - ১৯৩৬ সন
  - ❖ ভারতীয় অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য (এম, এল, সি) ১৯২৯ সন (নির্বাচনী এরিয়া রাঙ্গুনিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত)
  - ❖ ভারতীয় অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য (এম, এল, এ) ১৯৪৩ সন (জমিদারগণের প্রতিনিধি হিসেবে) নির্বাচনী এরিয়া বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বৃহত্তর নোয়াখালী, বৃহত্তর ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লা ও বৃহত্তর সিলেট।
  - ❖ বৃটিশ কর্তৃক ১ম ইউনিয়ন বোর্ড গঠন (১৯২২ সাল) থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একাধারে ৩০ বৎসর “প্রেসিডেন্ট” ছিলেন।
  - ❖ কমিশনার, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি ৬ বছর
  - ❖ সদস্য, ক্যালকাটা পোর্ট হজ্ব কমিটি-পর পর ৩ টার্ম
  - ❖ সদস্য, ইন্ডিয়া রোড বোর্ড কমিটি
  - ❖ সদস্য, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এডভাইজারী কমিটি - পর পর ৩ টার্ম
  - ❖ সদস্য, বেঙ্গল এক্সাইজ স্ট্যান্ডিং কমিটি
  - ❖ সদস্য, বেঙ্গল মেডিকেল স্ট্যান্ডিং কমিটি
  - ❖ সদস্য, বেঙ্গল ইরিগেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি
  - ❖ সদস্য, বেঙ্গল রেভিনিউ স্ট্যান্ডিং কমিটি
  - ❖ সদস্য, বেঙ্গল গ্রন্থিকালচারাল বোর্ড
  - ❖ সদস্য, জেনারেল হসপিট্যাল এন্ড মেডিক্যাল স্কুল
  - ❖ সদস্য, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড (১৫ বৎসর)
  - ❖ সদস্য, স্কুল বোর্ড, চট্টগ্রাম
  - ❖ সদস্য, ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড, চট্টগ্রাম
  - ❖ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পটিয়া টি কোম্পানী, কলিকাতা
  - ❖ ডাইরেক্টর, দেশপ্রিয় সুগার মিল, কলিকাতা
  - ❖ ডাইরেক্টর, কো-অপারেটিভ ট্রেডার্স ব্যাংক
  - ❖ ডাইরেক্টর, ইন্দো-বার্মা ট্রেডার্স ব্যাংক
  - ❖ ডাইরেক্টর, মহালক্ষ্মী ব্যাংক
  - ❖ ডাইরেক্টর, ইউনাইটেড কমন্স ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ
  - ❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, কলিকাতা
  - ❖ সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বিভাগীয় জমিদার এসোসিয়েশন
  - ❖ সেক্রেটারী, এন্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটি, চট্টগ্রাম
  - ❖ পৃষ্ঠপোষক, চট্টগ্রাম মোছলেম সমিতি, কলিকাতা
- এসব ছাড়াও তিনি জেল ডিজিটর, স্পেশাল জুরার এবং বহু স্কুল মাদ্রাসা ও ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি, সেক্রেটারী ও সদস্য পদে সংশ্লিষ্ট থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন যথার্থ সততার সঙ্গে।



# উৎসর্গ

আলহাজ্ব খান সাহেব  
রফিক আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অবঃ ডেপুটি কম্পারভেটর অব ফরেস্ট  
বিদ্যালয়ের প্রথম কমিটির সদস্য



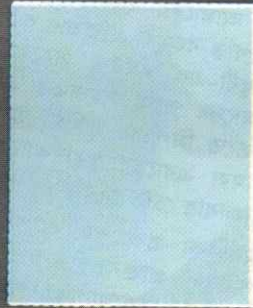
সতীশ চন্দ্র সেন  
বি,এস-সি,  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের প্রথম কমিটির সদস্য  
ও প্রথম শিক্ষক

আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের প্রথম কমিটির সদস্য  
ও সাবেক সেক্রেটারী  
সাবেক সদস্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ  
সাবেক প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান  
বৈলছড়ী ইউনিয়ন পরিষদ



অর্ধেন্দু বিমল সিকদার  
বি,এ বি,এল  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের প্রথম কমিটির সদস্য  
ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

সৈয়দ হুমুদুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সহযোগী



মাষ্টার নজির আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের প্রথম কমিটির সদস্য  
ও সাবেক শিক্ষক

ফরহাদুদৌল্লাহ মোহাম্মদ এজহারুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ  
স্বাধীনতা যুদ্ধে একমাত্র শহীদ



নগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য  
(নব পন্ডিত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালীন সহযোগী





## সম্পাদকীয়

বৈলুঙ্গী নজমুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি তথা গোল্ডেন জুবিলী উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ২০০১ সালের প্রথম দিকে। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় একটি তথ্যসমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ আমরা ৫ জন শিক্ষকের উপর উক্ত স্মরণিকা প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করে।

আমরা যেহেতু বিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক শিক্ষক এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিদ্যালয়কে ঘিরে সেহেতু স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ, পত্র প্রেরণ, লিখন, পঠন, আর্টিক্যাল সংগ্রহ ও সম্পাদনা ইত্যাদি কার্যে যে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন তা ব্যয় করা আমাদের পক্ষে অধিকতর সহজ হবে বলে মনে করে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ আমাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে।

তাই আমরা দেশে বিদেশে অবস্থানরত বিদ্যালয়ের শুভাকাংখী, দাতা ও প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে মোটেও কার্পণ্য করিনি। এমনকি ভারতে বসবাসরত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের থেকে তথ্য ও ছবি সংগ্রহের জন্যে আমাদের সদস্য-সচিবকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের যে অনেক তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সে সব তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ স্মরণিকা প্রকাশ করা আমাদের জন্যে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল বৈকি। কিন্তু বিদ্যালয়ের সভাপতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী-এর সার্বিক সহযোগিতা পাওয়ায় স্মরণিকা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সহজতর হয়। ১৯৭৮ সালে বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে সিলভার জুবিলী উপলক্ষেও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। আমরা এবারের স্মরণিকাটাকে বাস্তবতার আলোকে তথ্যসমৃদ্ধ করে সাজাবার চেষ্টা করেছি।

স্মরণিকা প্রকাশের ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক পরিষদ, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ ও অন্যান্য শুভাকাংখীদের যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্যে আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। বিজ্ঞাপন দিয়ে, লিখা ও ছবি পাঠিয়ে যাঁরা স্মরণিকাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্বতার কারণে স্মরণিকায় হয়ত অনেক ভুল-ত্রুটি ঘটে গেছে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্যে আমরা পাঠক মণ্ডলীর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করি।

— স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ



## সম্পাদনা পরিষদ

মাষ্টার মোস্তফিজুর রহমান - আহবায়ক  
মাষ্টার হিমাংশু বিমল ধর - সদস্য-সচিব  
মাষ্টার দুলাল কান্তি পাল - সদস্য  
মাষ্টার ফিরোজ আহমদ - সদস্য  
মাষ্টার মেরী বিশ্বাস - সদস্য

## প্রকাশক

বৈলছড়ী নজমুনুছা উচ্চ বিদ্যালয়  
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

## প্রকাশকাল

জানুয়ারী ২০০২ ইংরেজী  
মাঘ ১৪০৮ বাংলা

## ফটো সংগ্রহে

মশিউর রেহমান বাদল

## প্রচ্ছদ

আহমদ নেওয়াজ  
হোপট্রেড-চট্টগ্রাম  
ফোনঃ ৬৫৫০০৫

## কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

সাইলেন্স  
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম  
ফোনঃ ৬২০৮২৯

গুভেচ্ছা মূল্যঃ ১০০.০০ টাকা







## সভাপতির কথা

দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাহাড় ও সমুদ্রবেষ্টিত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাঁশখালী উপজেলার কেন্দ্রস্থলে একমাত্র প্রধান সড়কের নিকটতম স্থানে বৈলছড়ী নজমুল্লাহা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থান। এলাকার, যুগের, অবস্থার তাগিদে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে আমার মরহুম পিতা ১৯৫২ সালে আমাদের মাতার নামকরণে অত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৫০ বছর পূর্তিতে বিদ্যালয় গোল্ডেন জুবিলী উদযাপন করতে যাচ্ছে বলে নিজেকে খুবই উৎফুল্ল মনে করছি।

বিদ্যালয়ের গত ৫০ বছরের ব্যবধানে ১৯৬২ সালের ১৩ এপ্রিল শুক্রবার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমার পিতা ইন্তেকাল করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহযোগীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন বলা চলে। ২/১ জন যারা জীবিত আছেন তাঁরাও বয়সে ভারাক্রান্ত। বিদ্যালয়ের কমিটি/শিক্ষক/কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন আমি প্রতিষ্ঠাতা পরিবার ও বিদ্যালয়ের পক্ষে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তেমনিভাবে বিগত ৫০ বছর যাবত কমিটি/শিক্ষক সহ যারা বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়কে সেবা-সহযোগিতা দিয়ে গেছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের হাজার হাজার প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পেশায় সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত। তাদের কাছে আবেদন জানাই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়াবার জন্য। গোল্ডেন জুবিলীতে বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনান্তে-  
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
সভাপতি  
পরিচালনা পরিষদ







## সহ-সভাপতির বক্তব্য

অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য বঙ্গশার্দুল ও বীর চট্টলার উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার দাদুভাই মরহুম আমিরুল হক খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর প্রিয়তমা স্ত্রী নজমুননেছা চৌধুরানীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “বৈলছড়ী নজমুননেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে”র ৫০ বৎসর পূর্তিতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধভাজন আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর প্রেরণায় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ায় আমি অতীব আনন্দিত। স্মরণিকা প্রকাশনায় যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে স্মরণিকা উপ-কমিটির আহবায়ক মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান ও সম্পাদক মাস্টার হিমাংশু বিমল ধর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আরো যারা আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জন্যই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পূর্তি অনুষ্ঠান সফল উদযাপনে অভিভাবক, শিক্ষকবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংকুলানের নিমিত্তে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কিভাবে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করা যায় সে উদ্দেশ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি গৌরবোদ্ভীর্ণ কালের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন সম্মানজনক পদসমূহ অলংকৃত করতেও সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের প্রতি বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী  
সহ-সভাপতি  
পরিচালনা পরিষদ







## প্রধান শিক্ষকের

# প্রতিবেদন

করেন। ১৯৩০ সালে এ বিদ্যালয় জুনিয়ার মাদ্রাসা হিসাবে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর কালের আবর্তে নানান প্রতিকূল অবস্থা এবং এলাকার জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেব জুনিয়ার মাদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরিত করেন।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বৈলছড়ী ইউনিয়ন, কাথরিয়া ইউনিয়ন, সরল ইউনিয়ন ও বাহারছড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশের আপামর জনগণ অত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল ছিলেন এবং অনেকে সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য ৭ ব্যক্তিত্বের অবদান স্মরণ করে এ স্মরণিকা উৎসর্গিত করা হয়। যথাঃ খান সাহেব আলহাজ্ব রফিক আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র সেন, অরুণেন্দ্র বিমল সিকদার, মাষ্টার নজির আহমদ, সৈয়দ ছমদুল হক ও নগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (নবপন্ডিত), যাঁরা আজ পরপারে।

আরো যাঁরা সহযোগিতায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে আলহাজ্ব সাহেব মিঞা চৌধুরী (গুনাগরী), রশিদ আহমদ চৌধুরী (সরল), আব্দুল অদুদ চৌধুরী (কাথরিয়া), ছাবের আহমদ চৌধুরী (মানিকপাঠান), রমণী মোহন তালুকদার (বৈলছড়ী), মওলানা আব্দুল কাদের (ভাদালিয়া), প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী (চেচুরিয়া), ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (রাউজান), মওলানা কবির আহমদ (বৈলছড়ী), মৌলভী ফরিদ আহমদ (বাগমারা) উল্লেখযোগ্য। মাষ্টার আবু আহমদ ও মোজাহের আহমদ চৌধুরী (চেচুরিয়া) এবং আলতাফ আহমদ চৌধুরী (বৈলছড়ী) জীবনসাময়কে এসেও অদ্যাবধি বিদ্যালয়ের পূর্বসূরীদের স্মৃতি সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। বিদ্যালয়ের ঘর, আসবাবপত্র, শিক্ষক বেতন ও নৈমিত্তিক খরচ প্রতিষ্ঠাতা খান বাহাদুর সাহেব বহন করে চলেছিলেন। স্থানীয় শুভাকাংখীরা অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে লজিং রাখতে এগিয়ে আসেন। শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেবের কাছারী ঘরেও ছাত্ররা থাকত খাওয়া-দাওয়া ফ্রী সহ। ১৯৫৪ সালে বিদ্যালয় থেকে প্রথম মেট্রিক পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয় এবং বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বাবু সুধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে খেলাধুলায় বিশেষ করে ফুটবলে নতুন বিদ্যালয় হিসাবে বৃহত্তর চট্টগ্রামে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

বিদ্যালয় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অগ্রসর হতে থাকে। সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেব তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নে বিদ্যালয়টিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। তখন সরকারী মঞ্জুরী ও দিক নির্দেশনার নিয়ম থাকলেও শিক্ষককল্যাণ ভাতা বা উন্নয়ন খাতে সরকারী অনুদান উল্লেখ করার মত ছিল না। শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেবের জীবদ্দশায় বিদ্যালয়ের দালান ও মাঠ সহ ১.৫৬ একর ভূমি ৯৪×২৮ এবং ১৩০×২৪ ফুট লম্বা ২টি সেমি পাকা দালান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রেখে ১৯৬২ সালের ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেবের ইন্তেকাল পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিচালনায় এগিয়ে আসেন তাঁরই সুযোগ্য প্রথম পুত্র জনাব আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হিসাবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তখন পদাধিকার বলে সভাপতির দায়িত্বে থাকতেন তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক। তিনি সরকারী সহযোগিতা নিয়ে বিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশের সাবেক সেমি পাকা দালানকে দ্বিতল ভবনে রূপান্তর করেন এবং বিদ্যালয়ের মাঠ সংলগ্ন পশ্চিমাংশে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং তৎউপরের তলায় বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করিয়ে নিতে সক্ষম হন। তিনি প্রধান শিক্ষক বাবু অরুণেন্দ্র বিমল সিকদারকে সার্বিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছিলেন।

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর দেশ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করার পর বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্বে আসেন প্রতিষ্ঠাতার ৪র্থ পুত্র জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী। ১৯৭২ সাল থেকে সরকারী নির্দেশমতে প্রধান শিক্ষক সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী পরিচালনা পরিষদসহ প্রধান শিক্ষক বাবু অরুণেন্দ্র বিমল সিকদার ও তাঁর অবসরে প্রধান শিক্ষক শেখ মোস্তাক আহমদ ও সহ-সভাপতি বাবু সুধীর রঞ্জন চৌধুরীর



সহযোগিতা নিয়ে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সূত্র পরিচালনায় অবদান রাখেন। তাঁর সময়েই আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। তিনি বিদ্যালয়ে সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশের উপরের তলার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন এবং বিদ্যালয়ের মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে শহীদ ফরহাদ নামকরণে ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এ ছাত্রাবাস টেলিফোন একচেঞ্জ গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশের ভবনের দ্বিতলের অবশিষ্টাংশ নির্মাণে প্রতিষ্ঠাতার দ্বিতীয় পুত্র জনাব অলিউল ইসলাম চৌধুরী স্কুল মিঞাও অবদান রেখেছিলেন।

১৯৮৬ সালে সরকারী নির্দেশমতে পদাধিকারবলে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান। তৎমতে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব বদিউল আলম ও উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু সুজিত কান্তি সিকদার ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৮ সালে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠাতার ৩য় পুত্র কলামিষ্ট জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁরই সময়ে আমি বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ৩০/১২/৯১ ইং থেকে অদ্যাবধি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি।

জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পর পরিচালনা পরিষদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় একই দালান থেকে উভয় প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ভিন্ন দালানে পৃথক করে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান করেন। তৎপরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তিনি ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য হেতু আসন-সমস্যা নিরসনকল্পে জরুরী ভিত্তিতে সকাল-দুপুর দুই শিফটে ক্লাস পৃথকীকরণের উদ্যোগ নেন। তৎপ্রয়োজনে ৫ জন শিক্ষক, ১ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ও ২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নতুনভাবে নিয়োগ দেন, যারা আজ সরকারী তালিকা ও বেতনভুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে উপজেলা তহবিলের অর্থায়নে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মিত হয় এবং বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান টেলিফোন একচেঞ্জ ভবনটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত একচেঞ্জ ভবন সম্পূর্ণ করার পর আজ অবধি বিদ্যালয়ের ভাড়াটিয়া হিসাবে বৈলছড়ী খান বাহাদুর বাজার টেলিফোন একচেঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৯২ সালে বিদ্যালয়-দালানের পিছনে (উত্তর পার্শ্বে) নতুন সূত্রে বিদ্যালয়ের নামে ২৭ শতক জমি খরিদের ব্যবস্থা করেন। সাথে সাথে উক্ত জমির পশ্চিমাংশে ৯০ দীর্ঘ এক টিনশেড ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করে সাময়িকভাবে চালুকৃত সকাল-দুপুর শিফটকে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করে দুপুরের একই শিফটে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কুমিল্লা জেলা পরিষদ, কুমিল্লা জনাব এস. এম. মেসবউল ইসলাম (মজনু) এর সহযোগিতায় ও আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে উক্ত খরিদকৃত ভূমির পূর্ব পার্শ্বে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ৭৫ দীর্ঘ একটি একতলাবিশিষ্ট দালান নির্মিত হয় সরকারী অর্থায়নে। টিনশেড ও দালান নির্মিত হওয়ায় এক শিফটে বিদ্যালয় চালু করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। গোস্তেন জুবিলীকে সামনে রেখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ পুত্র ও বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র সপরিবারে আমেরিকার ডালাস প্রবাসী জনাব রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী M.B.A; C.P.A. এক লক্ষ টাকা বিদ্যালয়কে দান করেন। গত মাসে তথা ডিসেম্বর ২০০১ সালে বিদ্যালয়ের খরিদকৃত জমির উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণমুখি পরিকল্পনাধীন ৪ তলা দালানের নির্মাণকাজ শুরু করা হয় জনাব রায়হানুল ইসলাম চৌধুরীর প্রদত্ত টাকা দিয়ে।

১৯৯১ ইং ও ১৯৯৭ ইং এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়ের টিনশেড পাকা গৃহ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পুনঃ মেরামত করতে স্কুলের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেব কর্তৃক নির্মিত টিনশেড সেমি পাকা ১৩০' X ২৪' ফুট পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দক্ষিণমুখি ভবনটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে আছে। তারপরও নতুন খরিদকৃত জমিতে নির্মাণাধীন দালানের নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত টিনশেড দালানের শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান চালিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছি।

বিদ্যালয়ের দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে সম্প্রসারণের সুযোগ নাই। ফলে উত্তর পার্শ্বে ২৭ শতক জমির পশ্চিমে উত্তরে নতুনভাবে জমি খরিদের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেই মোতাবেক জমি মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি কলামিষ্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সভাপতি বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক পরিষদ, অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী এবং শুভাকাংখী এর সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় উত্তরোত্তর অগ্রগতির দিকে এগুচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১০৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী, ১৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা, ২ জন অফিস সহকারী, ৪ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম চালু ও বিজ্ঞানাগার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে বর্তমান গৃহাদি অপর্যাপ্ত। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে নতুন করে বহুতলবিশিষ্ট দালান নির্মাণ অপরিহার্য, কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা হয়ে উঠছে না। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট সকলের সৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

বিদ্যালয়ের ৫০ বৎসর পূর্তিতে গোস্তেন জুবিলী উপলক্ষে যারা আর্থিক, শারীরিক শ্রমসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট সবার সর্বসঙ্গী সাফল্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।

গোলামুর রহমান  
প্রধান শিক্ষক



## বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য



নুরুল ইসলাম চৌধুরী (মরহুম)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী



অলিউল ইসলাম চৌধুরী (সুকু মিয়া)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী



আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী



মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী



এয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী



রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী







স্মৃতি

# বিদ্যালয়ের আজীবন দাতা সদস্য



এস. এম. মাহবুল ইসলাম (টুক)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক



ডাঃ এম. এ. মন্না  
সরল, বাঁশখালী  
চিকিৎসক ও সমাজ সেবক



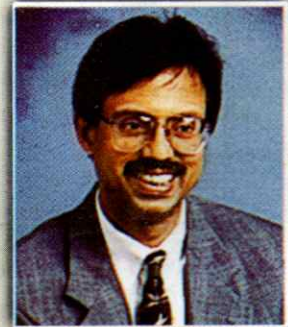
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি



উম্মুল খাইর বেগম চৌধুরানী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিনী



এয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে কানাডায় বসবাসরত



রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী এম.বি.এ.-সি.পি.এ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত





গোল্ডেন জুবিলীকে  
কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের  
সাময়িক দাতা সদস্য ও  
উল্লেখযোগ্য ক'জন  
আর্থিক সহযোগী



মফজল আহমদ  
সরল, বাঁশখালী  
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প  
করপোরেশন



হুমায়ুন কাদের খান খসরু  
বরশ্চড়া, আনোয়ারা  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক



মিজানুল হক চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলুছড়া, বাঁশখালী  
সমাজ সেবক



উমা মুহুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
রেলওয়ে অফিসার



হামিদা চৌধুরী  
বৈলুছড়া, বাঁশখালী  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



মোহাম্মদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
এস, ভি, পি, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক



মোরশেদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক



আলহাজ্ব গোলাম রব্বানী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক



আলহাজ্ব এস.এম. জিয়াউল ইসলাম (মুরাদ)  
বৈলুছড়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক



দুলাল চন্দ্র দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক



আলহাজ্ব ছায়েরা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সমাজ সেবিকা



মোহাম্মদ ইদ্রিস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



মিসেস শিরিন আহমদ  
সরল, বাঁশখালী  
সমাজ সেবিকা







প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
এডভোকেট, জজকোর্ট



মোঃ জাকারিয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
দুবাইতে কর্মরত



মোছাম্মৎ শাহানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিনী



আলহাজ্জা উম্মে রুফা বেগম  
বেলছড়ি, বাঁশখালী  
ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজসেবিকা



অধ্যাপক ডাঃ মেজবাবুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চিকিৎসক



গোলামুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
থ্যারাপেটিকস্ কর্মকর্তা



ডাঃ রশিদ আহমদ  
বৈলছড়ি, বাঁশখালী  
চিকিৎসক



লায়ন আলহাজ্জ শাহাব উদ্দীন  
আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ি, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



আমেনা বেগম  
বৈলছড়ি, বাঁশখালী  
গৃহিনী



আতাউর রহমান চৌধুরী  
মানিকপাটান, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



বিশ্বজিৎ কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক







আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, সভাপতি



বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী  
শিক্ষানুরাগী সদস্য, সহ-সভাপতি



গোলামুর রহমান  
প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক



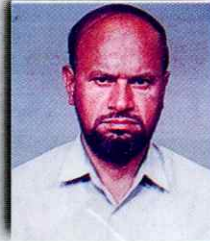
এস. এম. মাহবুবুল ইসলাম টুকু  
দাতা সদস্য



আবু ছালেহ চৌধুরী  
অভিভাবক সদস্য



সৈয়দ আবুল কাশেম  
অভিভাবক সদস্য



মোজাফফর আহমদ  
অভিভাবক সদস্য



এমদাদ হোসাইন চৌধুরী  
অভিভাবক সদস্য



মোস্তফিজুর রহমান  
শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য



আজিম উদদৌল্লাহ চৌধুরী  
শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য







বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ



বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ



বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে যাঁরা পরিদর্শনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে ক'জন

| পরিদর্শকের নাম                 | পদবী (পরিদর্শনকালীন)                                      | তারিখ        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| -                              | জেলা স্কুল পরিদর্শক                                       | ১৮/০৫/১৯৫৩ইং |
| -                              | ডি. ডি. পি. ই. এস (চট্টগ্রাম বিভাগ)                       | ২২/০৩/১৯৬৪ইং |
| এ. কে. এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী  | স্পীকার (ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট)                          | ২৭/১২/১৯৬৪ইং |
| -                              | পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ                                    |              |
| -                              | বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ                         | ২৭/১২/১৯৬৪ইং |
| কিউ. জে. আহমদ                  | ডি. সি. চট্টগ্রাম                                         | ০৩/০৪/১৯৬৫ইং |
| আব্দুল মোনায়েম খান            | গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান                                   | ২০/১২/১৯৬৫ইং |
| এ. হাছান                       | বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ                         | ২০/১২/১৯৬৫ইং |
| এ. আর. খান                     | ডি. ডি. পি. আই. চট্টগ্রাম বিভাগ                           | ০৪/০৪/১৯৬৮ইং |
| এম. আর. ছিদ্দিকী               | বাণিজ্যমন্ত্রী, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার            | ২৮/০৪/১৯৭২ইং |
| -                              | ডি. ডি. পি. আই. চট্টগ্রাম বিভাগ                           | ২২/০৯/১৯৭২ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| প্রফেসর ডঃ আব্দুল করিম         | উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়                        | ২৩/০২/১৯৭৮ইং |
| প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান        | শিক্ষা উপদেষ্টা (মন্ত্রী), গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ২৪/০২/১৯৭৮ইং |
| মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান     | মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ             | ২৫/০২/১৯৭৮ইং |
| বিচারপতি আব্দুল্লাহ            | মহামান্য উপ রাষ্ট্রপতি, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ          | ২৮/০৫/১৯৭৮ইং |
| জামাল উদ্দীন আহমদ              | শিল্প উপদেষ্টা (মন্ত্রী)                                  | ২৮/০৫/১৯৭৮ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| ব্যারিস্টার সোলতান আহমদ চৌধুরী | ডেপুটি স্পীকার                                            | ০৫/০৫/১৯৭৯ইং |
|                                | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ                                      |              |
| বেগম কামরুন্নাহার জাফর         | স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী                                    | ০৫/০৫/১৯৭৯ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| জামাল উদ্দীন আহমদ              | উপ প্রধানমন্ত্রী                                          | ২৮/০৮/১৯৮০ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| ব্যারিস্টার সোলতান আহমদ চৌধুরী | ডেপুটি স্পীকার                                            | ২৮/০৮/১৯৮০ইং |
|                                | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ                                      |              |
| এ.কে.এম. মঈনুল ইসলাম           | ডাক ও তার মন্ত্রী                                         | ০৭/০৩/১৯৮৩ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| অবঃ কর্ণেল অলি আহমদ বীর বিক্রম | যোগাযোগ মন্ত্রী                                           | ১৬/০৫/১৯৯৫ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |
| এম. এ. মান্নান                 | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী                                | ১৮/১২/১৯৯৮ইং |
|                                | গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                            |              |



## এক নজরে বিদ্যালয়

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| বিদ্যালয়ের নামঃ                               | বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়                                                    |
| ঠিকানাঃ                                        | গ্রাম-বৈলছড়ী<br>পোস্ট অফিস- খান বাহাদুর বাজার<br>উপজেলা- বাঁশখালী, জেলা- চট্টগ্রাম। |
| প্রতিষ্ঠার সালঃ                                | ১৯৫২ ইংরেজী                                                                          |
| প্রতিষ্ঠাতাঃ                                   | আমিরুল হক খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী                                                |
| প্রতিষ্ঠাকালীন বিদ্যালয়ের পরিধিঃ              | ১.৩০ একর।                                                                            |
| পুনরায় খরিদঃ                                  | ১৯৯১ ইং. ২৭ শতক                                                                      |
| বিদ্যালয়ের ৫ম হইতে ১০ম শ্রেণীতে মোট শাখাঃ     | ১৩টি                                                                                 |
| বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীঃ | ২৫ জন                                                                                |
| বর্তমান ছাত্রঃ                                 | ৫০০ জন                                                                               |
| বর্তমান ছাত্রীঃ                                | ৫৫০ জন                                                                               |
| ৫০ বৎসরের মধ্যে কর্মিটিঃ                       | ২০টি                                                                                 |
| প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকঃ                        | ৫ জন                                                                                 |
| প্রাক্তন শিক্ষকঃ                               | ৬৪ জন                                                                                |
| ম্যাট্রিক/ এস. এস. সি. উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীঃ  | ১১৭৭ জন                                                                              |
| দ্বিতল পাকা ভবনঃ                               | ১১৫ × ২৮ ১টি                                                                         |
| ভবনঃ                                           | ৭৫ × ৩০ লম্বা ১টি                                                                    |
| ভবন (সেমিপাকা)ঃ                                | ১৩০ × ২৪, ৯৫ × ২৪ ও ৪০ × ২১ লম্বা ৩টি                                                |
| নির্মাণাধীন চারতলা ভবনঃ                        | ৭২ × ২৭ ফিট                                                                          |

ভাড়া প্রদানকৃত সংস্থাঃ সোনালী ব্যাংক ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।



## বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারী

| ক্রম | শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীর নাম | ঠিকানা              | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদবী                                                   | যোগদানের তারিখ                         |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ১    | গোলামুর রহমান                   | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | বি.কম.বি.এড      | সহকারী শিক্ষক<br>সহকারী প্রধান শিক্ষক<br>প্রধান শিক্ষক | ০১/০১/১৯৭৭<br>০৬/০২/১৯৮৯<br>৩১/১২/১৯৯১ |
| ২    | মোস্তাফিজুর রহমান               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | বি.কম.বি.এড      | সহ-প্রধান শিক্ষক (১)                                   | ০১/০২/১৯৯০                             |
| ৩    | আজিমউদ্দৌল্লাহ                  | গুনাগরী, বাঁশখালী   | বি.এস.সি. বি-এড  | সহ-প্রধান শিক্ষক (২)                                   | ১৭/০৫/১৯৮৯                             |
| ৪    | দুলাল কান্তি পাল                | কালীপুর, বাঁশখালী   | বি.কম.           | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ০১/০৫/১৯৭৩                             |
| ৫    | নির্মলেন্দু চক্রবর্তী           | কালীপুর, বাঁশখালী   | বি.এস.সি. বি-এড  | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ২১/০৭/১৯৮৮                             |
| ৬    | মোহাম্মদ মুসা                   | বাহারচড়া, বাঁশখালী | বি.এ. বি-এড      | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ০৭/০১/১৯৯১                             |
| ৭    | মাওলানা আহমদ হোছাইন             | পাইরাং, বাঁশখালী    | এম. এম.          | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ০৭/০১/১৯৯১                             |
| ৮    | মোহাম্মদ খালেদ                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | বি.কম.           | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ০২/০৫/১৯৯৩                             |
| ৯    | অনিল কান্তি ধর                  | কোকদভী, বাঁশখালী    | বি.এ.বি-এড       | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ০২/০৫/১৯৯৩                             |
| ১০   | মেরী বিশ্বাস                    | পাটনীকোট, আলেয়ারা  | বি.এ.বি-এড       | সিনিয়র শিক্ষিকা                                       | ১০/০৫/১৯৯২                             |
| ১১   | ফিরোজ আহমদ                      | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | বি.এ.বি-এড       | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ১৬/০৪/১৯৯২                             |
| ১২   | আবদুর রহিম ছানুভী               | ছনুয়া, বাঁশখালী    | এম.এ. বি-এড      | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ১৪/০৫/১৯৯২                             |
| ১৩   | আহমদুর রহমান                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | বি.এস.সি. বি-এড  | সিনিয়র শিক্ষক                                         | ২৮/০৬/২০০০                             |
| ১৪   | মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম        | কাহারঘোনা, বাঁশখালী | এফ.এম.           | সহকারী শিক্ষক                                          | ১৯/০৬/১৯৯৩                             |
| ১৫   | হিমাংশু বিমল ধর                 | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | বি.এ.            | সহকারী শিক্ষক                                          | ০১/০৬/১৯৬৪                             |
| ১৬   | আমির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী         | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | বি.এ.            | সহকারী শিক্ষক (জীড়া)                                  | ০১/০৪/১৯৯৭                             |
| ১৭   | উম্মে কুলছুম                    | কালীপুর, বাঁশখালী   | বি.এ.            | সহকারী শিক্ষিকা                                        | ২৯/০৬/২০০০                             |
| ১৮   | সম্পা দাশ                       | জলদী, বাঁশখালী      | বি.এ.            | সহকারী শিক্ষক                                          | ১৮/১১/২০০১                             |
| ১৯   | প্রণব দেব দাশ                   | কোকদভী, বাঁশখালী    | বি.এ.বি.পি-এড    | শরীর চর্চা শিক্ষক (স্কটবলীন)                           | ১৩/১০/২০০১                             |
| ২০   | মনোরঞ্জন দাশ                    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | এইচ.এস.সি.       | জুনিয়র শিক্ষক                                         | ০১/০২/১৯৮৭                             |
| ২১   | আবু তাহের                       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | এইচ.এস.সি.       | অফিস সহকারী                                            | ০১/০৯/১৯৯১                             |
| ২২   | শাহ আলম                         | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | বি.এ.            | অফিস সহকারী                                            | ১০/০৫/১৯৯২                             |
| ২৩   | ছিদ্দিক আহমদ                    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | ৮ম শ্রেণী পাশ    | দপ্তরী                                                 | ০১/০১/১৯৭১                             |
| ২৪   | হামিদ উল্লাহ                    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | ৮ম শ্রেণী পাশ    | দপ্তরী                                                 | ০২/০৫/১৯৮৯                             |
| ২৫   | ছকিনা বেগম                      | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | ৮ম শ্রেণী পাশ    | আম্মা                                                  | ০৭/০১/১৯৯১                             |
| ২৬   | আবুল হোসেন                      | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | ৮ম শ্রেণী পাশ    | নৈশ প্রহরী                                             | ০১/০৩/১৯৯৩                             |





## স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিকথা

মাষ্টার আবু আহমদ

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগী)

বৈলছড়ী গ্রামে খান বাহাদুর সাহেব তাঁর দুই সহোদর ছোট ভাই ও এলাকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়ে ১৯৩০ সালে তাঁর স্ত্রীর নামে জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খান বাহাদুর সাহেব ব্রিটিশ আইন সভার সদস্যসহ নানাবিধ কাজে বেশীর ভাগ সময় বাইরে থাকতেন বিধায় তাঁরই ছোট ভাই আলহাজ্ব কাজী আজিজ

আহমদ চৌধুরী জুনিয়ার মাদ্রাসা সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করতেন।

খান বাহাদুর সাহেব পরবর্তীতে বৈলছড়ী কালীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়, বোর্ড স্কুল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিষ্ঠা করেন। জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আগে বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম প্রথম উক্ত বাজার সপ্তাহে ১ দিন মঙ্গলবার বসত।

১৯৪৩ ইংরেজী বৃহত্তর চট্টগ্রামে ব্রিটিশ জাপান যুদ্ধের খেসারতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। বাঁশখালীতেও এ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রভাব এসে পড়ে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে জুনিয়ার মাদ্রাসা রক্ষা করা তথা চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এদিকে বৈলছড়ী কাথরিয়া একই ইউনিয়নে কোন হাই স্কুল ছিল না। তেমনি হাই স্কুল ছিল না পার্শ্ববর্তী সরল ও বাহারছড়া ইউনিয়নে। এ চারি ইউনিয়নের সচেতন ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে খানবাহাদুর সাহেবের প্রতি আবদারের মাধ্যমে দাবী আসতে থাকে অত্র এলাকায় একটি হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করার।

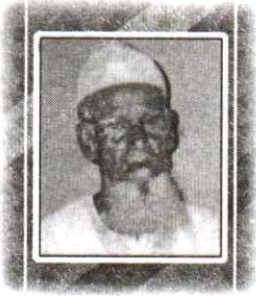
যেহেতু অত্র এলাকায় আগে থেকে কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান খানবাহাদুর সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছেন অতএব এলাকার তথা দেশের শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে তিনি জুনিয়ার মাদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরের আবদার গ্রহণ করে অগ্রসর হন।

১৯৫১ সালে প্রাথমিক প্রত্নত্বিমূলক আলাপ আলোচনা চললেও ১৯৫২ সালে হাই ইংলিশ স্কুল বাস্তবে রূপ লাভ করে। ১৩০ ফুট দীর্ঘ সেমি পাকা ভবন ও তৎপশ্চিমে কাঁচাঘর এবং আসবাবপত্র জুনিয়ার মাদ্রাসা হিসাবে তৈরী বা প্রস্তুত ছিল বিধায় এ জুনিয়ার মাদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরে গৃহ ও আসবাবপত্রের অভাবে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তখন দূরদূরান্তের ছাত্রদের থাকার লজিং ও শিক্ষকগণের বেতনের প্রয়োজন ছিল মুখ্য। খানবাহাদুর সাহেব নিজ তহবিল থেকে শিক্ষকগণের বেতন প্রদানে এগিয়ে আসেন এবং তারই কাছারী ঘরে শিক্ষক-ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা এবং সেই সাথে খাওয়ারও ব্যবস্থা করেন। এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির ছাত্রদের জায়গীর বা লজিং রাখতে কার্পণ্য করেনি।

হাই ইংলিশ স্কুল চালু করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাই স্কুলের পক্ষ থেকে বাধার সন্মুখীন হন। তারা বিভিন্নভাবে আপত্তি পেশ করতে থাকে। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেবের দৃঢ় মনোবল ও প্রচেষ্টায় এবং এলাকার স্কুল শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় তাদের আপত্তি অকার্যকর হয়ে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই ইংলিশ স্কুল সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। খান বাহাদুর সাহেব জীবদ্দশায় নিজ তহবিল হতে হাই স্কুলের যাবতীয় ব্যয় করে যেতেন। তিনি ১৩০ ফুট দীর্ঘ সেমি পাকা দালানের পশ্চিমের কাঁচা গৃহকে সেমি পাকা গৃহে রূপান্তর করেছেন এবং খেলার মাঠ ও আসবাবপত্র সহ হাই স্কুলকে পরিপূর্ণতা দান করে ১৯৬২ ইংরেজীর ১৩ই এপ্রিল ৩০শে চৈত্র রোজ শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। তৎপরবর্তী থেকে আজ পর্যন্ত খান বাহাদুর সাহেবের সন্তান-সন্ততিরা এলাকার শিক্ষা ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে স্কুল সুচারুরূপে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে আমি দীর্ঘ দুই যুগ যাবত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অফিসিয়াল কাজকর্মও আনজাম দিয়েছিলাম।

স্কুলের ৫০ বৎসরের ইতিহাসে খান বাহাদুর সাহেবের সাথে স্কুল প্রতিষ্ঠায় যারা সহযোগী ছিলেন তারা আজ পরপারে। আমরা ২/১ জন যারা এখনো বেঁচে আছি আমরাও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি। পরিশেষে এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দাবী থাকবে তারা যেন স্কুলকে চতুর্দিক দিয়ে সহায়তা করে।





## স্কুল প্রতিষ্ঠাকালীন কথা

মোজাহের আহমদ চৌধুরী

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগী)

বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের গোল্ডেন জুবিলী হচ্ছে জেনে খুবই আনন্দ লাগছে। স্কুল প্রতিষ্ঠায় খান বাহাদুর সাহেবের সাথে যে ক'জন সক্রিয় সহযোগী ছিলেন তন্মধ্যে আমিও নগণ্য একজন ছিলাম। বৈলছড়ী ইউনিয়ন, কাথরিয়া ইউনিয়ন, সরল ইউনিয়ন ও বাহারছড়া ইউনিয়ন (আংশিক) এর আপামর জনসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বোত্তমভাবে একমত ও আনন্দিত ছিলেন।

কথা হল, বছর দশেক আগে পার্শ্ববর্তী স্কুলে গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয়। ঐ ম্যাগাজিনে জনৈক ব্যক্তি তার লেখায় ঐ স্কুলকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে চুরি করা নিয়ে ১০/১২ লাইনের যা কিছু লিখা লিখেছেন তা সত্যের বিপরীতে উদ্ভট কথা মাত্র। এ স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আমি নিজে সাক্ষী। এখন আমার বয়স ৯৩ বছর। জীবনের শেষ অবস্থা আমার। কোন দিন মারা যাই আত্মাহ জােনেন। বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলে গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে বাস্তব ও সত্য ঘটনাটি লিখে যেতে পারায় আমি অন্তরে শান্তি অনুভব করছি।

বৈলছড়ী খান বাহাদুর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বাজারে আমার লাইব্রেরী ছিল। উহা বাঁশখালীর প্রথম লাইব্রেরী। নাম ছিল “জনপ্রিয় লাইব্রেরী”। খান বাহাদুর সাহেব নিজ এলাকায় জুনিয়র মদ্রাসা, বোর্ড স্কুল, বৈলছড়ী-কাথরিয়া-কালীপুর দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন নিজের জমিতে। এসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তিনি দশ জনের সহযোগিতা নিতেন। কিন্তু চাঁদা নিতেন না। খান বাহাদুর সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ১৯৪৩ ইং এর দুর্ভিক্ষের পর দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে জুনিয়র মদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন বাধা আসে পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলের পক্ষ থেকে। তাদের যুক্তি হল ১ মাইলের ব্যবধানে আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্কুলটি টিকে থাকতে পারবে না। তাই তারা শিক্ষা বিভাগের উচ্চ দপ্তরে লিখিতভাবে আপত্তি পেশ করে। পরবর্তীতে বৈলছড়ী স্কুল মঞ্জুরীর জন্য ইন্সপেক্টর আসলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলের পক্ষ থেকে ৩/৪ জনের একটি গ্রুপ ইন্সপেক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করে আবার আপত্তি পেশ করে। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেবের দৃঢ় প্রচেষ্টা ও এলাকার সার্বিক সহযোগিতার কাছে পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলের উত্থাপিত আপত্তি টিকেনি। বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই ইংলিশ স্কুল সরকারী মঞ্জুরী লাভ করতে সক্ষম হয়।

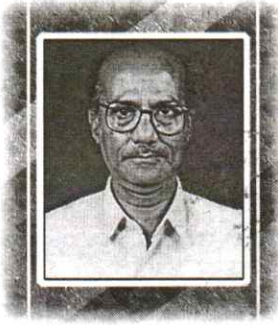
এখন কথা হল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের ঐ স্কুলটি যেখানে এ স্কুলের ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ঐ স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে বা আমরা ঐ স্কুল চুরি করব- এ রকম একটি আশ্চর্য ও উদ্ভট কথা কিভাবে তাদের ম্যাগাজিনে লিখা হল তা আমার ভাবতে অবাক লাগে।

ম্যাগাজিন যারা তদারক করেছেন তারা কি করে এরকম কিছু উদ্ভট কথা ম্যাগাজিনে লেখার সুযোগ দিলেন তা আমি ভেবে নিজে নিজে অবাক হই।

মানুষ সাধারণতঃ নিজের অপকর্ম ঢেকে রাখে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অপকর্ম অপরের কাঁধে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা কতটুকু সমুচিত হয়েছে-ভাববেন আশা করি। আর ১৯৫১-৫২ সালের স্কুল নিয়ে দুই প্রতিবেশী গ্রামের তিক্ত বিষয়াদি দীর্ঘ কয়েক যুগ পর আবার ঘাঁটাঘাঁটি করা কতটুকু উচিত হয়েছে তা লিখক বাহাদুর ভাববেন কি?

আত্মাহ আমাদেরকে সত্য কথা বলার তৌফিক দান করুন। আমিন।





## বিদ্যালয়ের স্মৃতিবন্ধা

হিমাংশু বিমল ধর

বৈলছড়ী, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক

আমাদের বিদ্যালয়টি যে সাধ্বী নারীর নামাঙ্কিত তিনি হলেন মরহুম আমিরুল হক খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী সাহেবের প্রিয়তমা পত্নী বেগম নজমুননেছা চৌধুরানী। আমার জন্মের পূর্বে এখানে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা ছিল। গ্রাম্য মুরব্বীদের কাছে শুনেছি- শ্রদ্ধাভাজন খান বাহাদুর সাহেব বিভিন্ন ব্যক্ততা নিয়ে বাড়ীর বাইরে থাকতেন বিধায় এ মাদ্রাসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন খান বাহাদুর সাহেবের অনুজ মরহুম কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী সাহেব। নানান প্রতিকূল অবস্থার কারণে জনাব কাজী সাহেব প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন। পুনরায় সাথে সাথে মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শ্রদ্ধাভাজন খান বাহাদুর সাহেব। তিনি ইহার নামাঙ্কিত করেন তাঁরই দানশীলা ও পুণ্যবতী স্ত্রী বেগম নজমুননেছা চৌধুরানীর নামাকরণে “নজমুননেছা জুনিয়ার মাদ্রাসা”। বেগম সাহেবা এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে পৈতৃক প্রাপ্ত জমি থেকে ১০ বিঘা জমি দানপত্র করেছেন। ১৯৫১ ইং পর্যন্ত এটি প্রথম শ্রেণীর জুনিয়ার মাদ্রাসা রূপে সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে মরহুম খান বাহাদুর সাহেব এ মাদ্রাসা গৃহে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

তিনি ১৯৫১ ইং সালের শেষের দিকে একদিন হঠাৎ বৈলছড়ী, চেচুরিয়া, কাথরিয়া, সরল ও বাহারছড়া মৌজার শিক্ষাদারদী ভদ্র মহোদয়গণকে তাঁর বাসভবনে এক চা চক্রে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দ চিত্তে এলেকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর বৈঠকখানায় সমবেত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য ব্যক্তির হলেন- চেচুরিয়া মৌজার স্বর্গীয় বাবু সতীশ চন্দ্র সেন, মরহুম মাষ্টার নজির আহমদ, জনাব মোজাহের আহমদ চৌধুরী, স্বর্গীয় বাবু প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী, স্বর্গীয় বাবু নরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (নবপন্ডিত), মরহুম সৈয়দ হুমদুল হক, স্বর্গীয় জয়ন্ত কুমার তালুকদার, হেডমৌলভী আবদুল কাদের, স্বর্গীয় বাবু বীরেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য, মাষ্টার আবু আহমদ, স্বর্গীয় বাবু শশী কুমার চক্রবর্তী, বাবু হিমাংশু বিমল শাস্ত্রী, বৈলছড়ী মৌজার স্বর্গীয় বাবু রমণী মোহন তালুকদার, জনাব আলতাফ আহমদ চৌধুরী, মরহুম ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, বাবু শ্রীহরি সিকদার, মরহুম মৌলানা কবির আহমদ, স্বর্গীয় বাবু অর্ধেন্দু বিমল সিকদার, মরহুম আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, স্বর্গীয় বাবু হিমাংশু বিমল সিকদার, মরহুম মৌলানা সমশুল ইসলাম, মরহুম আলহাজ্ব বেলায়ত আলী চৌধুরী, কাথরিয়া মৌজার তফজ্জল আহমদ চৌধুরী, মরহুম মাষ্টার আবদুল অদুদ চৌধুরী, মানিকপাঠান মৌজার মরহুম ছাবের আহমদ চৌধুরী (লাতু মিঞা), বৈলছড়ী মৌজার মরহুম আবদুল মোনাফ চৌধুরী, মরহুম আবদুস ছালাম, সরল মৌজার মরহুম রশিদ আহমদ চৌধুরী, মরহুম নবাব আলী চৌধুরী, কালীপুর মৌজার মিনহাজুল হক চৌধুরী (চেতন মিঞা), মরহুম জমিল আহমদ চৌধুরী, গুনাগরী মৌজার মরহুম আলহাজ্ব মকবুল আহমদ চৌধুরী (সাহেব মিঞা চৌধুরী), বরইতলী মৌজার মরহুম সোলেমান তালুকদার, মরহুম মাষ্টার আলী চান্দ প্রমুখ। মরহুম খান বাহাদুর সাহেব সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন। একজন



অপরজনের মুখের দিকে তাকালেন। খান বাহাদুর সাহেব বল্লেন যে- যেহেতু বিভিন্ন এলেকা থেকে দাবী আসতেছে- জুনিয়ার মাদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে পরিণত করার জন্য। তিনি সবার মনোভাব যাচাই করলেন এবং উপস্থিত সবাই সহস্র বদনে বল্লেন- উত্তম প্রস্তাব। তাঁদের ছেলেকে অন্য স্কুলে গিয়ে পড়তে হবে না এবং পানি-ভাত খেয়ে এ'স্কুলে পড়তে পারবে। চা চক্র শেষ হবার পর বাবু সতীশ চন্দ্র সেন, বাবু অর্জুন্দ্ৰ বিমল সিকদার, জনাব মোজাহের আহমদ, মাষ্টার নজির আহমদ, বাবু রমণী মোহন তালুকদার ও মরহুম নুরুল ইসলাম চৌধুরী এক বৈঠকে মিলিত হলেন। স্কুল করতে হলে প্রথমে একজন বি.এ. বি.টি. হেডমাষ্টার যোগাড় করতে হবে। পরে অন্য চিন্তা। প্রত্যেকদিন সকালে বিকেলে সতীশ বাবু এসে খান বাহাদুর সাহেবকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি নাছোড়বান্দা।

স্বর্গীয় রমণী বাবুর মুখে শুনেছি- একদিন খান বাহাদুর সাহেব রমণী বাবুকে শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তার একটি চিঠি হাতে দিয়ে পড়তে বলেন। তিনি চিঠি পড়ে দেখলেন, জুনিয়ার মাদ্রাসাকে নাকি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড মুসলিম শিক্ষার জন্য পৃথক থাকবে না এবং সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যাট্রিক পর্যন্ত এ' বোর্ডের অধীনে থাকবে। কাজেই ৮ম শ্রেণী খুলতে হবে। খান বাহাদুর সাহেব রমণী বাবুকে বল্লেন, “রমণী, তুমি আমার পুত্র সমতুল্য। তুমি জানুয়ারী '৫২ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ করা ছাত্রদের নিয়ে ৭ম শ্রেণী আরম্ভ কর। আর এ ইউনিয়নের যে সব ছাত্র অন্য স্কুলে পড়ে তাদেরকে এখানে ভর্তি করাও। ছাত্রদেরকে কোন বেতন দিতে হবে না।” অমনি নির্দিষ্ট দিনে মাত্র ৬/৭ জন ছাত্র নিয়ে ৭ম শ্রেণীতে পড়াশুনা আরম্ভ করে দিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন বানীগ্রামের স্বর্গীয় প্রাণ গোপাল গোস্বামী। শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন পালেগ্রামের মরহুম সিরাজুল ইসলাম। জুনিয়ার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাষ্টার আবু আহমদ ও হেড মৌলভী মরহুম আবদুল কাদের, রমণী বাবু সহ মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। এ পাঁচ শিক্ষক স্কুল চালাতে থাকেন। সতীশ বাবু, মাষ্টার নজির আহমদ ও শশী বাবু খান বাহাদুর সাহেবকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুল করার জন্য উৎসাহ যোগাতে লাগলেন। খান বাহাদুর সাহেবের প্রথম পুত্র নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব নিজে কিছু না বলে রমণী বাবুর দ্বারা তাঁর পিতাকে বিরক্ত করতে লাগলেন। সতীশ বাবু, শশী বাবু ও মোজাহের সাহেবতো আছেনই। সবাই মিলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য খান বাহাদুর সাহেবকে অনুরোধ জানালেন। তিনিও মুচ্চকি মুচ্চকি হেসে তাঁদের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। একদিন আমি খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। তিনি পুকুরের শানবাঁধা ঘাটে চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে সোহাগ করে ডেকে বল্লেন, তুই, এখনি গিয়ে অর্জুন্দ্ৰ বাবু, রমণী বাবু ও ডাক্তার নন্দী বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। (নন্দী বাবুর বাড়ী রাউজান, বৈলছড়ী ডাক্তারখানার সরকারী ডাক্তার) আমি তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। তাঁদেরকে ডেকে আনার পর আমি দূরে দাঁড়িয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা শুনলাম। আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। অতশত বুঝি না, শুনতে পেলাম, “একজন বি.এ.বি.টি. হেডমাষ্টার যোগাড় করতে হবে। নতুবা স্কুল করা যাবে না।” ১৯৫২ ইং সালের মার্চ মাসে ৮ম ও ৯ম শ্রেণী খোলা হল। দু'দিন পর সতীশ বাবু, মাষ্টার নজির আহমদ ও রমণী বাবু একত্রে নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের সাথে পরামর্শ করতেছেন এমন সময় শশী বাবু ও মোজাহের সাহেবও আসলেন। রমণীবাবু প্রস্তাব করলেন যে, সাধনপুর গ্রামের জগদ্বন্ধু বাবুকে হেডমাষ্টার করে আনলে উত্তম হবে। তাঁরা সবাই মিলে খান বাহাদুর সাহেবের নিকট গিয়ে এ' প্রস্তাব দিলেন। তিনি রমণী বাবুকে বল্লেন, তাঁর কাছে পত্র দাও যেন সহসা চলে আসেন। জগদ্বন্ধু বাবু তখন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম মুকুন্দ লাল হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। তাঁকে পত্র লেখা হলো। কিছুদিন পর তিনি আসলেন এবং খান বাহাদুর সাহেবের সাথে দেখা করলেন। কিন্তু মতের গরমিল হওয়াতে তিনি বাড়ীতে চলে গেলেন। তখন রমণী বাবু, নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, মাষ্টার নজির আহমদ সাহেব ও মোজাহের সাহেব সাধনপুরস্থ জগদ্বন্ধু বাবুর বাড়ীতে গেলেন। অনেক অনুরোধের পর তিনি রাজী হয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। তখন



নজমুন্নেছা জুনিয়ার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হলো “বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই ইংলিশ স্কুল”। চার দিকে রব উঠলো, বৈলছড়ীতে হাই স্কুল হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী স্কুল কর্তৃপক্ষ ভীষণ বিরোধিতা করে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করলেন যে- “এক মাইলের ব্যবধানে দু’টি হাই স্কুল স্থাপন করা যায় না”। প্রতিবেশী স্কুল কর্তৃপক্ষ আরো কুৎসা রটনা করে প্রচার করতে লাগলেন যে খান বাহাদুর সাহেব স্কুলের টুল বেধে ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন। খান বাহাদুর সাহেবের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা “মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন” তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেনই। হেডমাষ্টার হিসাবে জগদ্বন্ধু বাবুর যোগদানের পর বানীগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্র মাধব চৌধুরী কাব্যতীর্থ পন্ডিত হিসেবে ও বাবু সতীশ চন্দ্র সেন, বি.এস-সি. শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন। খান বাহাদুর সাহেব জানিয়ে দিলেন যে-ছাত্রদের বেতন দিতে হবে না, লজিং এর ব্যবস্থা করে দেয়া হবে এবং তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানার দোতালায় বিদেশী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। এ’ভাবে একবছর চলে গেল। দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বাড়তেছে। যেমন নবযুগের সূচনা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তদন্তে এসে প্রতিবেশী স্কুলের পক্ষে রায় দিলেন। এতে খান বাহাদুর সাহেব দমলেন না। হেডমাষ্টার জগদ্বন্ধু বাবু ১৯৫৩ ইং সালের মার্চ মাসে চলে গেলেন। তখন স্কুলে আর এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো। মরহুম নজির আহমদ সাহেবকেও শিক্ষক হিসেবে রাখা হলো। অভাব শুধু হেডমাষ্টারের। নতুবা স্কুল থাকবে না। নতুন স্কুল বলে কোন ভাল শিক্ষকও আসতে রাজী হলেন না। কূলে এসে নৌকা ডুবে যাচ্ছে দেখে ছাত্র ও অভিভাবকেরা গোলমাল আরম্ভ করে দিলো। রমণী বাবু দুঃখে কেঁদে ফেললেন। উপায় না দেখে অবশেষে রমণী বাবু, মাষ্টার নজির আহমদ, মাষ্টার আবু আহমদ, সতীশ বাবু, শশী বাবু ও নুরুল ইসলাম সাহেব স্বর্গীয় অর্দেঁন্দু বিমল সিকদার মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ীতে আনা হলো। খান বাহাদুর সাহেব সন্মুখে তাঁকে বললেন, “বাবা অর্দেঁন্দু, তুমি আমার ইসলামের (নুরুল ইসলাম চৌধুরী) বড় ভাই। তোমাকে স্কুলের হাল ধরতে হবে। এবং স্কুলের হেডমাষ্টার হিসেবে আসতে হবে। তিনি তখন আমতা আমতা করতেছেন। হঠাৎ রমণী বাবু, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মাষ্টার নজির আহমদ ও মোজাহের সাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। খান বাহাদুর সাহেবের নির্দেশ ও তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি রাজী হয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন। তখন বৈলছড়ী ও চেচুরিয়া গ্রামে আনন্দের বান ডেকেছিল। এলেকার বিদ্যালয় হিতৈষীগণ এগিয়ে আসলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই কড়া কড়ি চলতেছে। অর্দেঁন্দু বাবুর যোগদানের পর আসলেন চেচুরিয়া গ্রামের বাবু ফণী ভূষণ মজুমদার বি.এস-সি। এবার স্কুলের শিক্ষাদীক্ষা খুবই উন্নত হলো।

১৯৫৩ ইং সালের জুলাই মাসে সাময়িক অনুমতি ও ১৯৫৪ ইং সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেয়াতে খান বাহাদুর সাহেব শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে এক উকিল নোটিশ দিয়ে জানালেন যে- এতগুলো ছেলের একটা বছর যে এমনি নষ্ট হয়ে যাবে তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নতুবা কোর্টে মামলা দায়ের করা হবে। অবশেষে অক্টোবর মাসে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৫৪ ইং সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৮ জন ছাত্র এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় চার জন।

ক্রমান্বয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। খেলাধুলায়ও বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি পায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। ১৯৫৬ ইং সালে পুকুরিয়া গ্রামের জনৈক রাজেন্দ্র লাল ধর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং আমি টেলেন্টপুলে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করায় বিদ্যালয়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর শুনে যখন আমি মিঞা দাদা (খান বাহাদুর সাহেব)কে সালাম করতে গেছি, পায়ে ধরে সালাম করার পর তিনি আমাকে আনন্দে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ২০০/= (দুইশত) টাকা দিয়েছিলেন। তখন খান বাহাদুর সাহেব আনন্দ সাগরে অবগাহন করতেছেন। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্র এসে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে



থাকে। যে সব ছাত্র গরীব ও মেধাবী, মুসলিম ছাত্ররা খান বাহাদুর সাহেবের বৈঠকখানার দোতালায় বা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এবং হিন্দু ছাত্ররা স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীতে লজিং থাকতো। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-বেতন, আসবাব খরচ, নৈমিত্তিক খরচ ইত্যাদি খান বাহাদুর সাহেব নিজেই প্রদান করতেন। প্রতিমাসে শিক্ষক বেতন বাবদ টাকা মরহুম লোকমান আহমদ সাহেবের সাথে আমি খুণ্ণয় করে নিয়ে আসতাম। এ'ভাবে ১৯৫২ ইং থেকে ১৯৬২ ইং সালের এপ্রিল পর্যন্ত চলতে থাকে। মোট কথা বিদ্যালয়টি ছিল খান বাহাদুর এ্যাষ্টেটের একটি শাখা। ১৯৬২ ইং সালের ১৩ই এপ্রিল এ'দানশীল, মহানুভব, জনহিতৈষী, সমাজ দরদী ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর প্রথম পুত্র মরহুম নুরুল ইসলাম চৌধুরী হজুবত পালন করার জন্য পবিত্র মক্কানগরে ছিলেন। তখন বিদ্যালয়ের সাময়িক হাল ধরেন বাবু অর্কেন্দ্র বিমল সিকদার। কারণ মরহুমের অন্য পুত্রগণ নাবালক ছিল। পবিত্র মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সমস্ত দায়িত্ব অর্কেন্দ্র বাবু তাঁকে বুঝিয়ে দেন। তিনি বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন ছাত্র-ছাত্রীরা নামেমাত্র বেতন দিতে আরম্ভ করে। তাঁর আমলে বিদ্যালয়ের কিছু অংশ সংস্কার করা হয়। আমি ০১/০৬/৬৪ ইং তারিখে বিদ্যালয়ে জুনিয়ার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। আমি যখন যোগদান করি সাধনপুর নিবাসী স্বর্গীয় নিহার কান্তি বিশ্বাস, বি.এ.বি.টি. তখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি ৩১/১২/৬৫ ইং পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পুনঃ ০১/০১/১৯৬৬ ইং থেকে বাবু অর্কেন্দ্র বিমল সিকদার প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন বিদ্যালয়ের গতি উন্নয়নমূলক কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। বিদ্যালয়ের কিয়দংশ নতুন নির্মাণ করা হয়। এর দ্বিতল ভবনে বর্তমানে সোনালী ব্যাংক অবস্থিত। ১৯৬৭ ইং সনে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়। মরহুম নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব ১৯৭১ ইং সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭২ ইং সালে খান বাহাদুর সাহেবের চতুর্থ পুত্র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে নতুন নতুন অভিজ্ঞ শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ে তখন উন্নয়নের জোয়ার আসে। সার্বক্ষণিক তিনি বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আমলে বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব “রজত জয়ন্তী” অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন, রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান উক্ত “রজত জয়ন্তী” উৎসবে শুভ পদার্পণ করে বিদ্যালয়কে = ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করেন। উক্ত টাকা দ্বারা বিদ্যালয়ের কিয়দংশ দ্বিতল ভবন (বর্তমানে বিজ্ঞানাগার) নির্মাণ করা হয়। উক্ত “রজত জয়ন্তী” উৎসবে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও শুভ পদার্পণ করেন। ১৯৭৯ ইং সনে কুমিল্লা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মানবিক শাখা থেকে হামিদা চৌধুরী (বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) ১২শ স্থান অধিকার করে। ১৯৭৯ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাবু অর্কেন্দ্র বিমল সিকদার মহাশয় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ ইং সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৪/১১/৭৯ ইং পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক বাবু অধর লাল খাস্তগীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৫/১১/৭৯ ইং তারিখে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন জলদী গ্রাম নিবাসী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের এক কৃতি সন্তান জনাব শেখ মুশতাক আহমদ, বি.এ.এম.এড সাহেব। তখন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জনাব আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী। জনাব শেখ মুশতাক আহমদ সাহেবের দক্ষ পরিচালনায় বিদ্যালয়ের শ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনাব মাহমুদুল ইসলাম সাহেব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নিযুক্ত হওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ে সময় দিতে অপারগ ছিলেন বিধায় তাঁর অগ্রজ অর্থাৎ খানবাহাদুর সাহেবের ৩য় পুত্র আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে আসেন। তখন পদাধিকার বলে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি থাকতেন উপজেলা চেয়ারম্যান। তখন বিদ্যালয়ের তেমন উন্নতি হয়নি। কুমিল্লা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হয়ে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি



হয়ে আসার পর বিদ্যালয়ের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৮৯ ইং সালে কুমিল্লা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এস.এস.সি. পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মুবিনুল ইসলাম। খান বাহাদুর সাহেবের দান করা জমি ব্যতীত আর কোন জমি খরিদ করা হয়নি। তিনি সভাপতি হয়ে আসার পর বিদ্যালয়ের নামে ০.২৭ একর জমি খরিদ করা হয়। পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিদ্যালয়ের একই দালানে ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোতলায় বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধার্থে উক্ত বিজ্ঞান ভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ছেড়ে দেয়া হয়। হাজী আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব ছাত্র-ছাত্রীর আধিক্য হেতু শিফট প্রথা চালু করেন। তাঁর বিদ্যালয়ে আসার সময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৫০ জন, শিক্ষক সংখ্যা ১০ জন, অফিস সহকারী ১ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২ জন। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে হেতু তিনি খরিদকৃত জমিতে ৯০' X ২৪' টিনশেড গৃহ নির্মাণ করান। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে ফ্যাসিলিটিজ দালান, একচেঞ্জ ভবন নির্মাণ ও ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসার জন্য বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে ছরার উপর সেতু নির্মাণ করা হয়। বিগত ৩০/১২/৯১ ইং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শেখ মুশতাক আহমদ সাহেব অবসর গ্রহণ করার পর বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষক জনাব গোলামুর রহমান বি.কম.বি.এড. ৩১/১২/৯১ ইং প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেমন সং চরিত্রের অধিকারী তেমন অদম্য মনোবল সহ সৎ সাহসেরও অধিকারী। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের যোগ্য সভাপতি আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব বদরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ এবং তাঁর সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ। পূর্বের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। এ'বিদ্যালয়ে কোন দলাদলি নেই। সবাই ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীসুলভ মনোভাব নিয়ে বিদ্যালয়কে এলেকায় শিক্ষা বিস্তারের একটি উজ্জ্বল পথিকৃৎ হিসাবে সম্মুখ রাখার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের সুচিন্তার ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ১০৫০ জন, শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন (একজন খন্ডকালীন সহ), কর্মচারীর সংখ্যা ০৬ জন। বিদ্যালয়ের খরিদকৃত জমিতে বর্তমানে একটি চারতলাবিশিষ্ট দালানের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে। এটি তাঁর সুচিন্তার ফসল স্বরূপ।

আমাদের বিদ্যালয়টি অত্র বাঁশখালী উপজেলার একটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব অক্লান্ত শ্রম, অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও অফুরন্ত মনোবল নিয়ে বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব “গোল্ডেন জুবিলী” উদযাপনের জন্য যে ভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন, এহেন নজির বিরল। তিনি এক বছর আগে থেকেই এ'পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর এ মহান অভিযান বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় তিনি কামিয়াব হবেনই আশা করি।

পরিশেষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।





## ফেলে আসা স্কুল স্মৃতি

সুধীর রঞ্জন চৌধুরী

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক

আমাদের বৈলুছড়ী নজমুল্লাহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে বর্তমান পরিচালনা কমিটি কর্তৃক গোন্ডেন জুবিলী উদযাপন উপলক্ষে একটা তথ্যসমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র স্কুল পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্কুল আরম্ভ হয় ১৯৫২ সাল থেকে। আমার মামা বাবু সতীশ চন্দ্র সেন ছিলেন খান বাহাদুর সাহেবের একান্ত বন্ধু। ওনার সাথে পরামর্শক্রমে খান বাহাদুর সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলতো আরম্ভ হল। এখন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে তৎপর হতে হবে। সতীশ বাবুর ছেলে, ভাইপো ও ভাগ্নে, কালিপুর স্কুলে পড়ে। হঠাৎ একদিন মামা আমাদের ডেকে বললেন, “আগামীকাল থেকে তোমরা বৈলুছড়ী স্কুলে যাবে।” আমরাও তাঁর নির্দেশমত বৈলুছড়ী স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম। আমরা স্কুলে ১ম বর্ষের পরীক্ষার্থী না হলেও আমরাই স্কুলের প্রথম ছাত্র। আমরা সতীশ বাবুর ছেলে, ভাগ্নে ও ভাগ্নেরা যখন স্কুলে পড়ছি তখন স্কুলটি ভাল স্কুল হবে বলে চতুর্দিকে রটে যায়। বাবু সতীশ চন্দ্র সেন ছিলেন তৎকালীন কলকাতার “প্রেসিডেন্সি কলেজ” হতে বি. এস-সি. পাশ। ওনি অত্র এলাকার একজন বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

খান বাহাদুর সাহেব এবং বাবু সতীশ চন্দ্র সেন দু'জনে মিলে প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সব রকমের বুদ্ধি পরামর্শ করতেন। আমাদের স্কুলে ভাল ভাল মাষ্টার আনা হল। এরপর প্রথম বৎসরের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীতে স্কুল ভরে গেল।

আমাদের স্কুলে খেলার মাঠ ছিল না। স্কুলের দক্ষিণ পাশে কয়েকটা ঘর-বাড়ি ছিল। পশ্চিম পাশে কিছু জমি ও সুপারি গাছ। এর দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বৈলুছড়ী ছড়া। বর্ষাকালে ছড়ায় ঢল নামলে আমার নির্দেশমত ছড়ার পাড় কেটে দেয়া হত যাতে করে নিচু জমি বালিতে ভরে যায়। সুপারি গাছ কাটার জন্য ঠিক করেছিলাম আমার বন্ধু নুরুল ইসলামকে। ওর সাহস ছিল বেশি। সে সৈয়দ মিয়া'র ভাগ্নে ছিল। আমি যা বলতাম সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাই-ই করত। রাত্রে ছুরি দিয়ে সুপারি গাছের



গোড়া কিছু কিছু কেটে রাখা হত যাতে বাতাস আসলে গাছগুলি পড়ে যায়। এভাবে বহু কষ্টের বিনিময়ে আমরা কুলে মাঠ তৈরি করেছি।

অবশ্য এই মাঠের সুফলও আমরা কুলকে দিয়েছিলাম। আমাদের কুল Affiliation পাওয়ার প্রথম বছরই জোনের খেলাতে (আন্তঃ কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট) আমরা বাঁশখালীতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করি। পরে সাতকানিয়ার চ্যাম্পিয়ন সাতকানিয়া কুলের সাথে আমাদের খেলা হবে। আমাদের Game teacher মরহুম সিরাজ মিয়া বললেন, বিগত ১৭ বছর বাঁশখালীর কোন কুল আমাদের Game teacher মরহুম সিরাজ মিয়া বললেন, বিগত ১৭ বছর বাঁশখালীর কোন কুল সাতকানিয়াকে গোল দিতে পারে নি। কারণ তারা মাঠে জোরপূর্বক গোল দিয়ে দেয়। এ কথা শুনে আমি খান বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উনাকে বিস্তারিত বলার সাথে সাথে উনি লোকমানকে টেলিগ্রাম ফরম আনতে বললেন। এরপর কি করলেন জানি না।

খেলাতে গিয়ে দেখি মাঠের চারিদিকে দড়ি দিয়ে ঘেরা দেয়া এবং পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তখন কোন গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। বাঁশখালী থেকে সাতকানিয়া পায়ে হেঁটে যেতে হত। বর্তমান প্রজন্মের কাছে হয়তো এ কথা অবশ্য অবিশ্বাস্য মনে হবে। অবশেষে হেঁটে এতদূর গিয়ে খেলাতে আমরাই জয় লাভ করি। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় বাবু অর্ধেন্দু বিমল সিকদার। শুনেছিলাম খান বাহাদুর সাহেব এবং হেড স্যার টেলিগ্রাম করে সব সময় খবর নিতে ব্যস্ত ছিলেন। পরের দিন উনারা খুশিতে থাকতে না পেয়ে চৌকিদারকে দিয়ে ঘোড়া পাঠিয়েছিলেন আমাদের আনার জন্য। দীর্ঘ ১৭ বছর পর এমন একটা কুল সাতকানিয়াকে গোল দিয়ে এল, যে কুল কিনা সে বছরই জোনের খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে ছিল। সে বছর থেকেই চারিদিকে কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। হ্যাঁ আমাদের প্রিয় কুল বৈলুছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ই সে ঐতিহ্যবাহী কুল। আমাদের প্রিয় প্রাঙ্গণ সেই গৃহ সেই সন্যাস।

আজ আমি সবচেয়ে আনন্দিত ও সুখী এ জন্যে যে, আমার প্রাণপ্রিয় কুলের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে গোন্ডেন জুবিলী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে, পুরানো বন্ধুদের সাথে, ছেলেবেলার খেলার সাথীদের সাথে আবার দেখা হবে। বর্তমান পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগের জন্য আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং পরম করুণাময়ের কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আমাদের কুল আরও সুন্দরভাবে পরিচালিত হোক এবং উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং এর সফলতা দেশময় প্রতিবেশীর কাছে ছড়িয়ে পড়ুক।





## স্মৃতিতে অম্মান - যা বলা হয়নি কোনদিন

ডাঃ এম, এ, মন্মান

সরল, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

এম. বি. বি. এস (ঢাকা)

এম. এস. মেডিসিন (ইউ. এস. এ.)

এম. আর. এস. এইচ (লন্ডন)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

অতীতকাল থেকে পূর্ব বাঁশখালীর লোকেরা সরকারী রাস্তার সুবাদে যাতায়াত সুবিধা এবং স্কুল মাদ্রাসায় লেখাপড়ার সুযোগ বেশী পেত বলে পশ্চিম বাঁশখালী উপকূলীয় এলাকাকে “পেরা পাট্টি” বলে ঠাটা করত। কারণ পশ্চিম বাঁশখালীতে যাতায়াতের রাস্তা ঘাট এবং স্কুল মাদ্রাসা খুবই অপরিমিত ছিল। কিন্তু উপকূলীয় এলাকার লোকেরা আর্থিক দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল ছিল। নিজস্ব পেট্রিক প্রাইমারী স্কুলের পাঠ চুকিয়ে পড়তাম কাথরিয়া মাধ্যমিক স্কুলে; কাথরিয়া অনুন্নত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রেণীতে প্রথম ছাত্র ছিলাম। ১৯৫৭ সালে শ্রদ্ধেয় ছোট চাচার উৎসাহে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাইস্কুলে ভর্তি হতে গেলাম। কাথরিয়া স্কুলে ফার্স্ট বয় ছিলাম বলে এবং বৈলছড়ী হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছোট চাচার জেষ্ঠাশ্বশুর ছিলেন বিধায় ভর্তির ঝামেলা পোহাতে হয়নি। কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল ভর্তির জন্য স্কুল অফিসে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ল ধুতি পরিহিত বেশ মোটা শ্যামলা ধরনের গুরু গম্ভীর এক শিক্ষক, চুপচাপ একটি চেয়ারে বসে আছেন। ভর্তির ব্যাপারে সব শিক্ষকই চাচার সাথে কিছু না কিছু কথা বললেন। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক ‘রা’ শব্দও করলেন না। মনে মনে ভাবলাম-না জানি কি রকম মেজাজী হয়। ভর্তির পালা শেষ করে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যায় ছেলেমী অভ্যাসবশতঃ মায়ের কাছে ঐ মারমুখো চেহারার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলে, মা সব শুনে তাঁর স্বভাবজাত ভংগিতে শান্তনার সুরে বললেন, তুমি ত আল্লাহর ফজলে ভাল ছেলে। রীতিমত লেখাপড়া কর। সবাই আদর করবেন। যথারীতি ক্লাস আরম্ভ হল। নতুন সহপাঠীদের সাথে পরিচয় হল। আগের স্কুলে শ্রেণীতে প্রথম ছিলাম-এ কথা শুনে সবাই দেখলাম আমার দিকে একটু সন্দ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কারণ ‘পেরা পাট্টি’ স্কুলের ফার্স্ট বয় আর কত মেধাবী হবে। স্কুলের হেড মোলানা জনাব আবদুল কাদের সাহেব পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় হওয়ার সুবাদে প্রথম দিন ডেকে আমাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও দিক নির্দেশনা দিলেন এবং সব শিক্ষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবুও উপকূলীয় এলাকার ছেলে হিসাবে মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করতাম বৈকি। ক্লাশ চলতে লাগল। দৈনন্দিন ক্লাশের পড়া সাধ্যমত পরিশ্রম করে তৈরী করতাম যাতে শিক্ষকদের সুনজরে পড়তে পারি। তদুপরি ছোট চাচার মুখ রক্ষা করতে হবে। প্রথম দিন দেখা ঐ গুরুগম্ভীর শিক্ষকের নাম হল ‘সুধীর বাবু’। তিনি আমাদের ইংরেজী/বাংলা দ্বিতীয় পত্র পড়াতে। দুই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশ্ন করলে অনেক সময় তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে জানা উত্তর পর্যন্ত ছাত্রেরা ভয়ে দিতে পারত না। একদিন ক্লাশে ট্রান্সলেশন পড়াচ্ছেন। আমার পাশে বসা ছিল সহপাঠী জামাল





আহমদ। সুধীর স্যার জামালকে একটি বাক্য ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বললেন। জামাল উত্তর দিতে ইতস্তত করতেছে। তার অপরাগতা দেখে আমি অববের মত বন্ধুত্ব দেখাতে গিয়ে ফিস ফিস করে উত্তর বলে দেয়ার চেষ্টা করলাম। যেমন কর্ম তেমন ফল। কিছু বুঝে উঠার আগেই সুধীর স্যার উঠে এসে হঠাৎ এক সজোর থাপ্পড় আমার মুখের এক পার্শ্বে এমনভাবে লাগলেন যে আমি সহপাঠি জামালের গায়ে ছিটকে পড়লাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। কষ্ট বাকরুদ্ধ এবং চক্ষু অশ্রুবিহীন হয়ে গেল। জামাল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় যে শাস্তি পেল না, মনে হল আমি অযাচিতভাবে সাহায্য করতে গিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছি। আঘাতের কারণে মাথা ভেঁ ভেঁ করে ঘুরতেছে। ছেলে মানুষ নরম শরীর। তদুপরি বন্ধু-বান্ধব ও বান্ধবী সবার সামনে এতবড় অপমান। সব মিলিয়ে সেদিনকার মানসিক অবস্থা চিন্তা করলে আজও শরীর শিউরে উঠে। সুধীর স্যারও সেদিনকার মত ক্লাশ বন্ধ করে চলে গেলেন। ছুটির পর সহপাঠীদের কাছ থেকে কিছু আশু শান্তনা বাক্য শুনে বাড়ী চলে আসলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে আর কখনো কাউকে অযাচিত সাহায্য করা যাবে না এবং তারুণ্যের উঠতি জিদের বশে দ্বিগুণ কষ্ট করে ক্লাশের পড়া তৈরী করতে লাগলাম। সুধীর স্যার নির্বিকার ক্লাশে আসেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করেন। আব্বাহর মেহেরবাণীতে শুদ্ধ উত্তর দিতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ক্লাশের অন্যান্য শিক্ষকদের সুনজরে এসে গেলাম। কিন্তু সুধীর বাবু খুশী কি অখুশী বুঝা যাচ্ছে না। কারণ তিনি প্রতিক্রিয়াহীন। ইতিমধ্যে ষান্মাষিক পরীক্ষা দিলাম। ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। একদিন হেড মৌলানা সাহেব হজুর আমাকে কুল ছুটির শেষে হেড স্যারের সাথে দেখা করতে বললেন। ভাবলাম-না জানি অজান্তে আবার বিদ্যালয় প্রধানের চোখে কি অপরাধ ধরা পড়ল। এবার আর ক্লাশে নয়- একেবারে অফিসে সব শিক্ষকের মুখোমুখি হতে হবে। তাও আবার অন্য শিক্ষক নয়- একেবারে হেড স্যারের সাথে। তবুও ক্লাশ শেষে দুঃ দুঃ মন নিয়ে অফিসে ঢুকে সালাম দিলাম। প্রায় সব শিক্ষকই উপস্থিত আছেন। হেড স্যার আমাকে দেখে বললেন অংক বিষয়ে আরো ভাল নম্বর পেতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় প্লেস রাখতে হবে। সুধীর বাবু সাথে সাথে বলে উঠলেন, অন্যান্য বিষয়ে যে কোন সময় বিনা বাধায় আমার কাছে চলে আস। সাহায্য করার চেষ্টা করব। রুম থেকে বের হয়ে সুধীর বাবুর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ক্লাশে পড়া সন্তোষজনকভাবে আদায়, ষান্মাষিক পরীক্ষায় ফলাফল, সর্বোপরি অন্যান্য শিক্ষকদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি বলে হয়ত সুধীর স্যার আমার ব্যাপারে প্রীত হয়েছেন। সুধীর স্যার থাকতেন হেড মাস্টার মহোদয়ের বাড়ীতে। তা আর এক ফ্যাসাদ। তবুও একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংকোচ চিন্তে নীরবে তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি সন্ধ্যায় চা পান করতেছেন। আমাকে দেখে আর এক কাপ চা আনতে বললেন। আমি ধীরে ধীরে একটা পেসেজ এর বংগানুবাদ নিয়ে কথা আরম্ভ করলাম। সামান্য কথাবার্তার পর কাজ সেরে চলে আসি। ইতিমধ্যে বুঝে গেছি, তিনি স্বল্পভাষী মানুষ। উপরে বক্তের ন্যায় কঠিন কিন্তু অন্তরে কুসুমের মত কোমল লোক। এরপর সময় অসময় তাঁকে বিরক্ত করতাম। বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম। আমি ক্লাশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। সুধীর বাবু খুব খুশী হয়েছিলেন। তবুও অংকের নম্বরের জন্য আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। সত্যি কথা বলতে কি ইংরেজী-বাংলা এ দু'বিষয়ে আমার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মূলে সুধীর স্যারের অবদান ভুলার নয়। ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষকদেরকে জ্বলে এবং সুধীর বাবুকে বাসায় অনেক বিরক্ত করেছি। জীবনের এ প্রতিষ্ঠিত স্তরে এসে আজ আমার সম্মানিত শিক্ষকদের শিক্ষা, শাসন, স্নেহ ও উৎসাহ সবকিছু টেলিভিশনের পর্দার ন্যায়, স্মৃতির মণিকোঠায় ভেসে উঠে। তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তাঁদের পারলৌকিক আত্মার শান্তি কামনা করি।





## বৈলহড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের কিছু স্মৃতিকথা

অধ্যাপক জালাল আহমদ

গুনাগরী, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

উপাধ্যক্ষ

বাঁশখালী (ডিগ্রী) কলেজ, চট্টগ্রাম

স্কুলজীবনের কিছু স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে গেল গভঃ কমার্স কলেজে শেষ বর্ষ অনার্স ক্লাশে (১৯৬৮-৬৯) অধ্যয়নের সময় অর্থনীতি বিভাগের এক শিক্ষকের মন্তব্য- “যে জীবন তোমরা হারাতে বসেছ এ জীবন আর পাবে না।” তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভূত হয় একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমাদের সকল ছাত্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিক্ষক ডঃ মোঃ আবদুল হাই (যিনি এখনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর) আমাদের ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে হোস্টেলের সকল ছাত্রদের সহিত কোলাকুলি করতঃ তিনি বিদায় নিতে চাইলেও আমরা তাঁকে বিদায় দিতে না রাজি থাকার দরুণ যে এক করুণ অথচ আনন্দময় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তা কি কল্পনিকালে বিস্মৃত হওয়া যায় এবং ঐ শিক্ষকের মন্তব্য অনুযায়ী ঐ মুহূর্ত কি সত্যি ফিরে আসবে?

বৈলহড়ী স্কুলের ৪ বৎসরের (নবম শ্রেণী ব্যতিত) কত স্মৃতিকথা এখনও মানসপটে ভেসে উঠে এবং কত স্মৃতি যে কালের প্রবাহে বিস্মৃত হয়েছি তার ইয়ত্তা নাই। কালের স্রোতে স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ ও সহপাঠীগণকে হারিয়ে ফেলেছি এ যেন এক প্রচণ্ড ব্যথা-বেদনা ও গভীর অনুভূতি যা বাস্তব সত্য। কিন্তু হঠাৎ কারো সাক্ষাৎ হলে মনে হয় অতীতের কিছু মুহূর্তের সন্ধান পেয়েছি- কিন্তু সবকিছু স্বপ্ন ও মিথ্যা-যেমনটি মন্তব্য করেছিলেন অর্থনীতি বিভাগের ঐ শিক্ষক।

স্কুলের প্রধান আকর্ষণ, প্রাণপুরুষ, প্রধান শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বাবু আর্দেন্দু সিকদারের অভূতপূর্ব পাঠদান (যা পরবর্তীতেও কারু দ্বারা সম্ভব হয়েছে কিনা আমরা অবহিত নই) এর প্রতি প্রবল ও গভীর আগ্রহ ছিল সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর। দশম শ্রেণীতে Seven Inventory পড়ানোর সময় ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে মাত্র ১ প্যারাগ্রাফ পড়াতে এবং ঐ প্যারাগ্রাফে গ্রামারের যত প্রশ্ন হতে পারে সমুদয় আলোচনা করতেন। আন্তর্জাতিক ভাষা বিধায় ইংরেজী শিক্ষার এক অনন্য প্রশিক্ষণ দিতেন ছাত্রদের। নিজেও প্রায়শঃ ইংরেজীতে কথা বলে আমাদের ইংরেজী শেখায় উদ্বুদ্ধ করতঃ ঐ ভাষার প্রতি সুগভীর আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করতেন। এ দুর্লভ ব্যক্তিত্বকে একদিকে দেখেছি গভীর অথচ মৃদু হাস্যোজ্জ্বল অবয়বে শ্রেণীতে পাঠদানে, অপরদিকে দেখেছি আইন ভঙ্গের দরুণ সিনিয়র ছাত্রদের মাত্রাতিরিক্ত কঠোর অনুশাসনের প্রয়োগ। অবস্থাদৃষ্টে আমাদের কেবলমাত্র হৃদকম্পন হত না সমগ্র স্কুল যেন



“খেয়াপারের তরগীর” “শিল্পার ছুঁকারে থর থর যামিনী” এর সদৃশে পরিণত হয়। সামান্যতম পড়ুয়া ছাত্রকে স্যার যে অত্যধিক স্নেহ করতেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ প্রবন্ধকার নিজেই। আমার বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত হলেও রায় আমার পক্ষেই প্রদান করতেন যদিও বাদী অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য পরিবারের আলালের ঘরের দুলাল। স্যার আরও একটি বিশেষ গুণে গুণাবিত ছিলেন তা হল নিয়মানুবর্তিতা। তাঁর আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন, স্নান ইত্যাদি বিষয়ে কোন দিন ১ মিনিট হেরফের হত না। সব সময় সাদা ধবধবে ধোলাই করা পাঞ্জাবী ও ধুতি পরিহিত অবস্থায় থাকতেন। তাঁর পরিচ্ছদে আমরা কোন দিন ময়লা দেখা দূরে থাকুক সামান্যতম বিন্দু সমতুল্য দাগও অবলোকন করিনি। যেন সমগ্র জীবনব্যাপী নূতন কাপড় পরিধানকারী এক দুলহা। অত্যর্চ্যজনক গুণের আধার এ দুর্লভ ব্যক্তিত্বকে যারা গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের স্যারের ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসে হতবাক হওয়া ব্যতীত গতান্তর ছিল না।

স্কুলের বিশেষ আকর্ষণ আমাদের ছজুর মরহুম মৌলানা আবদুল কাদির (রঃ)। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী আরবী শিক্ষা দানের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তখন আরবী সাহিত্যের মধ্যে আরবী গ্রামারও ছিল যা বলতে গেলে ছিল দুর্বোধ্য এবং অধিকাংশ ছাত্র গ্রামারের সবক দিতে না পারলে ছজুর দাঁত খিচিয়ে বলতেন, “আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোদের তীর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলি।” বস্তুত এ মন্তব্যের পেছনে ছিল ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহের আতিশয্য ও তাদের ভবিষ্যতের উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানের নিমিত্ত তাঁর কঠোর সাধনার বাণী। ছজুর কঠোর প্রচেষ্টায় তখনকার দিনে সকল মুসলিম ছাত্রই সুন্দর হস্তাক্ষরে আরবী লিখতে পারত যা দেখে মাদ্রাসার ছাত্রগণও বিস্ময় প্রকাশ করত। জোহরের নামাজ অবশ্যই জামাতে আদায় করতে হবে। নচেৎ প্রতিটি ক্লাশে তদন্ত করতঃ কঠোর শাস্তি থেকে কারও পরিত্রাণ ছিল না। একবার সুরা আনকবুতের শেষ আয়াত পাঠ করার সময় তিনি হঠাৎ আঁতকে উঠেন এবং তাঁর সমস্ত শরীরে শিহরণ জেগে উঠার পর কাঁপতে কাঁপতে তিনি আমাদের বলেন, “আত্মসমালোচনা ও আত্মতত্ত্বের জন্য এ হচ্ছে স্রষ্টার এক চমৎকার অমোঘ বিধান। হায়! এত আল্লাহ-তাআলার কালাম যার কোন তুলনা নেই।” আয়াতটি হল “এবং যারা আমার পথে কঠোর সাধনা করে তাদেরকে আমি আমার উপলব্ধির পথসমূহ অবশ্যই প্রদর্শন করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সহিত অবস্থান করেন।” এ বাক্যে যে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ তথা জেহাদে আকবর সম্পর্কে বর্ণনা আছে তা ছজুর আমাদের সে দিন শিক্ষা দেন। আর একদিন রাসুলে করিম (সঃ) তিরোধান সম্পর্কিত ঘটনা পাঠ করার সময় আমরা অবলোকন করি যে তিনি ভীষণভাবে কাঁদতে থাকেন। চোখের জল মুখের উপর গড়িয়ে তাঁর শূণ্ণমন্ডল পর্যন্ত ভিজে যায়। আমরা কেবল হতবাক হয়ে তাঁর শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। এ ঘটনাসমূহ একজন একনিষ্ঠ মুসলিমের সত্যিকার পরিচায়ক যিনি উচ্চাঙ্গ তাকওয়ার অধিকারী।

স্কুলের বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অল্লদিন স্কুলে অবস্থান করেছেন বলে তাদের সম্পর্কে তেমন কিছু স্মৃতিপটে উদয় হচ্ছে না। তবে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় বাবু পরিমল স্যারের কঠোর অনুশাসন ভুলবার নয়। তিনি বি, এস, সি শিক্ষক হলেও ইংরেজী পড়াতেন এবং তিনি যে পাঠ দেবেন তা বাড়ী থেকে লিখে নিয়ে আসতে হবে। গোটা রচনা একদিনে মুখস্থ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হলে আমি বাধ্য হয়ে স্যারকে প্রতিবাদ জানালে তিনি তখন অর্ধেক করে দেন। ক্লাশে সবক দিতে পারলে তিনি আবার মোমের মত গলে যেতেন। লেখাপড়া শেখানোর প্রতি তাঁদের একান্ত উগ্র বাসনা তা তখনকার ছাত্র অভিভাবকগণ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যান্য শ্রদ্ধেয় স্যারদের

নিকট হতে যা কিছু অর্জন করেছি তা ছিল আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় ও অমূল্য সম্পদ এবং যার ঋণ সর্বাবস্থায় অপরিশোধ্য।

বর্তমানে বৈলুঙ্গী স্কুল বাঁশখালীর প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি স্কুলের মধ্যে অন্যতম। স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করে আছেন বিখ্যাত খান বাহাদুর পরিবারের সন্তান আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী এবং তাঁরই গতিশীল নেতৃত্বে স্কুলের এ শ্রীবৃদ্ধি ও সুনাম। তিনি আবার দ্বীন-দুনিয়ার সমন্বয়কারী। সমাজসেবক ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, পত্রিকার কলাম লেখক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় বাঁশখালীর প্রখ্যাত বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত। যেখান হতে শত শত ছাত্র দ্বীনের অমিয় সুধা পানে ধন্য হচ্ছে। গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে তাঁকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

স্কুলের বর্তমান সুযোগ্য কর্ণধার তথা প্রধান শিক্ষক জনাব গোলামুর রহমানের প্রশানিক যোগ্যতা ও দক্ষতাই চাবিকাঠি স্কুলের এ উত্তরোত্তর উর্ধ্বগতির সোপানে আরোহণের জন্য। জনাব রহমান আবার আমাদের কলেজের আমার বিভাগের একমাত্র প্রাক্তন কৃতি ছাত্র তথা আমাদেরই গৌরব। অর্থাৎ তাঁদের পরীক্ষার বৎসর তিনি কেবল একজনই উত্তীর্ণ হন। গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

স্কুলের প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র শ্রদ্ধেয় দাদা হিমাংশু বিমল ধর ও শ্রদ্ধেয় মোস্তাফিজুর রহমানকে (যাঁরা বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক) অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি জুবিলী উপলক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের নিমিত্ত। আমাদের প্রতিবেশী আলহাজ্ব আজিম-উদ-দৌল্লাহ চৌধুরীকে ধন্যবাদ না জানালে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় হবে। পরিশেষে জুবিলী অনুষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেই আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটচ্ছি।







## জন্মহীন জন্মান্তর

ফেরদৌছ আহমদ

কালীপুর, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম

মুসলমান জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, আমার বেলায় তাই হয়েছে। বৈলছড়ী গ্রামের সাথে আমার নাড়ীর সম্পর্ক নেই, অথচ আমার সত্যিকার জন্ম এই গ্রামেই। পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম কালীপুরে প্রতিষ্ঠিত এজাহারুল হক হাই স্কুল আমার পূর্বপুরুষ দানবীর মরহুম ফজল আহমদ চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বনামধন্য স্কুল। আমি ঐ স্কুলে পড়তে পারিনি।

পিতা মরহুম জমিল আহমদ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত জেদী মানুষ। পৈত্রিক জমিদারী ছিল। প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর বেশীর ভাগ জমিজমা হারিয়ে পিতা ছিলেন দিশেহারা। সামান্য যেটুকু জমি ছিল, তাতেই জমি নির্ভর মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা পিতাকে করে তুলেছিল আরো বেশী কঠোর এবং বলতে দ্বিধা নেই, কিছুটা নিভৃতচারীও বটে।

যে কথা বলছিলাম, জমি নির্ভরতা পিতাকে নানা রকম মামলা মোকদমায় জড়িয়ে ফেলে। এখান থেকেই আমার জন্মান্তরের পালা। আমাদেরই কিছু জমি নিয়ে সাবেক সাতকানিয়া মুন্সেফী আদালতে একটি মোকদমায় কালীপুর এজাহারুল হক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সূর্যকুমার চক্রবর্তীকে বিজ্ঞ আদালত উপরোল্লিখিত মোকদমার উৎপাদিত ফসলের রিসিভার নিযুক্ত করেন, সময়টা আনুমানিক তখন ১৯৫৯ সাল। আমার যদূর মনে পড়ে, আমি তখন সবেমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছি। প্রধান শিক্ষক বাবু সূর্যকুমার যখন বিজ্ঞ আদালতের আদেশ নিয়ে পূর্বোল্লিখিত মোকদমার নালিশী জমির ফসলের দখল নিতে যান তখন বাবা দিলেন সূর্য বাবুকে বাধা। এজাহারুল হক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলো আমার পিতার। হাই স্কুলে পড়াও আমার বন্ধ হয়ে গেলো। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েও ক্লাস করা হয়নি ঐ স্কুলে। পিতা একরোখা, উনার ছেলে এজাহারুল হক হাই স্কুলে পড়বে না। আমাকে এবং আমার বড় ভাই মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ফয়েজ আহমদকে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী আর পড়া হয়নি। আমি ভর্তি হলাম ৭ম শ্রেণীতে। আমার বড় ভাই ফয়েজ আহমদ ৮ম শ্রেণীতে। এভাবেই শুরু আমার বৈলছড়ী স্কুলে ছাত্রজীবন।

আগেই যেমন বলেছি, আমাদের পরিবারের তৎকালীন জমি নির্ভর মানসিকতা আমাদের পরিবারকে আর আর্থিকভাবে উঠে দাঁড়াতে দেয়নি। সাংসারিক অস্বচ্ছলতা, দৈন্যতায় আমাদের দু'ভায়ের লেখাপড়া বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জান্নাতবাসী মরহুম খান বাহাদুর

বদি আহমদ চৌধুরীর সাধারণ বদান্যতার নির্দেশ কিনা জানি না, আমাদের দু'ভায়ের একজনকে বেতন হাফ ফ্রি করে দেয়া হলো।

অংকে কাঁচা ছিলাম। আমাদের অংকের শিক্ষক ছিলেন বাবু অধর লাল খাস্তগীর, মাঝে মধ্যে বেত্রাঘাতও কপালে জুটতো। কিন্তু অংকে উন্নতি আর কখনও হয়নি। মধ্যখানে কিছুদিন বাবু অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন। আমার সহপাঠি ছিলেন প্রধানত যিনি সর্বদা শ্রেণীতে ১ম হতেন, তিনি চেচুরিয়ার জনাব গোলামুর রহমান। বর্তমানে চাকুরী করেন। আমাদের সাথে সর্বদা দ্বিতীয় হতেন জনাব জালাল আহমদ, বাড়ী গুনাগরী। যিনি বর্তমানে বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ। ওয় যিনি সর্বদা হতেন, তাঁর নাম অরবিন্দ শিকদার। আমি সঠিক জানি না, শুনেছি তিনি বর্তমানে ভারতপ্রবাসী। অংকে খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এর পরই বরাবর আমার স্থান ছিল। শিক্ষকরা আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। সেই যে গ, সা, শু, আর ল, সা, শু, এর জ্ঞান, সে সময় যেমন ছিল, এখনও সেটা অটুট আছে। আমার মরহুমা জান্নাতবাসীনী মা বলতেন, “দেখ বাবা, তুই যখন উকিল হবি তখন তোর টাকা পয়সা হিসাবের জন্য আলাদা মানুষ লাগবে।” আমি বলতাম, “দোয়া কর মা, টাকা থাকলে টাকা গুণবার মানুষের অভাব হবে না।” প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমার দাদা মরহুম ফরিদ আহমদ একজন আইনজীবী ছিলেন, তিনি বার্মায় প্র্যাকটিস করতেন।

অংকে খারাপ হলেও আমি সাহিত্যে খুব ভালই ছিলাম। আমার মা ছিলেন অসম্ভব পড়ুয়া। এখন ঠিক মনে পড়ছে না, কোথা থেকে যেন বই যোগাড় হয়ে যেতো। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম চন্দ্র থেকে একেবারে বিমল মিত্র পর্যন্ত আমাদের পরিবারে পড়া ছিল। ভালো আবৃত্তি করতাম। আমাদের স্কুলের যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তির জন্য আমার ডাক পড়তো। আমার কণ্ঠে আবৃত্তি আমাকে কিভাবে একবার বিপদে ফেলেছিল সেকথাই বলছি। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। আমি তখন এস, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছি। অনুষ্ঠান দেখতে গেছি। আমাদের শিক্ষক জলদীর বিধু বাবু, দেখতে তিনি খুব সুন্দর ছিলেন, দর্শকসারি থেকে আমাকে টেনে স্টেজে তুলে দিলেন। হায় আল্লাহ! আমার হাতে রবীন্দ্রনাথের “সঞ্চয়িতা” তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, “তোমার ইচ্ছামত রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি কর।” প্রস্তুতি নেই, তবুও আমি সঞ্চয়িতা দেখে আবৃত্তি করলাম। সেদিনের দর্শক শ্রোতাদের কেমন লেগেছিল তা আর এখন বিশদভাবে মনে পড়ছে না।

চাষলের বিধু বাবু আমাদের ইংরেজী পড়াতেন, ভালো ইংরেজী পড়াতেন। তিনি যখন Words worth এর “Daffodils” পড়াতেন তখন সত্যিকারভাবেই আমরা তাঁর ক্লাসের ছাত্রেরা “Wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills” অনবদ্য ছিল তাঁর পড়ার ষ্টাইল। এখনও যখন আমি নিঃসঙ্গ মৌনতায় ডুবে থাকি, তখন বিধু বাবুর Daffodils এর সৌন্দর্যের বর্ণনা আমার অতীতের স্মৃতির মুকুরে বারবার ভেসে উঠে। আমি এখনো আন্দোলিত হই, শিহরিত হই। আসলে যারা হৃদয় দিয়ে পড়ান তাঁদের কথা ছাত্রেরা ভুলে না। সদ্য এস. এস. সি. পাশ করে আরেকজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম কলেজে। তিনি অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি যখন পড়াতেন, আমরা তখন কবির কবিতার জন্মস্থানে চলে যেতাম।

আমার স্কুলে ফিরে আসি। ষাটের দশকে যারা বৈলছড়ী নজমুনোছা হাই স্কুলে পড়েছেন তাঁরা মরহুম মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবের স্মৃতির কথা না বলে পারবেন না। সৌম্য দর্শন, উজ্জ্বল কান্তি, সুবিন্যস্ত দাড়ি, পরণে সাদা ধবধবে লুঙ্গি, গায়ে সুন্দর ফিনফিনে পাঞ্জাবী। লম্বায় কমপক্ষে ছ'ফিট। দূর থেকে দেখলে যে কোন ছাত্রের অন্তরাখা বেরিয়ে যেতো। শাসনে ছিলেন কঠোর, অন্তরে ছিলেন ফুলের মতো কোমল এক মানুষ। মুসলমান ছাত্রদের, শুধু মাত্র ছাত্র বলি কেন, মুসলমান শিক্ষকদেরও



টিফিন আওয়ারের ঘন্টা বাজার সাথে সাথে মসজিদে উপস্থিত হতে হতো। এক নজর দেখলেই তিনি বলতে পারতেন কোন ছাত্র নামাজে অনুপস্থিত ছিল। ধরা পড়লে বেত্রাঘাত অবধারিত। মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবের বেত্রদণ্ড হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে, আমার জানামতে এমন কোন ছাত্র ছিল না। তিনি শাসন দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতেন। অনবদ্য ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের পরিচ্ছন্নতা।

আমাদের সময়ে সমস্ত স্কুলকে নিখুঁতভাবে যিনি পরিচালনা করতেন, তিনি বেঁটে খাটো, নিপাট সাদা ধুতির উপর কড়া ইস্তিরি করা কলিদার পাঞ্জাবীর উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের অধিকারী প্রধান শিক্ষক বাবু অর্ধেন্দু বিমল শিকদার। তিনি বৈলছড়ী স্কুলকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তাঁর নামের সাথে বৈলছড়ী স্কুলের অস্তিত্ব ও বিকাশ যদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলি, আমার মনে হয়, তাতে কোন অতিশয়োক্তি থাকবে না। এখন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা কি করেন, আমি জানি না। কিন্তু আমাদের সময় অর্ধেন্দু বাবুর সুর আওয়াজ যখন বারান্দায় শোনা যেতো তখন প্রতি ক্লাসের শিক্ষক ও ছাত্ররা সজাগ হয়ে উঠতেন। এমনিই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি নিয়মিত ক্লাস চলাকালীন ক্লাসরুমের বারান্দায় পায়চারী করে তাঁর সার্বক্ষণিক নজরদারী প্রকাশ করতেন।

আজকে এতো বছর পরে যখন পেছনের দিকে তাকাই তখন স্বাভাবিকভাবে নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই। পরীক্ষার আতঙ্ক ছিল। ভাবতাম, কবে পরীক্ষার পালা শেষ হবে। বছর শেষে তীর্থের কাকের মতো দূর দূর বক্ষে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষায় থাকা। এখন মনে হয়, কৈশোরের সেই যন্ত্রণা, আবেগ কতইনা ঠুনকো ছিল। কিন্তু আজ যা ভাবছি, সেটাকেও তো আগামীকাল ঠুনকো মনে হবে। সত্যিই কি এ বিশ্বলোকে স্থির কোন প্রত্যয় আছে! আজকে যা সত্য কালের প্রবাহে আগামীকাল সেটাইতো মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা কি আসলে সবাই সোনার হরিণের পেছনে ছুটছি? এ সোনার হরিণ কি আমাদের হাতের নাগালে কখনও ধরা দেবে?

তত্ত্বকথা থাক। যা কিছু সত্য, সুন্দর চির কল্যাণকর তাই এ বিশ্বে অবিনশ্বর। যুগে যুগে মানুষ আসবে। তার সুন্দর মহৎ কথা, কাজ, আচরণ এক কল্যাণকামী সমাজ গঠনে অবদান রাখবে। দুনিয়ার কেউ না জানুক আমার অন্তরের সামান্য বিষ বিশ্বের ইথারে চিরস্থায়ীভাবে আমার কদর্য প্রকৃতি উন্মোচিত করবে। এটা অবধারিত। এ থেকে মুক্তি নেই। মানুষ দেবতা নয়। ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তবুও মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব। মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর ব্যাপক বিস্তৃত সৃষ্টি জগতে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুল একটি ক্ষুদ্র অবদান মাত্র। আমাদের মতো কত হতভাগ্য কিশোরকে আলোর পথের দিশা দিয়েছেন তিনি। এ জগতে যাঁরাই মানুষের জন্য, মানুষের পক্ষে, মানুষের কল্যাণের জন্যে, সুন্দরের জন্যে সামান্য বাক্যাবলীও ব্যবহার করেছেন তাঁদের সবার কল্যাণ হোক। বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের জন্য যারাই সামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদেরও কল্যাণ হোক। বাংলাদেশে এক মহান জাতি গঠনে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের অবদান যদি এতটুকুও থাকে তার পেছনের সমস্ত হাতকে আল্লাহ শক্তিশালী করুন।



## স্মৃতি থেকে

আবদুল গফুর

সুইপুরা, সাতকানিয়া

(প্রাক্তন ছাত্র)

প্রধান শিক্ষক

নাটমুড়া পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী

স্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে যাওয়া স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সব যেন এলোমেলো খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তবুও দু'একটা তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সুযোগের সদব্যবহারের লক্ষ্যে। এ, কে, বি, সি, ঘোষ ইনস্টিটিউট-এ অধ্যয়নকালে আমাদের প্রিয় শিক্ষক ফণি ভূষণ মজুমদার বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এ কারণে এবং মরহুম খান বাহাদুর আলহাজ্ব বদি আহমদ চৌধুরীর সাথে আকবার সু-সম্পর্কের ফলে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে শেষোক্ত বিদ্যালয়ে আমার ভর্তি। যেহেতু ১০ম শ্রেণীতে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ এবং নবাগত, সুতরাং শ্রেণীর সবার সাথে বেশী মেলামেশার সুযোগ আমার হয়নি। বিশেষ করে বয়স এবং উচ্চতার দিক থেকে আমার চেয়ে বড় সবাইকে তখনকার নিয়মে সম্মান দেখাতে হতো। তারপরও বেশী করে মনে পড়ে বদরু ভাই, মান্নান ভাই, মন্টু ভাই, রাশেদ ভাই, খায়ের আহমদ ভাই এবং মাষ্টার হিমাংশু ভাইদের কথা। শুধুমাত্র ৮/৯ মাস আমার অধ্যয়নকাল ঐ বিদ্যালয়ে বেশি করে মনে পড়ে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বাবু অর্ধেন্দু বিমল সিকদারের কথা। আদর্শবান আর এক প্রিয় শিক্ষক শ্রদ্ধাভাজন হেড মৌলানা মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল কাদের যাঁর 'আন্তে লিখ' 'সুন্দর করে লিখ' কথাগুলো এখনো যেন আমার কানে বাজে।

আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি 'টিন এইজ'ধারীদের জন্যে সঠিক এবং যথাযথ 'গাইডেন্স' যে কত প্রয়োজন, কত মূল্যবান, যা এই বয়সে বুঝা মুশকিল। প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর পরই আমার হঠাৎ এক অদ্ভুত খেয়াল



চেপে বসে, না পড়ে পরীক্ষা দিলে কেমন হয়। নিয়মিত স্কুলে যেতাম সত্যি শান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে মেজাজী শিক্ষকদের বাড়ীর কাজ ছাড়া আর কিছুই করতাম না। এ'ভাবে প্রাক্ নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে দেখলাম সব বিষয়ে ২০ এর উর্ধে ৩০ এর মধ্যে নম্বর পেয়ে ফেল করেছি। কিন্তু অংক বিষয়ে ২৩.৫ নম্বর পেয়ে যদিও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। ঐ বিষয়টি ফেল করায় আমার মনে এক তুফান বয়ে যায়। সাথে সাথে স্বরণ হয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে হিসাবে দেশেতো মুখ দেখাতে পারব না। বিশেষ করে নিজ গ্রামে আর এক পড়ুয়া সহপাঠি ছিল যার পাশ অনেকটা আশাব্যঞ্জক। আমার স্থান হবে কোথায়! তখন থেকে গুরু করলাম নির্বাচনী পরীক্ষা প্রস্তুতি। সময়ের সদ্ব্যবহার করে এগিয়ে গেলাম দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। একাগ্রতা ও সদিচ্ছার কারণে নির্বাচনী পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করে উৎসাহিত হলাম। এর মধ্যে পড়ার স্থান বদল করে চলে এলাম খান বাহাদুর বাজারের উত্তর পার্শ্বে রাস্তার পূর্বে খান বাহাদুর সাহেবের একখানা বেড়ার টিনশেড ঘরে যা হোটেল হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানেও সহপাঠি ভাইদের সাথে পাল্লা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ আমি রাত ১০টার পর জেগে থাকতে অভ্যস্ত ছিলাম না তবে ভোরে উঠতাম। ফলে বিদ্যালয়ের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ডিলার সাহেবের কাছারি ঘরে কয়েকজনে জায়গা করে নিলাম যেখান থেকে মেট্রিক পরীক্ষা-কেন্দ্র সাতকানিয়ায় চলে যাই। পাশ করলেও হারিয়ে বুঝতে পেরেছি বছরের প্রথম থেকে সঠিক গাইড-এ থেকে রীতিমত পড়া-লেখা চালিয়ে গেলে অবশ্যই ভাল ফল করা সম্ভব।

বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা মরহুম খান বাহাদুর সাহেব বিদ্যালয়ের প্রতিটি ঘন্টার খবর রাখতেন। দৈনন্দিন বিদ্যালয়ের যাবতীয় খবর উনার কাছে পৌঁছত ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা উনার নখদর্পণে ছিল। শিক্ষানুরাগী এ'মহান ব্যক্তি প্রয়োজনে শিক্ষকমন্ডলীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিখুঁতভাবে সু-পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যালয়টিকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। পরবর্তিতে তাঁরই সুযোগ্য সন্তান আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর দক্ষ ও নিঃস্বার্থ পরিচালনায় বাঁশখালী উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কৃতিত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পারায় প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমিও গর্বিত।



## স্মৃতিপটে আঁকা

প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম

১৯৫৮ ইংরেজীর জানুয়ারীতে বৈলছড়ী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই। সেই থেকে ১৯৬৬ ইংরেজীতে এস, এস, সি পাশ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে আট বৎসর পড়ার সুযোগ হয়েছিল আমার।

১৯৬০ ইংরেজীতে ৩১শে অক্টোবর সোমবার তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। তখন ছিল না ওয়াপদার বেড়ীবাঁধ। হাজার হাজার লোক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারায়। তন্মধ্যে আমাদের বাঁশখালীও অন্যতম ছিল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বইপত্র জোয়ারের জলে ভেসে যায় এবং অনেকেই প্রাণ হারায়। তাই তদানিন্তন সরকার ১৯৬০ ইংরেজীর শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী-ডিসেম্বরের সাথে যোগ করে আরও ৬ মাস, যাকে বলে ১৮ মাসে বছর। তাই পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা ১৮ মাস পড়েছি। পরে অবশ্য ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৯ মাস এবং ৭ম শ্রেণীতে ৯ মাসে বছর করে অর্থাৎ বছরে ৩ মাস সংকুচিত করে শিক্ষাবর্ষকে সমন্বয় সাধন করা হয়।

স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যাঁর কথা বারবার মনে পড়ে এবং যে কথা না বললে নিজকে ঋণী মনে হয় এবং বিষয়টি অপ্রকাশিত থেকে যায় তাছাড়া স্কুলের ৫০ বছর পূর্তির পূর্বেই নিজের ৫০ বছর পার হয়েছে তাই আবার কথাটি প্রকাশ করার সুযোগ নাও আসতে পারে তাই প্রকাশ করছি সকলের অবগতির জন্য।

আমি যখন চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমার পিতার সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক মামলা মোকদমা ছিল এবং সংসারে আর্থিক অনটন ছিল। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠলেই হাই স্কুলে নতুনভাবে আঁদায় চার্জ, বেতন ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি হতে হতো। আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী (বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি) ও আমি সহপাঠি ছিলাম। আমরা তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছি। পৈত্রিক সূত্রে মরহুম খান বাহাদুর সাহেব আমাকে চিনতেন, “নানা” বলে ডাকতাম এবং আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সতীর্থ হওয়ার কারণে খান বাহাদুর বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। ৫ম শ্রেণীতে ১৮ মাস শিক্ষাবর্ষ হওয়ার কারণে জুনে ফাইনাল হয়। সম্ভবতঃ ১৯৬১ ইংরেজীর জুলাই মাস হবে খান বাহাদুর বাড়ীতে গিয়েছি। হাজী আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে কথা বলে ফিরছিলাম। সময় সকাল ৯টা হবে। তখনও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইনি। খান বাহাদুর বাড়ীর সামনের পুকুরের ঘাটে ছাউনী দেওয়া বৈঠকখানায় “নানা” খান বাহাদুর সাহেব ছোট একটি টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে বসে থাকতেন। সেদিনও তিনি



ওখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমি বের হয়ে আসার সময় তিনি আমাকে “নাতী” বলে হাঁক দিলেন, কাছে গেলাম। রেজাল্ট জিজ্ঞেস করলেন, ভর্তি হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন, আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবকেও ডাকলেন। ভর্তি হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি হ্যাঁ বললেন। আমি না বললাম। তিনি জানতেন আমরা সহপাঠি। ভর্তি হইনি কেন জানতে চাইলেন, বললাম, বাবা টাকা দেয়নি। আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী বললেন, ‘ও’ ‘ও’ ফাস্ট বয়।

“নানা” একটু ভাবলেন পর মুহূর্তেই টেবিলের কোণায় বুলানো থাকা সাইজ করা সাদা কাগজের একটি বাম হাতে টান দিয়ে নিলেন আর “ছেয়াইর কলম” দিয়ে চার লাইন লিখে শ্লিপটা আমাকে দিয়ে বললেন আবু আহমদ মাষ্টারকে দিবা। হাতে শ্লিপটা নিলাম। তখন খান বাহাদুর সাহেবের হাতের টানা লেখা পড়ার বিদ্যা আমার হয়নি। অনেক চেষ্টা করে “আবু” শব্দটি পড়তে পারলাম। ঐদিন স্কুল বন্ধ ছিল। শ্লিপটা নিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। বৈলছড়ী বাজারের দক্ষিণাংশের পুল পার হয়ে যেতেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রয়াত রমণী মোহন তালুকদার মহাশয়ের সামনে পড়ে গেলাম। প্রণতি জানিয়ে বিনয়াবনতভাবে তাঁকে শ্লিপটা দেখালাম। তিনি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, “মারি দিইয়”। কিছুই বুঝতে পারলাম না তবে আন্দাজ করলাম কিছু একটা হয়েছে। বাড়ীতে বাবাকে দেখালাম, তিনি পড়ে শুনালেন। পরদিন স্কুলে গিয়ে সোজা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আবু আহমদ সাহেবকে শ্লিপটা দেই। তিনি আমাকে বললেন, নাম লিখব, কাল থেকে স্কুলে আসবে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আবু আহমদ সাহেব বর্তমানে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় আছেন। তিনি একাধারে শিক্ষক এবং কেরানীর কাজটিও করতেন। যাহোক তখন যদি ফটোকপি করা মেশিন থাকতো শ্লিপটা ফটোকপি করতাম, তাই করা হয়নি। হয়তো বা ওটা স্কুলে এখনো আছে।

শ্লিপটাতে এইভাবে লিখা ছিলঃ

“আবু,

ক্লাশের প্রথম ছাত্র ফ্রি। সুতরাং প্রদীপের নাম লিখাইবা। যতদিন বৈলছড়ী স্কুলে পড়িবে ততদিন ফ্রি থাকিবে।”

স্বাক্ষর

তাং-

আমি বৈলছড়ী স্কুলে পড়েছি কিন্তু বেতন দেই নাই। ভর্তি ফিও দেই নাই। ফ্রি-স্টুডেন্টশীপের দরখাস্তও দেই নাই। ৮ম শ্রেণীতে শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় অর্ধেন্দু বিমল সিকদার মহোদয় বলেছিলেন, ফ্রি-স্টুডেন্ট শীপের দরখাস্ত দিতে হবে, নইলে কমিটির সামনে যেতে হবে। কমিটির সামনে গিয়েছিলাম। প্রধান ছিলেন মরহুম আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী অর্থাৎ খান বাহাদুর সাহেবের প্রথম পুত্র। উনি আমাকে দরখাস্ত দিব না কেন জানতে চাইলেন। আমি উনাকে পূর্বোক্ত শ্লিপের কথা বলি। উহা আমাকে ফেরত দিলে দরখাস্ত দিব জানাই। তিনি শ্লিপটা দেখেন এবং দরখাস্ত দিতে হবে না বলেন। পরিশেষে খান বাহাদুর আলহাজ্ব বদি আহমদ চৌধুরী, ঐ পরিবার এবং বৈলছড়ী নজমুল্লাহ হাই স্কুলের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই।



## আমার শিক্ষাপুরুর চরণে

এস. এম. মেসবাহউল ইসলাম

খরণদীপ, বোয়ালখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদ, কুমিল্লা

দু'যুগেরও বেশী সময় আগে আমি বৈলছড়ী নজমুল্লাহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি আমার কাছে ধূসর। আমার প্রিয় শিক্ষকমন্ডলী, কর্মচারীরা, বড় ভাইয়েরা, বন্ধু-বান্ধবেরা, ছোট ভাইয়েরা এবং আরো অনেকে আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসা দিয়েছেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে জীবনযুদ্ধের বহুবিধ কশাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় আমার পক্ষে তাঁদের কারুরই খোঁজ রাখা সম্ভব হয়নি।

একবিংশ শতাব্দির এ গতিময় বিশ্বে মানুষের জীবন প্রভূত জটিলতার আবর্তে নিপতিত। মানুষ জীবন বাঁচাতে জীবন সাজাতে যারপরনাই ব্যস্ত। এর মাঝে আমার মত এক অতি ক্ষুদ্র মানব নিজের সরকারী দায়িত্ব পালনশেষে পরিবার পরিজনের খোঁজই ভালভাবে রাখতে পারি না। সিকি শতাব্দী আগের গুরুজন, বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের খোঁজ রাখি কিভাবে? নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মাঝে মাঝে ভীষণ লজ্জাবোধ হয়। কখনোবা নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হয়। অবশেষে অক্ষমের শেষ সহায় ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই। বলি, আমার কপালটাই খারাপ। বন্ধুপ্রতিম কবি কাজী মোমেন এর কথায়-

“আমি শুধু চলি

নিজেই পথ

নিজেই পাথেয়

ভারবাহী শবাধার

নিজের শব নিজেই বয়ে চলি।”

বৈলছড়ী নজমুল্লাহা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তদুপরি গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় ছাপানোর জন্য আমার লেখা চেয়েছে স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ। আমি মনে করেছিলাম, হয়তো গৎবাঁধা তালিকা থেকে আমার নামেও একটি চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু পরে দেখলাম, তাগিদপত্রও এসেছে। মনে হলো, যমে ছাড়লেও হিমাংশু স্যার ছাড়বেন না। আমার মত একজন নগণ্য প্রাক্তন



ছাত্রের প্রতি তাঁদের এত আগ্রহ আমাকে প্রীত করেছে। তারপরেও আমার এ লেখা হাতে নিতে বেশ সময় ক্ষেপণ হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমি অনেক ভেবেছি। কি নিয়ে লিখবো? অনেক কিছুই মনে এসেছে। আবার অনেক কিছুই ঝাপসা লেগেছে। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। মাঝে একদিন আমার অগ্রজসম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহেব আমার দপ্তরে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর সাথে কথায় কথায় আমাদের সময়কার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কলকাতায় অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের জীবন সম্পর্কে জানতে পারলাম। প্রচণ্ড মনোযাতনা অনুভব করলাম।

বাবু অর্ধেন্দু বিমল শিকদার। উচ্চশিক্ষিত ও সৌম্যদর্শন একজন নিপাট ভদ্রলোক। পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত। উন্নতমানের দুধ-সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী --- মাড় দিয়ে ইস্ত্রী করা --- সুবিন্যস্ত করে পরতেন। পাঞ্জাবীর পকেটে ধুতির কোচা (অবশ্যই চমৎকার ভাঁজ করা) প্রায়শঃ গুঁজে রাখতেন। ঘিয়ে রংয়ের দামী উলেন শাল পরিপাটরূপে ভাঁজ করা অবস্থায় কাঁধের উপর ফেলে রাখতেন। সেই গন্ধগ্রামেও দু'পায়ে চকচকে বার্নিশ করা একজোড়া পাম্প সু। হাতে ওয়াকিং ষ্টিক। আর ষাটোর্ধ বয়সেও চকচকে কালো চুল বাঁ-পাশে সিঁথি করে সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। কার সাথে তুলনা করবো --- ইন্দ্রনাথের সেই নতুনদা, নাকি সত্যজিতের রোমান্টিক ছবির নায়ক।

শারীরিক অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। মাঝারী গড়নের সুগঠিত সুন্দর স্বাস্থ্য। রোগব্যাদি কিছুটা তো ছিলই। কিন্তু তা কখনই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। অর্থ বিত্তও তাঁর জন্য যথেষ্টই ছিল। লোকে মান্যগণ্য করত। তা'সত্ত্বেও কিন্তু তেমন একটা বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করতেন না। তাঁর জীবনাচার ছিল সরল, সাদাসিধে, নিরাভরণ। তাঁর সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিলেন। সবাইকে ভালবাসতেন। তবে কারো সাথে তেমন একটা মাখামাখি করতে চাইতেন না। নিজের স্বাভাবিক বজায় রেখে চলতেন। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। দারুণ আশাবাদী লোক ছিলেন। চরম দুর্দিনেও কখনো জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। খুবই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনায় কোনরূপ শৈথিল্য পছন্দ করতেন না। বেশ দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।

দোষের মধ্যে তাঁর দেখেছি শুধু একটাই। একটু বেশী মাত্রায় ইংরেজী বলতেন। এমনকি কাউকে গালি দেয়াটাও সেই ফিরিস্দিদের জবান দিয়েই সারতেন।

একান্তরের মুক্তি সংগ্রাম সত্যিই বিপ্লব ছিল কিনা। তার মধ্যে সমাজ বিপ্লবের সবগুলো গুণাবলী সন্নিবেশিত ছিল কিনা, সেটা কি সত্যিই জনযুদ্ধ ছিল? নাকি নেহায়েতই একটা রাজনৈতিক আন্দোলন ও কতিপয় পেশাজীবির বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। এসব বিষয়ে অধুনা দেশে সব মতবাদের তাত্ত্বিকদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে একটা বিষয় আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, সমাজ কাঠামোর মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল। আমার মরহুম আব্বাজান এটাকে বয়ান করতেন এভাবে- “নেতার আগে জনতা, পিতার আগে পুত্র, শিক্ষকের আগে ছাত্র।” বাস্তবিকই একটা দৃষ্টিকটু রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যে শিক্ষক একান্তরের পূর্বে ব্যাহত ছিলেন, তিনিই একান্তর পরবর্তী সময়ে কেমন যেন বিড়ালের রূপ ধারণ করেছেন। আমার মনে হয় আমার সমবয়সী ও মুৎসব্বীজন সকলেই এ বিষয়টা লক্ষ্য করেছেন।

যাহোক, অবশ্যই একান্তর এ নিবন্ধের উপজীব্য নয়। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষকদের মাঝে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই এই প্রসংগের অবতারণা। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবু অর্ধেন্দু বিমল শিকদার এক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যতিক্রম ছিলেন। একান্তর তাঁকে খুব বেশী বদলাতে পারেনি। চালচলন, পোশাক-আশাকে বা কথাবার্তায় প্রায় অপরিবর্তনীয় রীতি অনুসরণ করে গেছেন। অবশ্য বেত্রদন্ডের ব্যবহার কিছুটা সীমিত হয়েছিল বৈকি।

আমাকে তিনি বেশ ভালবাসতেন। হয়তো খানিকটা বেশী পছন্দও করতেন। সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর অফিস কক্ষে বা তাঁর বাড়ীতে। সাদরে গ্রহণ করতেন এবং হাসিমুখে। পুত্রবৎ স্নেহ করেছেন। সংজ্ঞান, সৎবুদ্ধি, সৎপরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আমি তাঁর অযোগ্য ছাত্র। কতটুকু নিতে পেরেছি জানি না, এক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়ভার পুরোটাই আমার। তাঁর পক্ষ থেকে সদিম্ভার লেশমাত্র ঘাটতি ছিল না।

সেই লোকটি কেন তাঁর নাড়িপোতা মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেলেন? আমার মত আরো অনেককে যিনি সত্যের দীক্ষা দিয়েছেন, দেশপ্রেমের মন্ত্র শিখিয়েছেন, কেনইবা তিনি নিজের সকল আপনজন চেনা ভুবন ছেড়ে অচেনা অজানা গন্তব্যের বৈরী পরিবেশে অবর্ণনীয় দুঃখ-যাতনার কবলে নিপতিত হতে গেলেন? তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধরে না। অবশ্য আমার বিদ্যালয় ত্যাগের পর তাঁর অবস্থান এবং কখন তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি কিছুমাত্র অবহিত নই। অনুমান করি, একটি অপেক্ষাকৃত সুখী ও নিরাপদ জীবনের সন্ধানে তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন। এজন্য কতটুকু তাঁকে দোষী করা যাবে, আর কতটুকু আমরা দায়ী, সে বিচারের ভার কালের সন্তানদের উপর ছেড়ে দিলাম। এ প্রসঙ্গে বেশী কথা বলার সুযোগ আমার নেই। আমি শুধু জীবনানন্দ দাশের কবিতার ক'টি পংক্তি আওড়াতে চাইঃ

“অদ্ভুত আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,  
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা;  
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই,  
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।  
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি  
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়  
মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা  
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।”

তিনি যদি এখনও বেঁচে থাকেন, আমি মহান স্রষ্টার কাছে তাঁর শান্তিময় জীবন কামনা করি। আর যদি ইতোমধ্যে মারা গিয়ে থাকেন, আমি তাঁর পারলৌকিক শান্তি কামনা করছি।





## ফিরে দেখি

ডাঃ সৈয়দ মেজবাহুল হক

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

সহযোগী অধ্যাপক

শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেল। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্বপ্নরঙ্গিন, উচ্ছল, আনন্দময় দিনগুলো পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সিঁড়িতে কখন যে পা রেখেছি টের পাইনি। আজ বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে কিছু লিখতে গিয়ে নূতন করে উপলব্ধি করছি সময় বড় নিষ্ঠুর, মহাকালের এই আবর্ত থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না, হারিয়ে যায় অসীম শূন্যতায়।

আজ স্মৃতির এলবামে জমেছে অনেক ধূলা, ধূসর হয়ে গেছে অনেক স্মৃতি, অনেককে হারিয়ে ফেলেছি স্মৃতির পাতা থেকে। এরপরও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক কথা, অনেক মুখ, অনেক ঘটনা আজ চারি পার্শ্বে ভিড় করছে। বৈলছড়ী হাইস্কুলের সেই ক্লাসরুম, লম্বা করিডোর, সামনের খেলার মাঠ, শিক্ষকদের বেত দিয়ে পিটুনি, মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া ও পরে হুজুরের কাছে মার খাওয়া এখনও মনে পড়ছে বেশ ভাল করে। আমি বৈলছড়ী হাইস্কুলে প্রায় ৫ বৎসর (তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণীর মাঝামাঝি) লেখাপড়া করলেও এখনও অনেক শিক্ষক ও সহপাঠীদের ভুলতে পারিনি। লুঙ্গির ভিতরে হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে যাওয়া, স্কুল ছুটির পর মাঠে ফুটবল খেলে কর্দমাক্ত হয়ে ঘরে ফিরে মায়ের হাতে মার খাওয়া, স্কুল থেকে ঘরে ফিরার পথে “কুশল্ল্যা” পুকুরের পাড়ে বই খাতাপত্র ও লুঙ্গি খুলে ন্যাংটো হয়ে সাঁতার কাটার সেই উদ্দাম স্বপ্নলি দিনগুলোর কথা কি ভুলা যায়? বৈলছড়ী স্কুলের লম্বা করিডোরে ক্লাসের ফাঁকে আমার আঁটি দিয়ে খেলতে গিয়ে উপরের সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলার চিহ্ন এখনও যে বহন করছি।

মনে পড়ছে স্বর্গীয় প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু শিকদার এর কথা। উনার স্নেহভরা শাসন, স্কুলের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা ও উচ্চস্বরে ইংরেজীতে বকুনি এখনও যেন শুনতে পাই। ওনার ছেলেরা (আশীষদা ও ডাঃ অশেষ) ও মেয়েদের মধ্যে শুধু মৃদুলা দিদির কথা স্মরণ করতে পারছি, উনারা এখন কোথায় এবং কেমন আছেন, জানি না। স্বর্গত শিক্ষক রমণী বাবু, মরহুম মৌলানা আবদুল কাদের (হেড মৌলানা যাঁকে সবাই হুজুর বলতাম), প্রাইমারীর মরহুম মৌলানা কবির, বিধু বাবু, অমলেন্দু বাবু এবং হিমাংশু দার (যিনি বর্তমানে বৈলছড়ী স্কুলে আছেন) কথা এখনও বেশ মনে পড়ে। সহপাঠী ও সমসাময়িকদের মধ্যে বড়ঘোনার জহির, বৈলছড়ীর মুহিবুর রহমান, হাসান (মৃত), মতিন, আলী আহমদ, মাহমুদুল ইসলাম (প্রাক্তন মেয়র), বশর, ডাঃ অশেষ, ঘোনাপাড়ার সামণ্ড, চেচুরিয়ার সিরাজ (মৃত), আহমদ হুফা, ইদ্রিস (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), মোহাম্মদ আলী (ব্যাকার) প্রমুখদের কথা কি ভুলতে পারি?

সিনিয়রদের মধ্যে মাহবুব ও মমতাজ (মরহুমবন্দ আমার বড় ভাই ও মেঝ ভাই), দীপক সিকদার (লন্ডন প্রবাসী), স্বর্গত পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য, মন্টু দত্ত, সিদ্দিক আহমদ, সৈয়দ আহমদ, আনওয়ারুল আজিম ভোলা, মোজাফর আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত ফরেস্ট অফিসার) প্রমুখদের কথা সতত মনে পড়ে। আমরা তখন বেশ ছোট, সম্ভবত প্রাইমারীতে পড়ি, সিনিয়ররা যখন বেশ বড় বড় বই বগলে নিয়ে স্কুলে যেতেন আমরা হা করে বিশ্বয়ে তাকিয়ে দেখতাম এবং অবাক হতাম এত বড় বড় বই উনারা কিভাবে পড়েন? আর যখন ঢেচুরিয়া চৌমুহনীর “হাইকবার দোকানে” ইংরেজীতে তর্কবিতর্ক করতেন, মুগ্ধ বিশ্বয়ে অভিভূত হতাম আর ভাবতাম কখন আমরা বড় হয়ে এত বড় বড় বই পড়তে পারব এবং ইংরেজীতে কথা বলতে পারব। উনারা যখন ১৯৫৬-৫৮ সালের দিকে মেট্রিক পাশ করেন তখন সারা এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। পাশ করার পর উনাদের আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা কিভাবে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং সমীহ করে চলতেন তা এখনো বেশ মনে পড়ে।

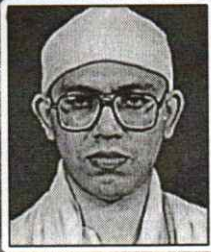
তখন ফুটবল ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা, ক্রিকেট সম্পর্কে খুব কম লোকে জানত। ফুটবল খেলোয়াড়েরা ছিলেন সবার চোখে নায়কের মতো। এখনো মনে পড়ে, ফুটবল খেলা দেখতে কিভাবে ছুটে গিয়েছি বৈলছড়ী হাই স্কুলের মাঠ ছাড়াও বানীগ্রাম হাই স্কুলের মাঠ, কালীপুর স্কুল, জলদী হাই স্কুলের মাঠে এবং হাজার হাজার লোক উপভোগ করতেন সেই খেলাগুলো। মাহবুব, মমতাজ, মন্টু, পূর্ণেন্দু, দীপকদা'দের সমন্বয়ে গঠিত ফুটবল টিম সারা বাঁশখালী তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামে যেভাবে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল এবং জয় ছিনিয়ে এনেছিল তা এখনও আমার বয়সী অনেকের মনে থাকার কথা এবং নিশ্চয়ই বৈলছড়ী হাইস্কুলের ইতিহাসে উজ্জ্বল স্মৃতি হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। স্বর্গত প্রখ্যাত রেফারী “ফেলু বাবু” ও “ব্রজেন বাবু”র কথা কি সহজে ভুলা যায়?

আজ ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে বড্ড নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি। অনেক স্মৃতি, অনেক মুখ, অনেক চোখ, অনেক হাসি-খেলা আনন্দ-বেদনা কোথায় যে হারিয়ে গেল। কেন যে হারিয়ে গেল জানি না। কেন এমন হয়? কেন স্মৃতি এমনভাবে প্রতারণা করে? মনটা হঠাৎ করে বিষাদে ভরে গেল। দুঃখ, বেদনা মিশ্রিত সুখ স্মৃতিগুলো ধূসর হতে হতে কালের গর্ভে কেন এমনভাবে বিলীন হয়ে যায়? মানুষ কি কখনও পারবে না কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া তার আপন মানুষ ও স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখতে? কখনও কি পারবে না সময়কে জয় করতে?

মহান ব্যক্তিত্ব মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী ও ওনার স্ত্রী মহিয়ারী বেগম নজমুনুন্নাহা চৌধুরী বৈলছড়ী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অত্র এলাকার গরীব, মধ্যবিত্ত ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। অত্র এলাকার অনেকেই আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য। এই মহান ব্যক্তিত্বদের কল্যাণে আজ বৈলছড়ী ও আশপাশের এলাকা শিক্ষার আলোয় আলোকিত। আমি এই মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমস্ত চট্টগ্রামে তথা সারাদেশে পরিচিতি লাভ করুক এবং আরও উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করুক এটুকুই কামনা করছি।

অনেক কথা বলতে চেয়েছি, পারিনি নিজেকে প্রকাশ করতে। সবটুকুই নিজের অক্ষমতা, চাই শুধু সবার ক্ষমা ও ভালবাসা।





## শিক্ষা সংকট

শৈবাল খাস্তাগীর

কালীপুর, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

ব্রহ্মচারী গিরিশ চৈতন্য

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বিদ্যামন্দির)

বেলুড় মঠ, হাওড়া, ভারত

বৈলুড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের সংবাদ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী হিমাংশু বিমল ধর মহাশয়ের কাছে শুনে খুবই আনন্দবোধ করছি। এখনই মনের কোণে জমে থাকা অসংখ্য স্মৃতি ভেসে উঠছে। আমি যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ঐ বৎসরই রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ শুরু হয়েছিল। পঁচিশটা বছর কেটে গেল। বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের, সিনিয়র দাদা বন্ধু এবং অন্যান্য ভাইদের যে ভালবাসা পেয়েছিলাম তা মনে গাঁথা রয়েছে চিরদিনের জন্য। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে প্রয়াত প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দু বিমল সিকদার, প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় জনাব (অবসরপ্রাপ্ত) মোস্তাক আহমদ, প্রয়াত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্র লাল দাশ এবং শ্রদ্ধেয় জনাব নুরুল আলম মহাশয়ের কথা। এরা ছাড়াও আরও অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সুধীজন আছেন যাঁদের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও ভালবাসা আমাদের জীবনে এগিয়ে চলার পাথেয়। আমি বিদ্যালয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সবাইকে সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করছি এবং অন্তরের প্রণাম নিবেদন করছি।



## অসম্বন্ধ স্মৃতি

হামিদা চৌধুরী

বৈলুছড়ী, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্রী)

১৯৭৯ সালে কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক

মেধা তালিকায় ১২শ স্থান অধিকারী।

সিনিয়র সহকারী সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

দুপুর। চারদিকে সুনসান নিঃশব্দতা। থেকে থেকে বাঁশঝাড় হতে কে-র্-রেত্, কে-র্-রেত্ শব্দ আসছে। বাতাসে দু'টো বাঁশের ঘসা লেগে এ শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু, সে কথা জেনেছি অনেক পরে। ছোটবেলায় ভূতের দাঁত কড়মড় করার শব্দ মনে করে ভয়ে বুক কাঁপত।

এমনি এক ভরদুপুরে দক্ষিণের কামরায় মাটিতে পাটি পেতে মা ঘুমুচ্ছে। আমি তার পায়ের কাছে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর পর মা'কে 'মা', 'মা' বলে ধাক্কা দিই। মা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমার ধাক্কায় কপাল কুঁচকে ঘুমের ঘোরে 'ওঁ', 'ওঁ' শব্দ করেই মা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ শব্দটুকু শুনেই আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই যে মা বেঁচে আছে। পরক্ষণেই মা'র বন্ধ চোখ দু'টো দেখে মনে হয় মা বুঝি মরে গেছে। আমি তার নাকে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস পরখ করি, নিঃশ্বাসে বুক-পেটের ওঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করি গভীর মনোযোগ দিয়ে। তবুও মনটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। মনে হয় মা বুঝি বেঁচে নেই। আমি কান্না করতে থাকি চুপে চুপে। মা'কে জাগাতেও ভয় পাই। মা জেগে হয়তো রাগ করবে। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়টা আমাকে জাপ্টে ধরে। মায়ের মৃত্যু হয়েছে এ আশঙ্কায় মা'কে জোরে ধাক্কা দিই। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে লাল টকটকে চোখে মা উঠে বসে। আমি কাঁদতে থাকি। ভয় ও আনন্দ মেশানো কান্না।

এমনি একটি দুপুরের কথাই শুধু আমার স্মৃতিতে আছে। কিন্তু, মা-ভাই-বোনদের কাছে শুনেছি এ ছিল প্রতিদিনের দৃশ্য। মা'র কাছে আরো শুনেছি ঐ সময়ে পর পর দু'জন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু দৃশ্যই আমার শিশু মনে একরূপ মৃত্যু-ভীতির সৃষ্টি করেছিল।

বড় হবার পর ভাই-বোনদের কাছে আরো জেনেছি আমার এ 'যন্ত্রণা' থেকে মা'কে অব্যাহতি দিতে আমার বাবা ও বড়ভাইরা মিলে ছোটখাট একটা পারিবারিক বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার।

স্কুলে যাবার বিষয়ে খুব স্পষ্ট কিছু মনে নেই। বড়রা আমাকে স্কুল সম্পর্কে কেউ কিছু বলেছিল কি-না তাও মনে নেই। শুধু দাদু (আমার ইমিডিয়েট বড়ভাই সাদেক) বলছিল অ্যাই তোকে না স্কুলে ভর্তি করে দেবে। তোরও আমাদের মত স্কুলে যেতে হবে (যেন স্কুলে যাওয়াটা খুবই বিপজ্জনক)। শুনে আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল। যদিও সব বড় ভাই-বোনদের স্কুলে যেতে দেখছি তবু এক



অজানা ভয়ে আমার শরীর মন অসাড় মনে হচ্ছিল। স্কুলে যাবার কথা মনে হলেই বুকটা কেমন টিপ্ টিপ্ করতে শুরু করতো।

তারপর একদিন 'ঘাঘরি' (দেখতে অনেকটা পেটিকোটের মত কোমর থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা। কোমরে ইলাস্টিক লাগানো। আমাদের পরিবারে আমাকে দিয়েই 'ঘাঘরি' পরার ইতিহাস শেষ হয়।) ছেড়ে ফ্রক ও সালোয়ার পরিয়ে স্কুলে নিয়ে যায়। আবছা মনে পড়ে মেজোভাই নিয়ে যায় আমাদের। একটু একটু মনে পড়ে টিচার্স কমনরুমের সামনের করিডোরে সেদিন বিকাল বেলা শ্রদ্ধেয় যতীন বাবু ও অর্ধেন্দু বাবু স্যারকে সালাম করেছিলাম। মূলতঃ সেদিনটি ছিল স্কুলের সাথে আমার পরিচিত হবার দিন। সম্ভবতঃ পরদিন থেকেই ক্লাস শুরু হয়।

আমাদের শিশু শ্রেণী, ক্লাসটি ছিল সায়েন্স ল্যাবরেটরীর নীচতলায়। আমার সাথে আমাদের সম্পর্কিত এক ভাতিজিকেও স্কুলে দেয়া হয়। তার নাম টুনটুনি (পরে ড্রপআউট)। প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই আমরা দু'জন পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিলাম। তখন যতীন বাবু স্যার প্রাইমারীতে ক্লাস নিতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এসেই তিনি আমাকে নিয়ে আসলেন সামনের বেঞ্চে। স্যার 'রোল-কল' করলে আমরা চুপ করে থাকলাম। স্যার শিথিয়ে দিলেন। পরের দিন 'রোল-কলে'র সময় টুনটুনি 'জে' বলে জবাব দিলেও আমি যথারীতি চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম।

ক্লাসে গিয়ে আমি সব সময় পেছনের বেঞ্চে বসতাম। শিক্ষকের চোখ এড়িয়ে থাকতেই আমি ভালবাসতাম। যতীন বাবু স্যারেরও যেন প্রথম কাজটি ছিল ক্লাসে এসেই হাজিরা খাতাটি টেবিলে রেখে আমার কাছে আসা। এসেই এক হাতে আমাকে ধরে অন্য হাতে বই নিয়ে সামনের বেঞ্চে নিয়ে বসাতেন। আমিও কোনক্রমে তাঁর ক্লাস চলা পর্যন্ত। তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই আবার পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতাম। অল্পদিন পরেই যতীন বাবু স্যার প্রাইমারী সেকশান ছেড়ে দেন। পরে হাই স্কুলে তাঁকে পুনরায় শিক্ষক হিসেবে পাই।

মৌলবী কবীর স্যার আমাদের অঙ্ক করাতেন। অঙ্ক আর কি। ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা মুখে মুখে বলতেন। আমরাও স্যারের সাথে সাথে উচ্চারণ করতাম।

জাফর স্যার নামে ভীষণ বদরাগী এক স্যারকে পেয়েছিলাম। তাঁর হাতে সব সময় বেত থাকত। এমনিতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা সারাক্ষণ স্কুলের মাঠ-বারান্দায় খেলতাম। শিক্ষককে আসতে দেখলে ক্লাসে যেতাম। দু'টো পিরিয়ডের মাঝে শিক্ষকরা 'গ্যাপ' দিতেন লম্বা। আমরাও তার সদ্ব্যবহার করতাম। জাফর স্যার বেত ঘুরাতে ঘুরাতে আসতেন এবং ক্লাসে ঢুকেই কয়েকজনের ওপর ব্যবহার করতেন। কিন্তু, নিরীহ-গোবেচারা স্বভাবের জন্য নাকি বড় ভাই বোনদের পরিচিতির জন্য কি-না জানি না, তিনি আমার ওপর তা কখনও ব্যবহার করেননি। তবে আমার ভাই সাদেকের চোখে তাঁর বেতের আঘাত লেগেছিল (অন্য ছাত্রকে মারার সময়ে) সে অনেক দিন ভুগেছিল।

ক্লাস টু'তে পড়ার সময় চিন্তা বাবু স্যারকে পেয়েছিলাম। এই প্রথম প্রিয় শিক্ষককে পেলাম। তিনি চিকন একটি বেত হাতে ক্লাসে আসতেন। কিন্তু, ছাত্রদের গায়ে তা কখনো ব্যবহার করতে দেখিনি। তাঁর ব্যবহার, পড়ানো, পড়া বুঝানো সব খুবই ভাল লাগত। সে বছরের পর তিনি কোথায় গেলেন জানি না।

প্রাইমারী স্কুলের সেসব বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে। রাশেদা (সম্ভবতঃ তার নাম রাশেদাই ছিল। আমাদের শিক্ষক মৌলবী কবীরের মেয়ে। যে অকালে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল) প্রাইই কাঠবাদাম কোমরে গুঁজে নিয়ে আসতো আমাদের জন্য। মনে পড়ে মোর্শেদার কথা। যে স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতো যতক্ষণ না আমি বাঁশঝাড়টি (আমাদের বাড়িতে ঢুকার পথে হাতের বামে তখন একটি বাঁশঝাড় ছিল) অতিক্রম করতাম। গ্রীষ্মের দুপুরে বাতাসে দুটো বাঁশে ঘষা লেগে কে-র্-রেত্ শব্দ হতো আর এটাকে ভুতের দাঁত কিড়মিড়ি মনে করে ভীষণ ভয় পেতাম।

আজ আরও মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রমণী বাবু, আবু আহমদ স্যার, জমির স্যার, সমসু স্যারের কথা। সেই সাথে অধর বাবু স্যার, হিমাংশু বাবু ও দুলাল বাবু স্যারের কথা। দুলাল বাবু স্যারের একটা কথা এখনও আমি প্রায়শ স্মরণ করি। তিনি যেসব ছাত্ররা পড়া শিখে আসতো না আমাকে দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে প্রায় দিনই ক্লাসে বলতেন, “সূর্য উঠিলে পরে বুঝা যায় দিবসটি কেমন যাইবে।” যা তখনকার মত এখনও আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। স্যারের এ কথাটি আমি আপন মনেই স্মরণ করি। সন্তানদের কাছে বলি। স্যার এখনও শিক্ষকতা করছেন। এখনও তিনি ছাত্রদের এ কথা বলেন কি-না জানি না।

আজ অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক (বৈলছড়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষক) স্বর্গীয় অর্ধেন্দু বাবু ও স্বর্গীয় যতীন বাবু স্যারকে। আরও স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয় হেড মৌলবী (মরহুম) সাহেবকে। যিনি আমাদের ‘হুজুর’ ছিলেন। শুনেছি তিনি আমাদের বাবা-মায়েরও ‘হুজুর’ ছিলেন। যিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলতেন - চাঁদের দেশে যাও আপত্তি নেই, শুধু নামাজটা ঠিক রেখো।

আমার এ সকল পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের উৎসাহ ও প্রেরণাই আজ আমাকে এ পর্যায়ে আসতে সাহায্য করেছে। যাঁরা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার লেখাটি সমাপ্ত করছি।







## প্রসঙ্গঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন

শাহাবুদ্দীন আহমদ চৌধুরী

বৈলছড়ী, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্র-শিক্ষক যথেষ্ট সচেতন হলেও শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং পাঠদানের রীতি-নীতি এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্থাগুলো কর্তৃক পরিচালনায় শিক্ষার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু মফস্বল অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যথারীতি শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্থিক ও সামাজিক নিয়ম নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা কতটুকু উন্নতি লাভ করে তা বিবেচ্য বিষয়। মফস্বল অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক সচেতন ও আন্তরিক হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো উন্নতি লাভ করা যায়। কেননা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা এর অধস্তন সংস্থার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা পদ্ধতিতে চালু হয়ে আসছে যা নিয়ম-নীতি বা প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সেমিষ্টার বা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা একান্ত অপরিহার্য। মফস্বল অঞ্চলের এমনকি শহর অঞ্চলের কিন্ডার গার্টেন স্কুলে প্রচলিত একঘেয়েমী শিক্ষা ব্যবস্থা পদ্ধতিতে শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে দুরূহ। সকল স্তরের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বর্তমানে যে নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পাঠদান ও শিক্ষা দেওয়া হয় তা একটু পরিবর্তন বা সংযোজন করলে ছাত্ররা চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলোতে সহজভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ভালো ফলাফল আশা করা যায়। যেমন বর্তমানে শহর কি মফস্বল অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষে একটা শিক্ষক সর্বোচ্চ সময় ৬০ মিনিট বা সর্বনিম্ন সময় ৪০ মিনিট পর্যন্ত হাজিরা, Home work, পাঠগ্রহণ, পাঠদান এবং শাসনকার্য সম্পাদনে ব্যয় করে থাকেন। এইভাবে পুরো একটি সপ্তাহ/ মাস/ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক/ বাৎসরিক/ নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয় নতুবা ব্যর্থ হয়। এস এস সি পরীক্ষায় কিছু কিছু ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করে বহিস্কৃত হয়, আবার কিছু কিছু ছাত্র ভাল Result করে। এই হল আমাদের শিক্ষা/ পাঠদান পদ্ধতি। তাই এটি কি পরিবর্তন/ সংযোজন করা যায় না?

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোর্ড/ মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস/ পদ্ধতি অনুযায়ী বাৎসরিক পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে ছাত্ররা কি জ্ঞান অর্জন করেছে তা সীমাবদ্ধ থাকে এস এস সি পরীক্ষার রেজাল্টের উপর নির্ভর করে। ভাল রেজাল্টের জন্য হয়ত অভিভাবকগণ ছাত্র শিক্ষক/ বিদ্যালয়ের ব্যর্থতা মনে করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার সঠিক মান যাচাই করা হয় না। বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতির মান উন্নত করা হলে ছাত্ররা যেমন লাভবান হবে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনামও অক্ষুণ্ণ থাকবে। কেননা আধুনিক এই সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি এত প্রসারিত যে, লেখাপড়ার নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে এবং হবে। যদিও আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী সামাজিক ও আর্থিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার বা শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিপূর্ণ নহে।

এমতাবস্থায় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানের জন্য ছাত্র ও অভিভাবকের চেয়ে শিক্ষকদের আন্তরিকতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধু ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে ছাত্রদেরকে পাঠদান না করে শ্রেণীকক্ষে যে পাঠদান করা হয় তা প্রতি সপ্তাহ/ প্রতি মাস অন্তর ঐ পাঠদানের বিষয়ের উপর মূল্যায়ন পরীক্ষা Class Test/ Weekly Test ছাত্রদের নিকট থেকে যেমন নেওয়া প্রয়োজন তেমনি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের নিকট থেকেও প্রতি সপ্তাহ/ প্রতি মাস অন্তর বিদ্যালয় প্রধান/বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্রদের অগ্রগতির লক্ষ্যে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্রদের যেমন আন্তরিক ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন তেমনি শিক্ষক ও অভিভাবকদেরকেও সচেতন ও আন্তরিক হওয়ার জন্য গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।





## সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

মানিকপাঠান, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ

চট্টগ্রাম কলেজ

‘হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে  
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে’

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চারণ করেছিলেন কথাগুলো। অতীত কোন মৃত কিছু নয়। বরং অতীত সদা জীবন্ত, অতীতের কষ্টিপাথরে ঘষে বর্তমানের কোন রচনাকে চেনা যায়। অতীতের পথ ধরেই রচিত হয় বর্তমানের ভিত। বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বহুমাত্রিক এ অনুষ্ঠান আজ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে বহু বছর আগে ফেলে আসা হীরা পান্নার চেয়েও অধিক মূল্যবান জীবনের বহু বর্ণিল ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। এ মহামিলন মেলা আমাদের একত্রিত করেছে পরম মধুরতায়- অতীতকে উপস্থিত করেছে বর্তমানের আঙিনায়।

১৯৭৮ সাল। আমরা দু'ভাই এক সাথে মানুষ হচ্ছিলাম। বড় ভাই যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। দু'জনেই বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি প্রাইমারী স্কুলের উপরের ক্লাসে অধ্যয়নকালে ভাইয়া তাঁর স্কুলের অনেক গল্পই আমাকে শুনাতেন। কখনো ক্লাসের গল্প আবার কখনো বন্ধুদের, আবার কখনো শিক্ষকদের কথা বলতেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম, আর ভাবতাম কখন হাই স্কুলে ভর্তি হবো। অবশেষে ভর্তিও হলাম ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে। নূতন ক্লাসে অনেক বন্ধু পেলাম। অনেকেই পূর্ব পরিচিত, আবার কেউ কেউ একেবারেই নূতন। নূতন বন্ধুদের মধ্যে শৈবাল এসেছিল কালীপুর স্কুল থেকে, আর জাফর পড়ত চেচুরিয়া প্রাইমারী স্কুলে। শ্যামল, আনন্দ, আমজাদ, ছাদু, আহমদ ছফা ওরা এসেছিল বিভিন্ন স্কুল হতে। মোহাম্মদ আলী, মালেক, মানিক, আশীষ, রওনক ছিল আমার প্রাইমারী স্কুলের সহপাঠি। বাবু অধর খাস্তগীর ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। অধর স্যার তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বের জন্য বাঁশখালীর বাইরেও সুপরিচিত ছিলেন। শৈবালের পরিচিতি ছিল সমগ্র বাঁশখালীতে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর মেধার অধিকারী শৈবাল ছিল মারাত্মক ডানপিটে, দুষ্টুমিতে সর্বাত্মক। স্কুল জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১ম স্থান ছাড়া কখনো ২য় স্থান অধিকার করেনি সে।

আমার বন্ধুদের প্রায় সকলেই এসেছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। পাহাড়ে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করেই অনেকে আসতো স্কুলে। বড় ক্লান্তি আর অবসাদ ছিল আমার সেই বন্ধুদের চেহারা। দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট হলেও পড়ালেখার হাল ছাড়েনি তারা, ইম্পাতকঠিন মনোবল ছিল তাদের। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তাদের প্রতি ছিল বড়ই নির্মম। এগুতো দিল না তাদের, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তারা মাঝপথে অযত্নে অবহেলায়। আবার অনেকেই কঠিন নিয়তির সাথে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিয়েছে জয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তারা আজ শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত। ভাগ্যবিড়ম্বিত আমার সেই বন্ধুদের প্রতিটি অবয়ব স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে আজ। একই বৈধিগতে পাশাপাশি বসে ক্লাস করেছে আমরা, যেন একই মায়ের সন্তান। প্রাণ খুলে ছুটেছি আমরা যদিকে ছুটেছে মন। টেবিল চাপড়িয়ে তবলার চমৎকার তাল তুলতো আশীষ, আর নজির আহমদ ছিল কবিয়াল, হৃদয় মিলিয়ে যে কোন বিষয়ে গান বানাতো সে।



সুযোগ পেলেই এ জুটি গানের আসর বসিয়ে মুগ্ধ করতো সবাইকে। অবিচ্ছেদ্য হৃদয়তা ছিল আমাদের একের প্রতি অপরের, বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল দৃঢ়তর, এসব বিষয় আজ কেবলি স্মৃতি। মাঝেমাঝে দেখা হয় আমার এ বন্ধুদের অনেকের সাথে। দেখা হলে বড় সংকোচ বোধ করে তারা, কি যেন লুকাতে চায়, গুটিয়ে রাখে, গুমোট কষ্ট হয়ত চেপে ধরে তাদের আষ্টেপিষ্ট, স্বাভাবিক হতে পারে না আলাপে আচরণে। স্কুলজীবনের আমার সেই প্রাণবন্ত বন্ধুটি হারিয়ে গেল দুর্বল, অসহায় এক দরিদ্র মানুষের ভিতর। প্রাণ কেঁদে উঠে তখন, ব্যাথাহত মন ডুকরে উঠে বলে, এসো বন্ধু, কাছে এসো, মিশে যাই আবার ঠিক আগের মত পরম নির্ভরতায়।

মনে পড়ে এস, এস, সি, পরীক্ষার আগে আয়োজিত আমাদের বিদায় অনুষ্ঠানের কথা। শিশু বয়সের লঘু জীবন যে কোন বিচ্ছেদকে অনায়াসেই পাশ কাটিয়ে ছুটে যায় কিন্তু জগতের ভালমন্দ বুঝে উঠার বয়সে কোন কিছুই অত সহজে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলার পথ নেই। তখন জীবনের সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পেতে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে যখন মাধ্যমিক স্তরে পদার্পণ করলাম, দু'য়ের ভেদরেখা তেমন স্পষ্ট করে চোখে পড়ল না। হেসে খেলে পাড়ি দিতে লাগলাম জীবনের পথ। চলার পথে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক থাকতে পারে, তা কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি। ভেবেছিলাম জীবনের সমস্তটাই হাসি আনন্দে একেবারে নিরেট করে বোনা। এমন সময় কোথা হতে কঠিন বিচ্ছেদ এসে উপস্থিত হলো মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা নিয়ে। স্কুলজীবনের যবনিকা টেনে বিদায় নিতে হলো একদিন। বিদায়ের সময় আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব শেখ মুশতাক আহমেদ। চলনে বলনে মেধায় মননে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। বিদায় অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ আমাদের সার্বিক কুশল কামনা করেছিলেন কেউবা সরবে, আবার কেউবা নীরবে। আবার কেউ অশ্রু নিবারণের চেষ্টা করেছেন গোপনে, বুক জড়িয়ে নিয়েছেন আমাদের আবেগে-আদরে-ভালবাসায়। দেহপ্রাণ হৃদয়মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাদের সবচে' বেশী সত্য করে অনুভব করলাম, সেই মানুষগুলো হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল স্বপ্নের অদৃশ্যতায়। দীর্ঘদিনের মায়ার আঁচল ছিন্ন করে তারা ছেড়ে দিলেন আমাদের অদৃষ্টের হাতে। যা আছে আর যা রইল না এ দুইয়ে রয়ে গেল বিস্তর ফারাক।

মৃত্যুর হিমশীতল হাত স্পর্শ করে গেল আমার বন্ধুদের কয়েকজনকে। মমতা আর শেলী আমাদের সহপাঠী হলো নবম শ্রেণীতে উঠে। তাদের কেউ আজ আর বেঁচে নেই। মৃত্যু তাদের কেড়ে নিয়েছে পৃথিবীর জটিলতা বুঝে উঠার আগেই। আমাদের মেয়েবন্ধুদের মধ্যে বিয়ের পিঁড়িতে মমতা বসেছিল সবার আগে, সম্ভবতঃ দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে। মেয়েকে অল্প বয়সে পাত্রস্থ করেছিলেন মমতার বাবা-মা হয়ত নিজেদের দায়িত্বমুক্ত করতে। কিন্তু দায়িত্বমুক্ত হয়ত হয়েছিলেন তাঁরা, তবে দায়মুক্ত হতে পারেননি। আমরা বন্ধুরা মমতার বিয়েতে আশীর্বাদ করেছিলাম তাকে, কিন্তু কে জানত সৃষ্টিকর্তা তখন ক্রুর হাসি হাসছিলেন বসে। মমতাকে পরে নিয়ে গেলেন তিনি পরম মমতায়। শেলীর বিয়ে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত পরে, সম্ভবত এস, এস, সি, পাশ করার পর। এখনো মনে পড়ে স্কুল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ের পরের দিন চা চক্রের আয়োজন করেছিল শেলী তাদের বাড়ীতে। গ্রামের মানুষ বেশীর ভাগ রক্ষণশীল হওয়ায় এ ধরনের আয়োজন খুব বেশী চোখে পড়ে না। এদিক থেকে শেলী ছিল অনেক বেশী উদার, বন্ধুবৎসল এবং অতিথিপরায়ণ। সুবর্ণ জয়ন্তী বা হীরক জয়ন্তী কোন কিছুতেই মমতা শেলী অংশগ্রহণ করতে আসবে না আর। তাদের এ অনুপস্থিতিই হয়ত তাদেরকে খুব বেশী করে উপস্থিত করবে আমাদের আয়োজনে, যে কোন আয়োজনে। মৃত্যু তাদের অমর করে রাখল আমাদের মাঝে। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্কুলজীবনের প্রথম দিকে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু অর্ধেন্দু বিমল সিকদার। তিনি আমার পিতারও শিক্ষক ছিলেন। বাহ্যিক চালচলনে এ জ্ঞানতাপস ছিলেন একেবারে আধুনিক। কিন্তু ভেতরটা ছিল আবহমান বাংলার বৃষ্টিতে সিঁক্ত চিরকালীন থকথকে মাটির মতো। আমাদের এ শিক্ষাগুরুর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজী, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-সংস্কৃতি এসবগুলো বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞের মত মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন। শিক্ষক হিসেবে যেমন ছিলেন অনন্য, তেমনি অভিভাবক হিসেবেও ছিলেন তিনি অপূর্ব অতুলনীয়। তাঁর মেধা ও ধীশক্তির অনন্যতা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন প্রায় প্রত্যেকেই। আমাদের শিক্ষক মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল কাদের আমাদের ইসলাম ধর্ম পড়াতেন। গুপ্ত শাস্ত্রমণ্ডিত ফার্সী চেহারার অধিকারী



দীর্ঘকায় ছিলেন আমাদের এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। খুব দরদ দিয়ে পড়াতেন তিনি। আর প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন আমাদের। অত্যন্ত সহজ সরল পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন কাদের হুজুর। তিনি আজ নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। নুরুল আলম স্যারকে দৈনন্দিন মনে হতো চলমান বিশ্বকোষ। ইংরেজী বিষয়ে তিনি ছিলেন তুখোড় পণ্ডিত। এ নিভৃতচারী, অনাড়ম্বর জ্ঞানসাধক সর্বদা সাদাসিধে জীবন যাপন পছন্দ করতেন। জাগতিক বিষয়ে তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না কখনো, জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান অর্জনই তাঁর কাছে পরম আরাধ্য বিষয় ছিল। তবে দারিদ্র্যের কঠিন কষাঘাতে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তিনি। শেষ জীবনে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মারাত্মকভাবে। হঠাৎ করে আসেনি সে ব্যাধি, এসেছে ধীরে ধীরে, শান্ত কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় যতীন স্যার ব্যক্তিগত জীবনে অতি সাধারণভাবে চলাফেরা করলেও কর্মজীবনে ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি উন্নত জীবনবোধ, রসময়তা ও মহৎ জীবনবোধের প্রাঞ্জল কথক। মেধার শক্তিতে প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। এই মহান শিক্ষাগুরুর উদার আর ব্যপ্ত জীবনের যা কিছু মহান, অনিন্দ্য আর স্বপ্নময়, সেই সব দুর্লভ গুণাবলী দিয়েই রচনা করেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের ভিত, উন্মোচিত করেছেন তারুণ্যের আত্মত্যাগী মানসিকতা ও সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিগন্ত। আজ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। জ্ঞানের পথ প্রদর্শক আমার এই শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। নীতি ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, দৃষ্টি ছিল তাঁদের স্বচ্ছ আর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। খ্যাতি, বিত্ত, ঐশ্বর্য এসব কিছুরই তোয়াক্কা না করে তাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন অন্তহীন জ্ঞানসাধনায়, অথচ আজ এই মহৎ নিভৃতচারী মানুষগুলো মাটি ও মহাকালের অংশ। তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মধ্যে গোলাম রহমান স্যার, দুলাল পাল স্যার, হিমাংশু স্যারসহ আরো অনেকেই এখনো কর্মরত আছেন আমাদের স্কুলে। গোলাম রহমান স্যার বর্তমানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এ গৌরব আমাদেরও। কমলাঙ্কুর স্যার, দুলাল স্যার, নুরুল ইসলাম স্যার আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে গেলেও শিক্ষকতার মহান পেশা থেকে সরে দাঁড়াননি। তাঁদের অপরিসীম প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, মেধা, সাধনা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সমন্বয় ঘটিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে শিক্ষার্থীদের ভিতর বাইরের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ার কঠিন ব্রত পালন করে যাচ্ছেন। সেই আলোর দীপ্তি হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে নিরন্তর। আমার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন না অথচ আমার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রত্যক্ষভাবে যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক জনাব মোস্তফিজুর রহমান। বর্তমানে তিনি বৈলছড়ী নজমুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। স্যারকে ইংরেজীর যাদুকর বললে মোটেও অতুক্তি হবে না। সবচে' দুর্বল ছাত্রটিকে তুলে আনার এক অসাধারণ শক্তি রয়েছে স্যারের ইংরেজী পড়ানোর নিজস্ব পদ্ধতিতে। আমার পরম সৌভাগ্য মোস্তফিজ স্যারের মত অসাধারণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকে আমি পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ পরম সত্য প্রকাশ করতে আমি গর্ববোধ করি। চট্টগ্রাম কলেজের গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে স্যারের দেয়া এ প্রসাদ যখন বিতরণ করি, তন্ময় হয়ে গ্রহণ করে আমার শিক্ষার্থীরা। আমি মুগ্ধ হই, আর শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করি স্যারকে। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

দিনরাত পরিশ্রম করে যাঁরা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল অফুরন্ত ভালবাসা ও শুভকামনা। বিশেষ করে স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বাঁশখালীর কৃতিসন্তান আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর নাম প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রায় এক বছর আগে থেকেই সুবর্ণ-জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সাথে যোগাযোগের কাজ শুরু করেছেন, এমনকি দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সাথেও যোগাযোগ করে তিনি একজন প্রকৃত অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফেলে আসা জীবনের বিরল মুহূর্তগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের নিশ্চিন্ত জীবনে গতির সঞ্চার করেছেন। আপনি ও আপনার সহকর্মীদের প্রতি আমরা চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। সত্যিই আপনারা মহান।





## কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী দিনগুলো সেই

মুহাম্মদ মুবিনুল ইসলাম

চেচুরিয়া, বাঁশখালী

(প্রাক্তন ছাত্র)

১৯৮৯ সালে বিদ্যালয় থেকে কুমিল্লা বোর্ডে  
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী,  
বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় রত

“ছুটি কত মধুর ছিল ছুটি

আজকে কেন ছুটির ঘন্টা শুনে শিউরে উঠি”

সত্যিই যেদিন স্কুল থেকে বিদায় নেব, তার আগে ও পরে বারবার চিন্তায় আসছিল কিভাবে এ অঙ্গন থেকে দূরে থাকব? আর কি এ কোলাহলে, এ বন্ধুত্বহলে ফিরে আসা হবে? এ খোলা মাঠ, স্কুল আঙ্গিনা, মসজিদ, বাজার কি নিয়মিত মুখরিত হবে আমাদের পদভারে? বিদায় বেলায় অনেক ছাত্র/ছাত্রী কেঁদে ফেলে স্যারদের পা ছুঁয়ে। না কাঁদলেও আমার অনুভূতি সেদিন কোন অংশে কম ছিল না।

আজ রাজধানী ঢাকার কলাবাগানে বসে যা লিখছি এসবই অতীত, হারানো দিনের স্মৃতি। যাত্রিক ঢাকায় বসেও সে স্মৃতি মনে পড়ে যায়। কিন্তু অতীত কোন দিনই ফিরে আসে না। স্মৃতি কখনোই মুছে না। যা হারিয়ে যায় তা-ই তখন মধুর হয়ে হৃদয়ে এক গভীর বেদনা জাগিয়ে দেয়। ফিরে পেতে ইচ্ছে করে হারানো দিনকে। বলতে গেলে ৩য় শ্রেণীর শেষদিক থেকে পড়ালেখায় আমার নেশা জেগে উঠে। কালীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় ভর্তি হই? বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় নাকি কালীপুর এজহারুল হক উচ্চ বিদ্যালয়। আমার গ্রাম চেচুরিয়া। সবদিক বিবেচনা করে যেদিন ৫ম শ্রেণীর ফলাফল প্রকাশিত হয় সেদিনই আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যাই বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারের রুমে। হেড স্যারের রুমের সামনে করিডোরে দাঁড়ালে, মনে আছে স্কুলের পরিচিত অগ্রজ ছাত্ররা অভিনন্দন জানায়। সালটি ছিল ১৯৮৪ ঈসাব্দী। সবার আগে ভর্তি হওয়ার কারণে আমার রোল নাম্বার হলো ০১।

ভর্তি হওয়ার পরপরই ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বই কিনে পড়ালেখা শুরু করে দিই। হাইস্কুল জীবনের প্রথম ক্লাস থেকে শুরু করে যতটুকু মনে পড়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর কোন ক্লাস মিস্ যায়নি। বিশেষ কারণে কয়েকটি ক্লাস ছাড়া পুরো স্কুল জীবনেই ছিলাম নিয়মিত। প্রতিদিনের হোমটাস্ক তৈরী করা সত্যিই ছিল গুরুদায়িত্ব। তারপরও স্কুল কামাই করা খুব খারাপ লাগত। আবার কোন কারণে সকাল সকাল স্কুল ছুটি হয়ে গেলে আনন্দের সীমা থাকত না। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে একটি বিষয় ছিল প্রথম দিকে বিব্রতকর। সংলগ্ন বৈলছড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যকার পোলারাইজেশন। যেমনটি দেখা যায় চট্টগ্রাম কলেজের কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের মধ্যে।

তবে বছরখানেকের মধ্যে সে সমস্যা মিটমাট হয়ে যায়। ক্লাস সিলেই পড়ালেখার প্রতিযোগিতা জমে উঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় সেটা বুঝা যায়। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ফলাফল প্রকাশের দিন টিনশেড বিল্ডিং-এ আমাদের ক্লাশ রুমেই সকল ছাত্র/ছাত্রী অপেক্ষায়। হেডস্যার জনাব শেখ মুশতাক আহমদ, স্কুল কমিটির সদস্য ডাঃ আওরঙ্গজেবসহ হাই স্কুলের স্যাররা আসলেন। হেড স্যার বললেন যার রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে সে সিট থেকে উঠে সালাম করে বের হয়ে যাবে। প্রথমে আমার নামটি ঘোষণা করা হলে আমি একদিকে খুব খুশী আবার অন্যদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্যারদের সালাম করে বের হয়ে যাই। এসময় স্যারদের অভিনন্দনসহ রেজাল্ট ঘোষণার পুরো আনন্দঘন পরিবেশ স্মৃতিপটে এখনো গঁথে আছে। উক্ত পরীক্ষায় আমার মার্কস ছিল ৮৪%-এর বেশী।

স্কুল জীবনের দীর্ঘ পাঁচটি বছর ছিল বহু ঘটনা দুর্ঘটনার সমষ্টি। তবে সর্বদা পড়ালেখাটা ছিল মুখ্য। প্রাইভেট পড়ার ধুম তখনো ছিল। মরহুম নুরুল আলম স্যার, নুরুল ইসলাম স্যার, গোলামুর রহমান স্যার, প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য স্যার, রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্যারের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাচে পড়েছি। কথিত ছিল গোলামুর রহমান স্যারের বিভিন্ন ক্লাসের সাধারণ গণিত বই মুখস্থ ছিল। বাণিজ্যিক গণিত ও বুককপিংও ওনার কাছে পড়েছি। মরহুম নুরুল আলম স্যার ছিলেন ইংরেজীতে কিংবদন্তী। অত্যন্ত সাদামাটা চলনবলন, পান খেতেন প্রচুর। তিনি আমাকে ইংরেজীর ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম, নতুন নতুন পদ্ধতিগুলোতে নিয়ে যেতেন। ইতিহাস পড়াতেন এমনভাবে যেন ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে তিনি স্বচক্ষে দেখছেন। স্যার শেষ জীবনে। আমরা তখন এস. এস. সি. পাশ করে ফেলেছি। তিনি বারবার খবর দিতেন, মনের বিভিন্ন কথা শেয়ার করতেন, খোঁজ খবর নিতেন, পরামর্শ দিতেন। যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন সেদিন স্যার খবর পাঠিয়েছিলেন, সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছিলাম। পরে পুরো সময় সঙ্গে ছিলাম, পাশে বসে কথা হয়েছে, শরবত পান করিয়েছি। একসময় স্যারের সব কথা, চাহনি বন্ধ হয়ে যায়। অল্পক্ষণ পরেই তিনি সকলকে শোকাহত করে চলে যান মহা প্রভুর দরবারে। এ মুহূর্তে রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

অনেক দূরদূরান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এ কিশোর বয়সে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে। এটি গ্রামবাংলার আবহমান কালের একটি চিত্র। বৃষ্টির দিনে অনেক সময় ভিজে, পিছলে আবার গুচ্ছ মৌসুমে প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে স্কুলে আসা যাওয়া এটি সকলের স্মৃতিতে নিশ্চয় ভেসে আসবে। কিন্তু শহুরে জীবন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রত্যেক অভিভাবক ছেলে বা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়, আবার নিয়ে যায়। কখনো নিজস্ব গাড়ীতে করে আবার কখনো ভাড়া গাড়ীতে। অনেক সময় মায়েরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে ছুটি না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের সামনে আঙ্গিনায়, ফুটপাথে বা অভিভাবকদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় অপেক্ষা করে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তাপ-দাহের সময় টিফিন ছুটিতে ক্ষীরা, শরবত, চিড়া বা আইসক্রিম ছিল অপরিহার্য আইটেম। দুপুরের বিরতিতে মসজিদে নামাজ পড়া ছিল এক প্রকার বাধ্যতামূলক, হয়তো এখনো আছে। বিরতির পরে নামাজের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হত। এটিও স্কুলের শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সকলের একসাথে নামাজ আদায়ের ট্রেনিং পবিত্রতা ও নৈতিকতার জন্য যেমন উদ্বুদ্ধ করে ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়ক। বিভিন্ন বই পড়া, পাঠ্য বইয়ের সহায়ক বইয়ের গভীরে যাওয়ার আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। যার কারণে জমির স্যারের ছাত্র সমবায় লাইব্রেরীর পেছনে বসে অনেক বই পড়ে ফেলতাম নিমিষে। পত্রিকা পড়া হতো অনিয়মিত। উপরের ক্লাসের বই পড়ে নোট সমৃদ্ধ করার আশ্রয় চেষ্টা করতাম। ভাল ফলাফল করার জন্য যেকোন ধরনের উপদেশ, দিক নির্দেশনা পেলে অনুসরণের চেষ্টা করতাম। শুধু আমাদের স্কুল



নয় থানার অন্যান্য ভাল স্কুল বা শহরের ভাল স্কুলের কৃতি ছাত্রদের খবরাখবর রাখার চেষ্টা করতাম এবং পড়ালেখার পদ্ধতি, অধিক নাম্বার পাওয়ার জন্য সেখানকার শিক্ষকদের পরামর্শগুলো জানার কৌতুহল ছিল। তবে এটি ক্ষতিরও কারণ হয়েছিল। একদিন বিটিভিতে মাধ্যমিক গণিতের একটি ক্লাস দেখলাম। ম্যাডামের বক্তব্য ছিল প্রতিটি অংকের রাফ করতে হবে এবং পরে রাফটি কেটে দিতে হবে। বড় যোগ, বিয়োগ, ভাগের রাফ দেখাতে হবে। এস. এস. সি পরীক্ষায় সে নিয়মে সব অংকের রাফ করতে গিয়ে ফুল আনছার (Full Answer) করা হয়নি। অনেক জানা অংক বাদ যাওয়ায় গণিতে লেটার পর্যন্ত উঠেনি।

স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে প্রকৃতি পুরোদমে চলতো। পুরো পাঠ্য বই থাকতো নখদর্পণে। এর কারণ নিয়মিত ক্লাস, হোম টাস্ক এবং পড়া আদায়। যে কারণে যে কোন প্রশ্ন যেভাবে আসুক না কেন সহজে উত্তর দেয়া সম্ভব হতো। পড়ালেখায় ভাল করার জন্য সহপাঠীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা বেশি সহায়ক ছিল। এজন্য আমি স্কুল জীবনের সহপাঠি তারিক, রানা, কনক, নাসরিন, রুনাহ অনেকের কাছে ঋণী। যাদের সাথে না পেলে হয়তো আমার স্কুলজীবন এত সমৃদ্ধ হতো না। মাঝে মাঝে ছোটখাট ভুল বুঝাবুঝির কারণে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ থাকতো, কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকতো প্রতিহিংসার বদলে পারস্পরিক শুভ কামনা ও আন্তরিকতা। পাঠ্য বইয়ের বাইরে বয়স্কাউট, বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে কমবেশী বিচরণ ছিল। অনেকদিন পর ১৯৮৭ কিংবা ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় স্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পুরো স্কুলকে চারটি হাউজে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হাউজের মধ্যে আমি ছিলাম শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাউজের পরিচালক। খেলাধুলায় পারদর্শী না হলেও চাকতি, বর্ষা, গোলক নিক্ষেপ এবং দৌড় ও লংজাম্পে সম্ভবত অংশগ্রহণ করেছিলাম। উক্ত প্রতিযোগিতা স্কুলজীবনকে করেছে আরো বর্ণাঢ্য যা এখনো চোখের সামনে ভাসছে। প্রতিবছর এস. এস. সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায়, শহীদ দিবস এবং খান বাহাদুর সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান হতো। স্কুলের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আলোচনাসহ অংশগ্রহণ করেছি। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থাকতে ভোরে উঠে ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস পালনের ঘটনা খুব আবেগ সৃষ্টি করেছিল। কারণ এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম শহীদ দিবস পালন। ক্লাস নাইনে উঠে নবগঠিত বয়স্কাউটে সক্রিয় হই। পরের বছর চট্টগ্রাম শহরস্থ রেলওয়ে পলোগ্রাউন্ড ময়দানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় “স্কাউট জাম্বুরী”-৮৮ তে স্কুলটিমের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। ক্যাম্প স্থাপন করে রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ নিজেদের করার মধ্যে আলাদা আমেজ ছিল। সে জাম্বুরীতে আমাদের স্কুল আশাতীত সফলতা অর্জন করেছিল। মনে পড়ে উপজেলা পর্যায়ে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য স্কুলে মেমোরি টেস্টের বাছাইয়ে প্রথম হয়েছিলাম। পরে অবশ্য উপজেলা পর্যায়ে মেমোরি টেস্ট হয়নি। স্কুলজীবন থেকে আমি একটি বিষয়ে সবসময় সজাগ থাকতাম যা আজো আমাকে আনন্দ দেয়। সেটি হল যেসব কাজ বা বিষয়কে সচরাচর শিক্ষক, মুরুব্বীরা বা সমাজ খারাপ দৃষ্টিতে দেখত সেসব পরিহার করে চলা। আদর্শ ছাত্র হওয়ার এক পবিত্র আকাংখা যেন সবসময় কাজ করত।

ক্লাস নাইন থেকে আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল এস. এস. সি-তে সাইন্সের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের সমান নাম্বার তোলা। বিভিন্ন বছরে কুমিল্লা বোর্ডে যারা স্ট্যান্ড করেছে তাদের নাম্বারের সাথে অংক করে দেখতাম ঐ পরিমাণ নাম্বার তোলা যায় কিনা। হিসেব করে যতবার দেখেছি কোনবারই অসম্ভব মনে হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ে নোট তৈরী, পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে দশটি সাবজেক্টে

পাওয়া সম্ভব এমন কাংখিত নম্বরসমূহ যোগ করে হিসেব করতাম। আমার সংকল্পে কখনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু যতটুকু মনে পড়ে এ বিষয়ে কাউকেই বলতাম না। কারণ অনেকের কাছে এটি হাস্য্যাপ্ৰদ ঠেকেতে পারে। একদিন ক্লাস টেন-এ বাংলা ক্লাস নেওয়ার জন্য যতীন্দ্র বাবু স্যার আসলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ আবেগভরা গলায় স্যার বললেন- “আমার শিক্ষকতা জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এ মুহূর্তে তোমাদের কাছে আমার একটিই প্রত্যাশা। তোমাদের মধ্য হতে একটি ছেলেও যদি স্ট্যান্ড করে, পত্রিকায় ছবি আসে তাহলে মৃত্যুর পরেও আমার আত্মা শান্তি পাবে।” স্যারের সেদিনের কথাগুলো আমি খুব যত্ন করে শুনেছি এবং মনে রেখেছিলাম। এরপর আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আবারো সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। একদিন দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার খাতা দিয়ে স্যার আমাকে ডেকে বলছেন-তোমার এ খাতা আমি বাড়ীতে আমার মেয়েসহ সবাইকে দেখিয়েছি, পড়িয়েছি। ফাইনালেও এরকম লেখার চেষ্টা কর। স্যারের উৎসাহে আমি বারবার উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমার এস. এস. সি. ফলাফলের পর সকলে খুশী হয়েছে কিন্তু মনে হয়েছিল সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন যতীন্দ্র বাবু স্যার। রেজাল্টের পরদিন স্কুলে আসলে তিনি স্নেহভরে আমার কপালে চুমু খেলেন। বাড়ীতে দাওয়াত করে মিষ্টিমুখ করালেন, অভিনন্দন জানালেন। এটিই আমার স্কুল জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতি। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর কথা এখনো মনে পড়ে। ‘গোল্ডেন জুবিলী উদযাপন পরিষদ’কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এসব কথা অনেকদিন পরে হলেও সবার সামনে পেশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

বিটিভির ৮টার সংবাদের সামনে বসে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ এস. এস. সি. পরীক্ষার রেজাল্ট। রেজাল্ট হবে আমাদের জানা ছিল না, তাই প্রতুতিও ছিল না। সংবাদে আমার নাম, স্কুলের নাম এবং কুমিল্লা বোর্ডের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার খবর শুনে অবাক হলেও অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। প্রথমে আব্বাকে জানালাম। বিভিন্নভাবে অনেকে জানল। রাত ১০টার সংবাদে সবাই কনফার্ম হলো। গোলামুর রহমান স্যার আনন্দের আতিশয্যে হারিকেন নিয়ে রাতে বের হলে মাঝ রাস্তায় হারিকেন নিভে পড়লেন বেকায়দায়। এ লেখা যখন লিখছি তার কিছুদিন আগে জানা হল এ ঘটনা। এরপর ঢাকার ওসমানি মিলনায়তনে মোশতাক স্যার এবং আব্বাসহ President Award গ্রহণ, স্কুল মাঠে স্কুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র জাভাহরুল ইসলাম চৌধুরীর উপস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক-এলাকাবাসির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা সত্যিই আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী। হয়ত গ্রামের স্কুল থেকে এ ফলাফলের জন্য এত অভিনন্দন, আনন্দ আর উপহার। আর তাই চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষেও বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় আমার সবচেয়ে প্রিয় বিদ্যাপীঠ, পবিত্র তীর্থস্থান। অধর বাবু স্যার, দুলাল বাবু স্যার, খোরশেদ স্যারসহ অনেকের নাম আজ স্মরণে আসছে যাদের কথা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। আজ স্কুলের ৫০ বছর পূর্তির এ গৌরবোজ্জ্বল দিনে এ লেখার মাধ্যমে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সহপাঠি, এ স্কুলের অগ্রজ-অনুজ সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

“দূর হতে দেখ যদি চাহি  
পারিবে কি চিনিতে আমায়?  
হে বন্ধু! বিদায়।”



## Bailchari Nazmunnesa High School is a store house of knowledge

Firoz Ahmad, M. A. B. Ed  
Senior teacher of the above school

I begin by the name of Allah who is very kind-hearted and at first He encourages the people to acquire knowledge. Peace be upon the Holy prophet Muhammad (sm) who come of in Arabia with the message of peace and universal light of truth for humanity. Now I want to discuss about the definition of knowledge. Knowledge means familiarity gained by experience/understanding/learning/practical skill/ information/ all that is or may be known.

Mind remains free from superstition due to read knowledge. Allah says, "You are the best nation created for mankind to order for good thing and to prevent others from doing bad things." The Holy prophet Muhammad (sm) says, "To seek knowledge is obligatory on every muslim man and woman."

"Acquire knowledge even to go to China, if necessary, in its pursuit." "The ink of the scholar is holier than the blood of the martyr." "He who travels in search of knowledge, to him God shows the way of paradise." "And it was he who encouraged; acquire knowledge because he who acquires it in the way of Allah performs an act of duty; who speaks of it, praises the Lord; who seeks it adores him, who dispenses instruction in it, bestows alms; and who imparts it to the deserving ones, performs an act of devotion to God."

In addition to perception, which is the most obvious source of knowledge, the Quran and Hadis mentioned three other sources of knowledge, (Aql, Naql, Kashf) In the teaching of the Quran we find that people are advised to explain some facts with reason, some with tradition and some with intuition. They were in the tissue of Muhammad's brain and they have been in his church since he died. Now one would be most prominent, now another, according to the thinker of the time, but all were present to some degree.

Islam provides man with a complete code of life. He must not sit idle and depend upon the mercy of Allah. He must work and serve humanity. Service to man is service to God. Bailchari Nazmunnesa High School has been serving the society for 50 years. The founder of this school was very pious. The founder Khan Bahadur Badi Ahmad Chowdury built this school to remove illiteracy from the society and today, his aim becomes fruitful.



## Why I love to be a teacher

Anil Kanti Dhar

Senior Asstt. Teacher

Bailchhari Nazmunnesa High School

"Guess, why I am a teacher?" - Once I asked my son. "Why, you were worth nothing else," came his prompt and ruthless reply. I often wonder if it was true. Given a choice, I might have opted for something else that enjoys better pay and social esteem. On reflection, however, I feel that this is the only one I might love at the end.

The teacher, they say, has no reason to complain. He is handsomely paid and looked after well in the society. He is, the essay books say, the spine of the society. We pat ourselves on our backs saying that we are the builders of the nation (architect or mason?).

Tall words, they are. Seventeen years into teaching. I am, to put it mildly, immune to this refrain.

Yet I love, fiercely love to be a teacher. I wonder why.

The answer lies, I guess, in my students. Once, I get into the class, I feel I am in a world that is waiting for me to be shaped. You can not deny the teacher the joy of being an artist. The students learn and unlearn, remember and forget, laugh at your jokes and yawn at your drawl. At the end of the day they grow up into biggies. You are proud to feel that you have been a part of each of them.

This is not to say that everything is fine. Yes, there is the spectre of unfeeling students who would bleed your heart to death. There are snipers from very close ones in the school, from those very people who are supposed to uphold the dignity of the teacher.

The disappointment of seeing your hard labour coming to nought as your student performs miserably.

Yet, as I said, I love, fiercely love to be a teacher.







## WHAT IS LIFE

Mst. Hamia Ferdoushi (Ex. Student)  
Assistant teacher, Bailchari Primary School

Life is but a dream  
Waiting to be dreamt by a living soul,  
Or rather it may seem a story  
Still life to be told.  
Some say---life is like the wind  
As it blows through the eerie night.  
I float among my thoughts and think,  
"Isn't life but a ship?"  
Sailing on the ocean blue.  
One knows not what life holds in store,  
Is it a challenge? Is it a game?  
Is it a melody on the dance floor?  
Is it the sharp edge of a knife?  
Time and time again lasts myself  
What is life?

## জীবন এগিয়ে চলে

স্মৃতি রেখা ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
(প্রাক্তন ছাত্রী)

এখনো সময় আছে, ধরো হাত  
ঝড় থেমে গেছে হৃদয় উদ্বেল  
জীবন সংশয়পূর্ণ নব ধারাপাত  
শান্ত সূর্য তেজ এখন সহজ বিকেল।  
পৃথিবীর বয়স বেড়ে বুড়ো হবে নাকি?  
বৃথা আশা শূন্য সকলি যে ফাঁকি-  
তবু যদি হিসেবের খাতা হয় গরমিল  
বন্ধ কপাট খোল, খুলে দাও খিল।  
হাসা-কাঁদা নিয়ে জীবনের যত প্রসন্নতা  
সমতলে এসে নদী শান্ত নীরবতা-  
ভাবিনি জীবন রিক্ত তপ্ত মরুভূমি-  
কুরুক্ষেত্র প্রান্তর মাঝে আমি আর তুমি।  
নগর ভরেছে শবে হানা শকুন শেয়াল  
মানবের ধর্ম নিয়ে চলে উন্মত্ত খেয়াল  
দরিদ্র মানবের ধর্ম নিয়ে বিবেচনা চলে?  
জীবন এগিয়ে চলে, ইতিহাস বলে।



## অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা যা লিখল

### নীলাভ্রের অসীমতা

জান্নাতুন নাঈম  
দশম শ্রেণী  
বিজ্ঞান বিভাগ

ওহে, আকাশ  
কোথা হতে পেলো তুমি  
তোমার এই মোহনীয় রূপ?  
এই ধূলিময় পৃথিবীকে স্বীয়  
বক্ষে তুমি করেছ ধারণ,  
বৃষ্টির বারিধারা রূপে কর তুমি  
তোমার-ঐ কালিমা মোচন।  
কখনো প্রখর, কখনো স্নিগ্ধ রৌদ্র  
দিয়ে ধরণীকে কর আলোকিত।  
কখনো আবার হাজার তারার ঝিলমিল  
নিয়ে নিঝুম রজনীকে কর সুশোভিত।  
ছাউনি হয়ে রেখেছ তুমি  
এই বিরাট বিশ্বালয়,  
অপূর্ব তোমার সে মহিমা  
অপরূপ সেই নীলিমা নিলয়।  
কখনো তোমার বুক ধ্বনিত হয়  
বীর সৈনিক মেঘের গর্জন,  
বৃষ্টির তলোয়ার হাতে ধরণীপৃষ্ঠে  
অবিরাম জলরাশি কর বর্ষণ।  
নির্জন, আঁধার শর্বরীতে তোমার  
কাননে ফোটে অজস্র তারার ফুল  
এপারে বসুমতি, ওপারে শশী দিবাকর,  
ওহে তটিনী, ছায়ালোক কোথায় তোমার শেষ কূল?  
কর্মে, রূপে তুমি অপরাজিতা।

### সভ্য সমাজ

আমাতুল আরেফীন  
দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ

এই পৃথিবী মরীচিকা  
মিথ্যে মায়ায় ভরা,  
সত্য সে যে বিলুপ্ত আজ  
ন্যায়ের ভীষণ খরা।  
অত্যাচারীর জয়ধ্বনিতে  
আতংক সবদিকে,  
সভ্য যুগের মানুষ এটা  
দিচ্ছে পৃথিবীকে।  
প্রতিবাদে কঠোর হওয়া  
মোটাই ভাল নয়;  
সব দেখে যে চুপ করে রয়  
নম্র তারে কয়।  
সাহস নিয়ে ছেলে যখন  
ন্যায়ের পথে চলে;  
সমাজ তখন চিন্তিত খুব  
ধ্বংস হলো বলে।  
হোক না যত ছাত্র ভাল  
কিংবা শান্ত বেশ  
মানতে হবে আজগুবি এই  
মডার্ন পরিবেশ।  
এই যদি হয় সভ্য সমাজ  
কি দিয়ে হবে গণ্য  
এর চেয়ে তো ঢের ভাল ঐ  
বনের সাধারণ্য।





## জননী

শামশাদ বেগম

৯ম শ্রেণী

খান বাহাদুর সাহেবের ঘরগী  
নজমুন্নেছা মোদের জননী।  
তুমিত আজীবন জীবিত, মরেও মরনি।  
তোমার নিকেতনে দেশবাসী হয়েছে অনেক শিক্ষিত,  
শিক্ষিত সমাজে তাই তুমি আজীবন গর্বিত।  
তুমি ছিলে অনেক মহান, জ্ঞানী, গুণী।  
তাই আমরা সবাই তোমার কাছে ঋণী।  
বিগত ৫০ বছরে পেয়েছি অনেক মহারথি,  
তাদের তুলনায় তুমি ছিলে অনেক গুণবতী।  
ঋণের ভারে জর্জরিত মোরা খুশীতে আজ উৎফুল্ল।  
রবীন্দ্র আর নজরুলের মত তোমার ছেলে,  
হাজী আহমদুল ইসলামের নেই কোন তুল্য।  
অনেক শক্ত হাতে ধরেছেন তিনি বিদ্যালয়ের হাল,  
তাহার কর্ম ও ত্যাগ, আমাদের শিক্ষণীয় হবে চিরকাল।

## Freedom

Jannatul Ferdous

Class IX

Freedom doesn't come  
Like a bird on the wing,  
Doesn't come down  
Like a Summer rain.  
Freedom is a hard won thing,  
You got it to work for it;  
Fight for it, day and night for it.  
Pass it to your children, mother,  
Pass it on to your children, brother  
And every generation got to win it again.

## প্রিয় নজমুন্নেছা

নাহরিন আকতার

নবম শ্রেণী

কত কষ্ট কত সাধনায়  
জন্ম নিয়েছিলে  
তুমি নজমুন্নেছা,  
তাইতো তোমার নাম দিয়েছি  
প্রিয় নজমুন্নেছা।  
তোমার পরশে জেগে উঠেছে  
লক্ষ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর  
বিদ্যা শিক্ষার স্থান,  
ধন্য তুমি পূর্ণ তুমি  
সবার মাঝে মান্য তুমি  
পেয়েছি আমি তোমার মাঝেই  
জ্ঞানের সন্ধান।  
প্রিয় নজমুন্নেছা  
তুমি চির অম্লান  
তোমার মাঝেই পেয়েছি মোরা  
বিদ্যা শিক্ষার স্থান।  
নজমুন্নেছায় পড়ে  
সংগ্রাম করার  
বুকে সাহস পাব,  
জ্ঞানের আলো  
জ্বালিয়ে দেয়ার  
শপথ করি তব।  
নজমুন্নেছা চলো  
জ্ঞানের মশাল নিয়ে  
জ্ঞানের আলো সবার মাঝে  
দাও গো বিলিয়ে।

## মায়ের স্বপ্ন

সানজীদা ইসলাম

৭ম শ্রেণী

মাগো, তুমি আমায় নিয়ে  
এই তো শুধু ভাব,  
লেখাপড়া শিখে আমি  
মানুষ কবে হব।  
আমার তরে তোমার বুকে  
কত ভালবাসা,  
অনেক বড় জ্ঞানী হব  
এইতো তোমার আশা।  
মাগো, তুমি দোয়া কর  
এই মিনতি করি,  
যেন তোমার স্বপ্ন আমি  
সফল করতে পারি।  
আশা তোমার পুরবে মাগো,  
আর কিছুকাল পরে,  
তোমার মেয়ে সফল হয়ে  
ফিরবে আপন ঘরে।

## জোড়া তালি

রাজীব সিকদার

৭ম শ্রেণী

সংসার সমুদ্রে  
যত কিছু ঢালি  
সব কিছু হয়ে যায়  
নিমেষেই খালি।  
ঝামেলার পর্বত  
মস্তকে নিয়ে  
সমানে এগুতে চাই  
হামাগুড়ি দিয়ে।  
এভাবে চলতে গিয়ে  
হাঁফিয়ে উঠি

কখনও হারিয়ে গিয়ে  
বিপথে ছুটি।  
রাত দিনে খেটে-খুটে  
দেহ করি পানি  
তারপরও সংসারে  
বড় টানাটানি।  
কখনও বা দিতে হয়  
গিট জোড়া তালি  
এ সাগরে যত ঢালি  
তত হয় খালি।

## চড়ুই পাখির বিয়ে

ইছফাৎ মুনছেফা বেগম

৯ম শ্রেণী

তালতলাতে বাজনা বাজে  
চড়ুই পাখির বিয়ে,  
টিয়ে রঙের শাড়ী পরে  
এল মামা টিয়ে।  
এইতো এল হলুদ পাখি,  
হলুদ রঙের সাজে,  
টুনটুনি খুব মান করেছে  
ফিঙ্গে গেছে কাজে।  
কুটুম পাখি এল অনেক  
গাছের তলাতে,  
গান ধরেছে বউ কথা কও  
মধুর গলাতে।  
বর এসেছে রব উঠেছে  
চতুর দোলেরে,  
বরের সাথে বধু যাবে  
পালকি চড়ে।

## গ্রাম

মুহাম্মদ তারেক

এস, এস, সি পরীক্ষার্থী

বর্ণমালার বর্ণ দিয়ে  
লিখেছি এক নাম,  
সবুজ শ্যামল গাছে ভরা  
এই আমাদের গ্রাম।  
এতে আছে কাঁঠাল লিচু  
পেয়ারা আর আম,  
জৈষ্ঠ মাসে আরো আছে  
রাশি রাশি জাম।  
নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে,  
নানা রকম গাছ,  
পুকুরেতে খেলে বেড়ায়  
হরেক রকম মাছ।  
দিনের বেলায় মাঠের ধারে  
রাখাল বাজায় বাঁশি,  
রাত্রি বেলা ঝিলিক মারে  
চাঁদ মামারই হাসি।





## মশা

শারমিন ছোবহান (বিপাশা)  
৮ম শ্রেণী (খ)

মশা বলে আয়রে,  
মশারির বাইরে,  
সোনামণি খোকা তোরে  
দুটো চুমু খাইরে।  
কী দারুন গালরে  
করে দেব লালরে।  
আয় সোনা খোকাবাবু  
পড়ি তোর পায়রে।  
মশারিটা সরিয়ে  
আয় খোকা গড়িয়ে,  
আয় সোনা খোকা মণি  
আমি তোর ভাইরে।

## পরীক্ষা

আকলিমা গিয়াস (আঁখি)  
৮ম শ্রেণী

সকাল, বিকাল করি খেলা  
যায় নাতো বেলা,  
ঘুমিয়ে থাকি রাতের বেলা।  
হয় না বিদ্যা শিক্ষা।  
সামনে আমার পরীক্ষা।

## নানার কাণ্ড

কাঞ্চন রানী দে  
১০ম শ্রেণী

ঘোড়া কিনতে গিয়ে নানা  
আনলো কিনে গাধা,  
সেই গাধাটা দেখে নানীর  
লাগলো চোখে ধাঁধা।  
ঘোড়া কোথায়, এনেছ কিনে  
আনলে কিনে গাধা,  
এই বলে সে করলো গুরু  
গ্রাম মাতিয়ে কাঁদা।  
নানা তখন বললো তাকে  
কাঁদছো কেনো মিছে;  
অমন করে কাঁদলে পরে  
হাসবে সবাই পিছে।  
আসল ব্যাপার দিনে আমি  
কম দেখি যে চোখে,  
তাইতো আমায় হাট বাজারে  
ঠকাচ্ছে রোজ লোকে।



## কৌতুক

### দুই বন্ধুর আলাপ

রকিবুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী

১ম বন্ধুঃ আমার দাদার একটা ঘড়ি পুকুরে পড়ে গিয়েছিল।  
৩০ বছর পর ঐ ঘড়িটি পাওয়া যায়। তখনো কিন্তু ঘড়িটি চলছে।  
২য় বন্ধুঃ আরে, এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমার এক নানা  
কূপে পড়ে গিয়েছিল। ৪০ বছর পর তাকে জীবিত অবস্থায়  
পাওয়া যায়।

১ম বন্ধুঃ আশ্চর্যের বিষয়! তিনি সেখানে কি করছিলেন?

২য় বন্ধুঃ তোমার দাদার ঘড়িটি মেরামত করছিলেন?

### জন্মাতুল পাওয়া

৭ম শ্রেণী

এক লোকের বেড়ার ঘর কেটে চোর তার সব জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তখন  
মালিক টেলিফোন করল পুলিশের কাছে। তারপর পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা  
করল, What is problem?

ঘরের মালিক বলল,

“কাটিং দা বাঁশের বেড়া ঢুকিংদা চোর।

টেকিং দা জিনিস পত্র,

Going by door.

আবার পুলিশ মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, “What is বাঁশের বেড়া?  
মালিকঃ It is a খাড়া খাড়া পেরাকমারা।



## একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যাশা

আমাতুল আরেফিন

১০ম শ্রেণী

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ধাবমান পৃথিবী পা রেখেছে একবিংশ শতাব্দীর সোপানে। নস্বর এ পৃথিবীতে কিছুই থাকে না। কালস্রোতে সবই ভেসে যায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর যুগ পেরিয়ে শতাব্দী যায়।

এভাবে দেখতে দেখতে অতীত হয় সহস্রাব্দ। আমাদের চোখের সামনেই মহাকালের মহাস্রোতে শতাব্দীর কফিন ভেসে যায়। অন্ত গেল শতকের শেষ সূর্য। আবার অনন্ত সম্ভাবনাময় একুশ শতকের সূর্য চুমে দিল পৃথিবীকে। বিশ্বময় নতুন শতকের আবাহনী উৎসবের দুন্দুভি বেজে উঠল। উত্থান-পতন, দন্দু-সংঘাত, সমৃদ্ধি-দারিদ্র্য আশা-নিরাশার যুগ আবর্তে বিশ শতকের বিদায় হল। তবুওত সময়ের দাগ নিয়ে মানুষের কাছে কিছু কিছু কীর্তি রয়ে যায়। অবিস্মরণীয় কিছু ঘটনার ছায়া ও মূর্তি জাগরুক থাকে। থাকে নিয়তির মত অতীত ও বাস্তবের মধ্যে শিথু উঁচিয়ে ইতিহাসের তর্জনী। সফলতা-বিফলতার চুলচেরা বিশ্লেষণ নয়, অনন্ত প্রত্যাশায় স্বাগত তাই মহান একুশ শতক।

সময় যেমন থেমে থাকে না ঘটনাপ্রবাহ তেমনি এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না। সময়ের পালাক্রমেই সৃষ্টি হবে নতুন সমস্যা, আর তা উত্তরণের জন্য চলবে মানুষের প্রচেষ্টা। তবে সকল কিছুর উর্ধ্বেই এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের যোগ্য করতে আগামী প্রজন্মের জন্য সুখপ্রদ করার নিমিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, ক্রোধ পরিহার করে পৃথিবীর সর্বত্রই জ্বালাতে হবে অনিবার্ণ শিখা। মনে রাখতে হবে নতুন শতকে আর যেন কোন হিটলার, মুসোলিনী কিংবা আইকম্যানের মতো উগ্রপন্থীর দ্বারা মানবতা কলুষিত না হয়। নতুন করে এই শতকে জন্ম নিক মাদার তেরেসা, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলার মতো মানবদরদী ব্যক্তি। সমাজে যারা বিষবাপ্প ছড়ায়, হিরোইন, কোকেন যারা তুলে দেয় যুবসমাজের হাতে, যারা আর্থিক প্রলোভনে কলঙ্কিত করে মনুষ্যত্বকে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে নতুন শতকের প্রধান প্রত্যাশা। সব প্রত্যাশা সব সময় পূরণ হয় না। তবু নতুন শতকের শেষ প্রত্যাশা মানুষ ভালবেসে দাঁড়াবে মানুষের পাশে। মানুষের অসহায়ত্বে মানুষই হবে মানুষের সহায়, মানুষের সততায় উদ্ভাসিত হবে মানুষ। মানুষ প্রকৃত অর্থেই পাবে মানুষের অধিকার। প্রত্যাশা এটাই- নতুন সহস্রাব্দে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে হবে না কোথাও, কোথাও থাকবে না কোন সন্ত্রাস। বিশ্ব হবে মায়ের কোলের মতই নিরাপদ। কে না জানে ভালবাসার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র কখনো তৈরি হবে না পৃথিবীতে। আমি চাই ভালবাসার প্রখর শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিটি মানুষ নিজের দেশকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করুক। পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করুক এবং মানবতার জয় নিশ্চিত করুক।



বিএন হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গোন্ডেন জুবিলীর প্রবৃত্তি সত্তা

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সমাবেশ ১ জুন

বৈলুঙ্গী নজমুনুস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সমাবেশ

বিএন হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সমাবেশ

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সমাবেশ ১ জুন



## বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলীকে সার্থক করতে বিভিন্ন উপ-পরিষদ

### (ক) সমন্বয় ও মনিটর উপ-পরিষদঃ

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ১। বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী         | আহ্বায়ক   |
| ২। মাষ্টার মোস্তফিজুর রহমান      | সদস্য-সচিব |
| ৩। মাষ্টার আজিম উদ্দৌল্লা চৌধুরী | সদস্য      |
| ৪। আবু ছালেহ চৌধুরী              | সদস্য      |
| ৫। মাষ্টার মাহফুজ আলী            | সদস্য      |

### (খ) স্মরণিকা সম্পাদনা উপ-পরিষদঃ

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ১। মাষ্টার মোস্তফিজুর রহমান | আহ্বায়ক   |
| ২। মাষ্টার হিমাংশু বিমল ধর  | সদস্য-সচিব |
| ৩। মাষ্টার দুলাল কান্তি পাল | সদস্য      |
| ৪। মাষ্টার ফিরোজ আহমদ       | সদস্য      |
| ৫। মাষ্টার মেরী বিশ্বাস     | সদস্য      |

### (গ) ঢাকা মহানগর অর্থ উপ-পরিষদঃ

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| ১। মফজল আহমদ             | আহ্বায়ক   |
| ২। মোরশেদ আলী            | সদস্য-সচিব |
| ৩। খোরশেদুল আলম চৌধুরী   | সদস্য      |
| ৪। মাহফুজ আলী চৌধুরী     | সদস্য      |
| ৫। হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী | সদস্য      |

### (ঘ) চট্টগ্রাম মহানগর অর্থ উপ-পরিষদঃ

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ১। আলহাজ্ব শাহাব উদ্দীন আহমদ চৌধুরী | আহ্বায়ক   |
| ২। দুলাল চন্দ্র দে                  | সদস্য-সচিব |
| ৩। বিশ্বজিৎ কর                      | সদস্য      |
| ৪। আতাউর রহমান চৌধুরী               | সদস্য      |
| ৫। মোহাম্মদ সেলিম                   | সদস্য      |

### (ঙ) বাঁশখালী অর্থ উপপরিষদঃ

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ১। মাষ্টার আজিম উদ্দৌল্লা চৌধুরী | আহ্বায়ক   |
| ২। এমদাদ হোছাইন চৌধুরী           | সদস্য-সচিব |
| ৩। আবু ছালেহ চৌধুরী              | সদস্য      |
| ৪। ছৈয়দুল আলম                   | সদস্য      |
| ৫। বিধান ভট্টাচার্য              | সদস্য      |

### (চ) বিদ্যালয় সাজসজ্জা, বৈদ্যুতিক ও মাইকিং উপ-পরিষদঃ

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| ১। এস, এম মাহাবুবুল ইসলাম চৌধুরী (টুকু) | আহ্বায়ক   |
| ২। গিয়াস উদ্দীন আহমদ চৌধুরী            | সদস্য-সচিব |
| ৩। আবু ছালেহ চৌধুরী                     | সদস্য      |
| ৪। মাষ্টার মোহাম্মদ খালেদ               | সদস্য      |
| ৫। মাষ্টার আহমদুর রহমান                 | সদস্য      |

### (ছ) চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় উপ-পরিষদ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ১। সুধীর রঞ্জন চৌধুরী              | আহ্বায়ক   |
| ২। শাহাব উদ্দীন আহমদ চৌধুরী        | সদস্য-সচিব |
| ৩। এডভোকেট প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য | সদস্য      |

### ৪। আবু জাফর চৌধুরী

সদস্য

### ৫। বদরে আলম দিদার

সদস্য

### ৬। আবু ছৈয়দ

সদস্য

### ৭। এয়ার মোহাম্মদ

সদস্য

### ৮। মাষ্টার নূর আহমদ

সদস্য

### ৯। শফিউল আজম ইরফান

সদস্য

### (জ) উপজেলা সমন্বয় উপ-পরিষদঃ

১। রাশেদ উদ্দিন চৌধুরী

আহ্বায়ক

২। মাষ্টার ফিরোজ আহমদ

সদস্য-সচিব

৩। সৈয়দ আবুল কাসেম

সদস্য

৪। মোজাফফর আহমদ

সদস্য

৫। মাষ্টার আবদুর রহিম ছানুভী

সদস্য

### (ঝ) ক্রীড়া উপ-পরিষদঃ

১। মাষ্টার আজিম উদ্দৌল্লা চৌধুরী

আহ্বায়ক

২। মাষ্টার আমিরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী

সদস্য-সচিব

৩। মাষ্টার বিধান ভট্টাচার্য

সদস্য

৪। মাষ্টার প্রণব দেবদাস

সদস্য

৫। মাষ্টার মোহাম্মদ মুসা

সদস্য

### (ঞ) সাংস্কৃতিক উপ-পরিষদঃ

১। মাষ্টার আজিম উদ্দৌল্লা চৌধুরী

আহ্বায়ক

২। মাষ্টার বিধান ভট্টাচার্য

সদস্য-সচিব

৩। মাষ্টার সম্পা দাশ

সদস্য

৪। মাষ্টার মেরী বিশ্বাস

সদস্য

৫। মাষ্টার মনোরঞ্জন দাশ

সদস্য

৬। মাষ্টার উম্মে কুলসুম

সদস্য

### (ট) অভিযন্তা উপ-পরিষদ

১। মোহাং আবু জাফর চৌধুরী

আহ্বায়ক

২। শাহাব উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

সদস্য-সচিব

৩। মাষ্টার আবদুর রহিম ছানুভী

সদস্য

৪। হাসান মনছুর

সদস্য

### (ঠ) আপ্যায়ন উপ-পরিষদঃ

১। বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী

আহ্বায়ক

২। জিয়াউল ইসলাম (মুরাদ)

সদস্য-সচিব

৩। গিয়াস উদ্দীন আহমদ চৌধুরী

সদস্য

৪। মাষ্টার মোহাম্মদ খালেদ

সদস্য

৫। মাষ্টার অনিল কান্তি ধর

সদস্য

৬। মৌলানা আহমদ হোসেন

সদস্য

৭। মৌলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সদস্য

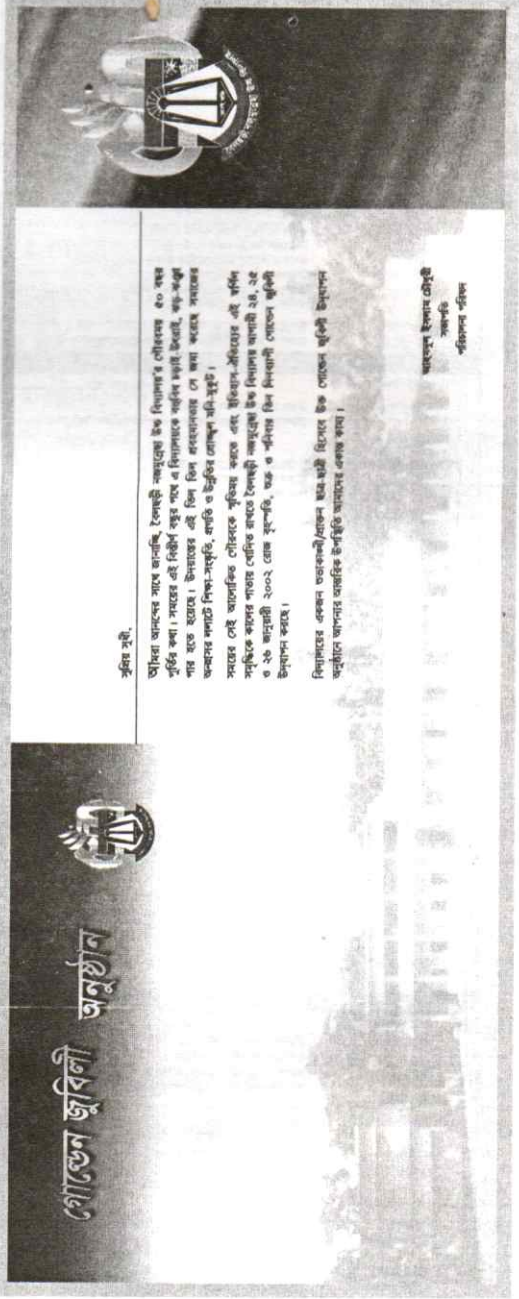
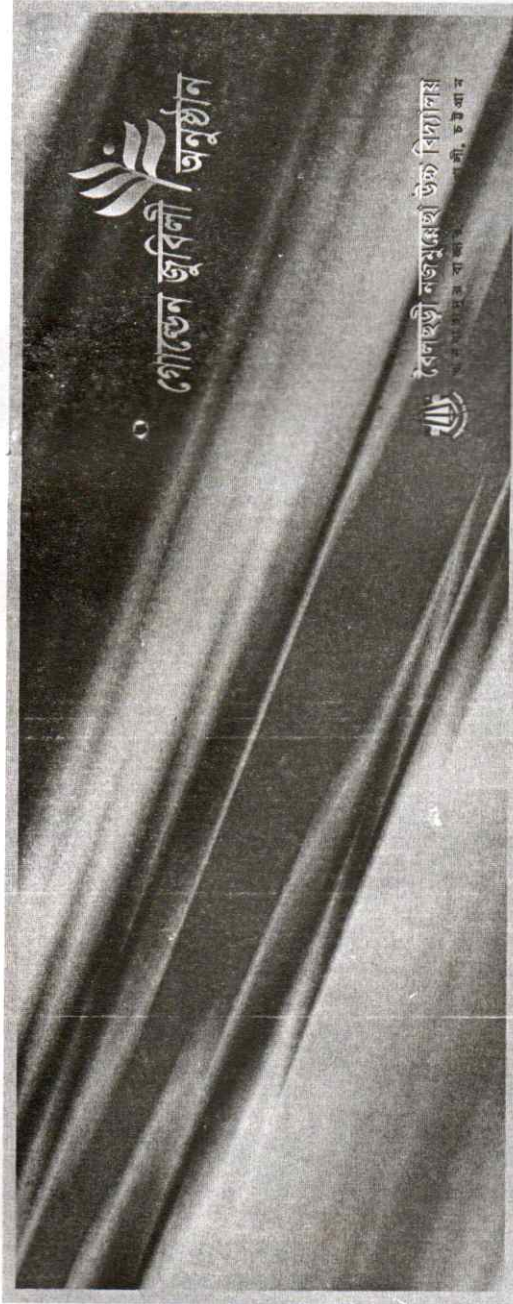
৮। আবু জাফর

সদস্য

৯। আমিরুজ্জামান

সদস্য

## গোল্ডেন জুবিলী (৫০ বছর পূর্তি) উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রণ পত্রের নমুনা চিত্র



কর্মের সুখী

আমরা আপনাদের সাথে জড়িয়ে, চৈতন্যী আমন্ত্রণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তির জন্য। সমস্তের এই বিশিষ্ট সূর্য অর্থে এ বিদ্যালয়ে অর্ধশতাব্দী উন্নয়ন, অর্থ-অর্থ পর হতে হয়েছে। উন্নয়নের এই দিন ছিল প্রবলভাবে সে জন্য অর্থে সমস্তের অবসর ধরাটে শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির প্রাথমিক সূচী মুহূর্ত।

সমস্তের সেই আনন্দের সৌভাগ্যে সূচনায় অর্থে এবং উন্নয়ন-সীমার এই সূচনায় সূচনায় অর্থে নগর বৈদ্যুতিক নজরদারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী ২০০২ তারিখ দুই-সুপারি, ডাক ও পরিবহন ছিল বিদ্যালয়ী সোভেন অর্থনীতি উপস্থাপন করছে।

বিদ্যালয়ের একজন সভাপতি/সভাপতি ছাত্র ছাত্রী হিসেবে উচ্চ সোভেন অর্থনীতি উপস্থাপন অনুষ্ঠানে আপনার অর্থনৈতিক উপস্থিতি আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমন্ত্রণ উপস্থাপন সৌম্য  
সম্পর্কিত  
পরিচালনা পরিষদ





# গোল্ডেন জুবিলী (৫০ বছর পূর্তি) উৎসব উপলক্ষে প্রচারিত অনুষ্ঠান সূচী'র নমুনা চিত্র

| প্রথম দিনস ২৪/০১/২০০২ বৃহস্পতিবার |                                                                                                                                                                                                                                             | ২য় দিনস ২৫/০১/০২ - শুক্রবার               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| হাঙ্গী -                          | সকাল ৯টা                                                                                                                                                                                                                                    | প্রাক্তন হাঙ্গী/হাঙ্গীসের মিলন বেলা (আড়া) | সকাল ১০টা                                                                                                                                                                                                                                                               |
| উদ্বোধন করবেন -                   | জনাব আলহাজ্ব আনোয়ারুল আকীম (হোসা)<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ                                                                                                                                                   | সভাপতি -                                   | বাবু সুদীপ বসন্ত চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী, ব্যাবসায়িক, প্রাক্তন হাঙ্গী/হাঙ্গী পরিদ                                                                                                                                                           |
| হাঙ্গী সমাপনী বক্তব্য রাখবেন -    | জনাব নাজের উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও চেয়ারম্যান, বৈলুঙ্গী ইউনিয়ন পরিদ                                                                                                                                                 | প্রধান অতিথি -                             | জনাব মফজল আহমেদ<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও বণ্য শিল্প কর্পোরেশন                                                                                                                                                                             |
| উদ্বোধনী অধিবেশন -                | বেলা ১০টা                                                                                                                                                                                                                                   | বিশেষ অতিথি -                              | জনাব ডাঃ মুহম্মদ আমিন চৌধুরী<br>সাধারণ সম্পাদক, বি. এম. এ. ইউনাইটেড<br>জনাব মোহাম্মদুল ইসলাম (মুহম্মদ)<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিদ, কুমিল্লা<br>বাবু সুদীপ চক্রবর্তী<br>সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিল্পক সমিতি, উন্নয়ন আন্দোলক পন্থা |
| সভাপতি -                          | জনাব আলহাজ্ব আহমেদুল ইসলাম চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিদ                                                                                                                                                 | দ্বিতীয়া অধিবেশন                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| প্রধান অতিথি -                    | জনাব আলহাজ্ব আবুলকালিম ইসলাম চৌধুরী এম. পি.<br>মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়,<br>গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                                                                                                              | প্রীতি সূচিবল বেলা -                       | বেলা ৩টা                                                                                                                                                                                                                                                                |
| বিশেষ অতিথি -                     | জনাব আবদুল্লাহ আল হাদাদ চৌধুরী<br>উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাগমতী, বাগমতী<br>জনাব আলহাজ্ব আনোয়ারুল আকীম চৌধুরী (আবদুল)<br>ডাইরেক্টর, ইরানিয়ান এম্বাসিটোইল পি.<br>জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদুল করিম চৌধুরী<br>বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ও রাজনীতিবিদ | উদ্বোধন করবেন -                            | জনাব জালাল আহমেদ<br>প্রাক্তন হাঙ্গী, উপাধ্যাপক, বাগমতী জিলা কলেজ                                                                                                                                                                                                        |
| হাঙ্গীত ভাষণ -                    | আলহাজ্ব ডাঃ এম. এ. হাদাদ,<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক                                                                                                                                                               | পুস্তক বিতরণ -                             | বাবু বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য<br>বিদ্যালয়ের ১ম ব্যাচের কৃষি হাঙ্গী                                                                                                                                                                                                   |
| দ্বিতীয়া অধিবেশন                 |                                                                                                                                                                                                                                             | আয়োজনা সভা -                              | বিকাল ৪টা                                                                                                                                                                                                                                                               |
| প্রাথমিক সূচী -                   | বেলা ২টা                                                                                                                                                                                                                                    | সভাপতি -                                   | জনাব মফজল আহমেদ চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, সহ-সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিদ                                                                                                                                                                                      |
| উদ্বোধন করবেন -                   | জনাব মনসুর উদ্দিন আহমেদ<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, সহকারী অধ্যাপক, নর্থ বিভাগ উন্নয়ন নির্বাহী                                                                                                                                                | প্রধান অতিথি -                             | জনাব সৈয়দ মোহাম্মদুল আলম এম. পি.<br>মাননীয় হাইপ, বাংলাদেশ জাতীয় নগেন                                                                                                                                                                                                 |
| পুস্তক বিতরণ -                    | বিকাল ৪টা                                                                                                                                                                                                                                   | বিশেষ অতিথি -                              | জনাব মুফক হুস<br>সিনিয়র সহ-সভাপতি, উন্নয়ন খোদা অব কর্মসূচী এড ইভারিং<br>জনাব জালাল উদ্দিন, চেয়ারম্যান<br>বাংলাদেশ নাইজেরিয়া ট্রেড এক প্রত্যাশী এসোসিয়েশন                                                                                                           |
| পুস্তক বিতরণ করবেন -              | জনাব ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ উল হুস<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, সহকারী অধ্যাপক,<br>শিল্প হাঙ্গী বিভাগ, উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কলেজ হাঙ্গী                                                                                                              | হাঙ্গীত ভাষণ -                             | জনাব হাদাদ চৌধুরী আহমেদ চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী                                                                                                                                                                                                                  |
| সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -             | সহায় ৩টা                                                                                                                                                                                                                                   | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -                      | সহায় ৩টা                                                                                                                                                                                                                                                               |
| উদ্বোধন করবেন -                   | জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, প্রাক্তন, ইংরেজী বিভাগ, উন্নয়ন কলেজ                                                                                                                                                      | উদ্বোধন করবেন -                            | জনাব হাদাদ চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও সিনিয়র সহকারী সচিব, বহুস্তর মন্ত্রণালয়                                                                                                                                                                                    |
| প্রধান অতিথি -                    | জনাব হাজিরুল ইসলাম<br>কলেজ, আলফাড জিলা কলেজ, বাগমতী                                                                                                                                                                                         | প্রধান অতিথি -                             | ডাঃ মুহম্মদ আহমেদ<br>বিশিষ্ট চিকিৎসক                                                                                                                                                                                                                                    |
| অংশগ্রহণ -                        | শিল্প চক্রবর্তী, উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                    | অংশগ্রহণ -                                 | আব বিলকাদের হাঙ্গী/হাঙ্গী                                                                                                                                                                                                                                               |
| অবস্থান -                         | শিল্প উদ্ভিদ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| সমাপনী দিনস ২৬/০১/০২ - শনিবার |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | অনুষ্ঠানসূচী            |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| সভাপতি -                      | প্রধান অধিবেশন<br>বেলা ১১টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| প্রধান অতিথি -                | জনাব আলহাজ্ব আহমেদুল ইসলাম চৌধুরী<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, সাবেক এম. পি ও বোম্ব                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |
| প্রধান বক্তা -                | জনাব আলী বসন্ত আহমেদ চৌধুরী এম. পি.<br>মাননীয় মন্ত্রী, বাগমতী হাঙ্গী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                                                                                                                                                                                                                                               | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| বিশেষ অতিথি -                 | জনাব আলহাজ্ব আবুলকালিম আহমেদ<br>সাবেক এম. পি ও মন্ত্রী                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |  |
| হাঙ্গীত ভাষণ -                | জনাব এ. কে. এম. শহীদ উল্লাহ<br>পরিদ হাঙ্গীত ও উচ্চ হাঙ্গীত পিকা বোর্ড, উন্নয়ন<br>জনাব জালাল আহমেদ সাবেক উদ্ভিদ চৌধুরী<br>প্রাক্তন সহ-সভাপতি পি. জি. এম. ই. এ.<br>জনাব আহমেদ আলী<br>প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বি. জি. এম. ই. এ.<br>জনাব সাইফুল সিদ্দিকী<br>মোহাম্মদ, কেইস গ্রুপ<br>জনাব আবু তাহের চৌধুরী (বাবু মিঞা)<br>বিশিষ্ট সাবেক সাবেক ও রাজনীতিবিদ | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| হাঙ্গীত ভাষণ -                | জনাব মোহাম্মদ হাদাদ<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী, প্রধান শিক্ষক                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| দ্বিতীয়া অধিবেশন             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| প্রাথমিক সূচী -               | বেলা ২টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |  |
| প্রধান অতিথি -                | বিশেষ মোহাম্মদ জালাল বেগম<br>কোলা শিল্পা অফিসার, উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                           | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| বিশেষ অতিথি -                 | জনাব সৈয়দ আহমেদ হাদাদ, বিশিষ্ট মুহম্মদ,<br>সম্পাদক, প্রথম বিভাগ চিকিৎসা শীল, সি. কে. কে. এম.<br>বেলা ৪টা                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
| প্রীতি সূচিবল বেলা            | বেলা ৩টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| উদ্বোধন করবেন -               | জনাব হাদাদ আহমেদ<br>সম্পাদক, প্রথম বিভাগ সূচিবল শীল, সি. কে. কে. এম.<br>হাঙ্গী একদশ হাঙ্গী হাঙ্গী একদশ                                                                                                                                                                                                                                             |                         |  |
| অংশগ্রহণ                      | হাঙ্গী আহমেদ সৈয়দ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| পুস্তক বিতরণ -                | প্রাক্তন অধ্যাপক, উন্নয়ন আর্ট কলেজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |
| সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান           | হাঙ্গী ১টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| অংশগ্রহণ -                    | প্রধান শিল্পী চেয়ারম্যান ওয়াহিদ ও সাবেক শিল্পী                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| উদ্বোধন করবেন :               | বিশেষ উদ্বা সেন (উদ্বা মুহম্মদ)<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও অফিসার, বাংলাদেশ প্রকল্প                                                                                                                                                                                                                                                                 | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |
| হাঙ্গীত ভাষণ :                | জনাব হাজিরুল ইসলাম চৌধুরী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
| সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -         | জনাব আলহাজ্ব এম. এম. আহমেদুল ইসলাম (ইকু)<br>প্রাক্তন কৃষি হাঙ্গী ও সাবেক সাবেক, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিদ                                                                                                                                                                                                                                            | গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠান |  |



বৈলুঙ্গী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়  
খান বাহা দুর বা জায়া, বাগমতী, চট্টগ্রাম

## ৫১ সদস্যবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী আহ্বায়ক কমিটি

|     |                               |                                                               |                  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| ১।  | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী            | ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক                                         | আহ্বায়ক         |
| ২।  | মফজল আহমদ                     | চেয়ারম্যান<br>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন          | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৩।  | হামিদা চৌধুরী                 | সিনিয়র সহকারী সচিব<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়                 | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৪।  | আলহাজ্ব আনোয়ারুল আজিম ভোলা   | রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতি                                         | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৫।  | আলহাজ্ব ডাঃ এম. এ. মান্নান    | চিকিৎসক ও সমাজ সেবক                                           | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৬।  | আলহাজ্ব দানেশ আহমদ চৌধুরী     | সভাপতি, যানবাহন মালিক সমিতি, বাঁশখালী                         | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৭।  | বদর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী        | বিদ্যালয়ের বর্তমান সহ-সভাপতি ও<br>সাবেক চেয়ারম্যান, ইউ পি   | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৮।  | ফেরদৌস আহমদ                   | এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম                                   | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ৯।  | প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য       | এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম                                   | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ১০। | ডাঃ সৈয়দ মেজবাহুল হক         | সহযোগী অধ্যাপক<br>শিশু বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ১১। | মনসুর উদ্দীন আহমদ             | সহযোগী অধ্যাপক<br>দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়       | যুগ্ম আহ্বায়ক   |
| ১২। | মোস্তাফিজুর রহমান             | বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষক                      | সদস্য-সচিব       |
| ১৩। | বিশ্বজিৎ কর                   | ব্যবসায়ী                                                     | যুগ্ম সদস্য-সচিব |
| ১৪। | মুহাম্মদ সিরাজুল কবির         | কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক                                      | যুগ্ম সদস্য-সচিব |
| ১৫। | দুলাল চন্দ্র দে               | ব্যবসায়ী                                                     | যুগ্ম সদস্য-সচিব |
| ১৬। | হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী         | সাংবাদিক, ঢাকা                                                | যুগ্ম সদস্য-সচিব |
| ১৭। | মুবিनुল ইসলাম                 | ছাত্র নেতা, ঢাকা                                              | যুগ্ম সদস্য-সচিব |
| ১৮। | কলামিষ্ট আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  | বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি                                    | সদস্য            |
| ১৯। | হারাধন চক্রবর্তী              | বাণিজ্যিক নির্বাহী, দৈনিক ইত্তেফাক                            | সদস্য            |
| ২০। | জালাল আহমদ                    | উপাধ্যক্ষ, বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজ                               | সদস্য            |
| ২১। | এস. এম. জিয়াউল ইসলাম (মুরাদ) | ব্যবসায়ী                                                     | সদস্য            |
| ২২। | উমা সেন                       | হিসাব নিরীক্ষক, বাংলাদেশ রেলওয়ে                              | সদস্য            |
| ২৩। | আলহাজ্বা উম্মেচ্ছফা বেগম      | ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ সেবিকা                                | সদস্য            |



|     |                              |                                                          |       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| ২৪। | আলহাজ্ব নুরুল আলম            | অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, টি এন্ড টি                        | সদস্য |
| ২৫। | আলহাজ্ব মাস্টার জমির আহমদ    | রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক                                   | সদস্য |
| ২৬। | গোলামুর রহমান                | বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক                        | সদস্য |
| ২৭। | হিমাংশু বিমল ধর              | বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী শিক্ষক                        | সদস্য |
| ২৮। | আবু জাফর চৌধুরী              | কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক                                 | সদস্য |
| ২৯। | সৈয়দুল আলম                  | ঠিকাদার                                                  | সদস্য |
| ৩০। | আতাউর রহমান চৌধুরী           | ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি                                     | সদস্য |
| ৩১। | সাইফুল ইসলাম চৌধুরী          | প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ                    | সদস্য |
| ৩২। | জয়হরি সিকদার                | প্রধান শিক্ষক, বৈলছড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়                | সদস্য |
| ৩৩। | মাস্টার আলহাজ্ব মোঃ নূর আহমদ | সমাজ সেবক                                                | সদস্য |
| ৩৪। | সিরাজুল মোস্তফা              | ব্যবসায়ী                                                | সদস্য |
| ৩৫। | আবু সৈয়দ                    | রাজনীতিবিদ                                               | সদস্য |
| ৩৬। | আলহাজ্ব কমরউদ্দীন আহমদ       | ব্যবসায়ী                                                | সদস্য |
| ৩৭। | আবু জাহের চৌধুরী             | চেয়ারম্যান, কাথরিয়া                                    | সদস্য |
| ৩৮। | মোহাম্মদ খালেদ               | বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী শিক্ষক                        | সদস্য |
| ৩৯। | মাহফুজ আলী                   | সহকারী শিক্ষক<br>বৈলছড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়       | সদস্য |
| ৪০। | গিয়াস উদ্দীন আহমদ চৌধুরী    | ঠিকাদার ও সমাজ সেবক                                      | সদস্য |
| ৪১। | আশেক আলী                     | ব্যবসায়ী                                                | সদস্য |
| ৪২। | এয়ার মোহাম্মদ               | সাংবাদিক, দৈনিক কর্ণফুলী                                 | সদস্য |
| ৪৩। | আহমদ শাহ চৌধুরী              | সহকারী শিক্ষক<br>বাগমনিরাম সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় | সদস্য |
| ৪৪। | অনুপ খাস্তগীর                | সাংবাদিক, বা. স. স. চট্টগ্রাম                            | সদস্য |
| ৪৫। | আলী হোসেন                    | কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক                                 | সদস্য |
| ৪৬। | মাহবুবুল আলম                 | সম্পাদক, সি.বি.এ. সোনালী ব্যাংক                          | সদস্য |
| ৪৭। | তারিকুল হাসান চৌধুরী         | প্রভাষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়                        | সদস্য |
| ৪৮। | শফিউল আজম (ইরফান)            | কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক                                 | সদস্য |
| ৪৯। | মনির আহমদ                    | ব্যবসায়ী                                                | সদস্য |
| ৫০। | আমিনুল হক চৌধুরী             | ব্যবসায়ী                                                | সদস্য |
| ৫১। | বীরেন্দ্র চন্দ্র দাশ         | সাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক                          | সদস্য |

# এলহাম

## বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

▶ জগৎ বন্ধু দে  
বি,এ বি,টি  
সাধনপুর, বাঁশখালী

দায়িত্বকাল  
০১/০৬/১৯৫২ হতে  
৩০/০৩/১৯৫৩ ইং



▶ নিহার কান্তি বিশ্বাস  
বি,এ বি,টি,  
সাধনপুর, বাঁশখালী

দায়িত্বকাল  
০১/০৪/১৯৬৪ হতে  
৩১/১২/১৯৬৫ ইং



▶ শেখ মুশতাক আহমদ  
বি,এ এম,এড  
জলদী, বাঁশখালী।

দায়িত্বকাল  
০৫/১১/১৯৭৯ হতে  
৩০/১২/১৯৯১ ইং



▶ প্রাণ গোপাল গোস্বামী  
ভি,এম,  
বানীশ্যাম, বাঁশখালী।

দায়িত্বকাল  
০১/০৩/১৯৫২ হতে  
৩০/০৫/১৯৫২ ইং



▶ অর্জুন্সু বিমল সিকদার  
বি,এ বি,এল  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী

দায়িত্বকাল  
০১/০৪/১৯৫৩ হতে ৩১/০৩/১৯৬৪ ইং  
০১/০১/১৯৬৬ হতে ৩০/০৯/১৯৭৯ ইং



▶ অধরলাল খাস্তগীর (ভারপ্রাপ্ত)  
বি,এ  
কালীপুর, বাঁশখালী

দায়িত্বকাল  
০১/১০/১৯৭৯ হতে  
১৪/১১/১৯৭৯ ইং



▶ গোলামুর রহমান  
বি,কম বি,এড  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

দায়িত্বকাল  
৩১/১২/১৯৯১ হতে দায়িত্বরত







১৯৫৪



বীরেন্দ্র চন্দ্র দাশ  
বাগমারা, বাঁশখালী  
অবঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক



ভূপতি রঞ্জন পুরোহিত (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী

১৯৫৫



আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান  
হালিয়া পাড়া, বাঁশখালী  
অবঃ কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক



আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী  
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা

১৯৫৬



সুধীর রঞ্জন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সমাজসেবক ও শিল্পপতি



মোঃ আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী  
বাহরচড়া, বাঁশখালী  
সমাজসেবক ও ব্যাংক কর্মকর্তা

১৯৫৭



হোছাইন মোঃ ফজলে দাইয়ান (মৃত)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



আলহাজ্ব নূরুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অবঃ টি এন্ড টি কর্মকর্তা, টি এন্ড টি বোর্ড

১৯৫৭



সৈয়দ মাহবুবুল হক (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অবঃ সরকারী কর্মকর্তা



সৈয়দ মমতাজুল হক (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ



মনোরঞ্জন বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



পূর্ণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য্য (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী

১৯৫৮



আলহাজ্ব জমির আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ



আলহাজ্ব আনোয়ারুল আজিম (তোলা)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক



শুক্লা বোস (শিকদার)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



আলহাজ্ব নূর আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অবঃ প্রধান শিক্ষক, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়



১৯৬০



আলহাজ্ব ডাঃ এম. এ. মনান  
সরল, বাঁশখালী  
চিকিৎসক ও সমাজসেবক



জামাল আহমদ  
বাগমারা, বাঁশখালী  
অবঃ কর্মকর্তা, বিমান বাহিনী



আব্দুল গফুর  
সুইপুরা, সাতকানিয়া  
প্রধান শিক্ষক, নাটমুড়া-পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়



মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অবঃ খাদ্য কর্মকর্তা

১৯৬০



আব্দুল গফুর চৌধুরী  
বরুমাচড়া, আনোয়ারা  
অবঃ কর্মকর্তা, নৌবাহিনী



অঞ্জলী চৌধুরী (সেন)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সমাজসেবিকা

১৯৬১



হিমাংশু বিমল ধর  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সিনিয়র শিক্ষক



রাশেদ উদ্দীন চৌধুরী  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
অবঃ সরকারী কর্মকর্তা

১৯৬১



খাইর আহমদ  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী  
অবঃ স্বাস্থ্যকর্মী



মফজল আহমদ (মুত)  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা



উষা সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিক্ষকতা



মফজল আহমদ  
সরল, বাঁশখালী  
চোয়ামান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

১৯৬২



আলহাজ্ব মিসবাহুদ্দীন আহমদ  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
সমাজসেবিকা



ফরহাদুল্লাহ হাঃ এজহারুল ইসলাম (মুত)  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও ক্রীড়াবিদ



স্বস্তিকা চৌধুরী (শিকদার)  
বৈলছড়া, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



হারাদন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সি. বাণিজ্যিক নির্বাহী, দৈনিক ইন্ডেক্স, চট্টগ্রাম ব্যারে





১৯৬২



আলহাজ্ব মোজাহের আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অবঃ বিমান বাহিনী কর্মকর্তা

১৯৬৩



মোস্তাফিজুর রহমান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষক

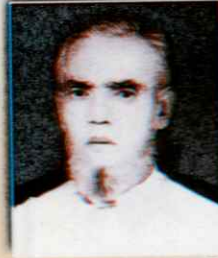


আশীষ সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



আলহাজ্ব দানেশ আহমদ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক

১৯৬৩



মোঃ নূরুল হক চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অবঃ টি এণ্ড টি চাকুরী



অনাদি মোহেন সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
স্বাস্থ্যকর্মী



আনোয়ার হোসেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



আলিউল ইসলাম চৌধুরী (সুখ মিয়া)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
রিপাবলিকান পার্টি প্রধান

১৯৬৪



বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সাবেক ইট, পি, চোরমান ও বিদ্যালয়ের বর্তমান সহ-সভাপতি



মাহফুজুর রহমান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক



ফেরদৌস আহমদ  
কালীপুর, বাঁশখালী  
এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম



অরবিন্দ সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত

১৯৬৪



আজিজ আহমদ  
সরল, বাঁশখালী  
ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক



নূরুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অবঃ কর্মকর্তা, বিমান বাহিনী



জালাল আহমদ  
গুনাগরী, বাঁশখালী  
উপাধ্যক্ষ, বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজ



গোলামুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, থ্যারাপিউটিকস্



১৯৬৫



আলহাজ্জ নূরুন্নাহার তারেক  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
এ. ডি. পি. ইউ. সি. বি. এল



মিলন কান্তি পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



আলহাজ্জ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী  
বরঘোনা, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



জয়হরি সিকদার  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
প্রধান শিক্ষক, বৈলুছড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯৬৫



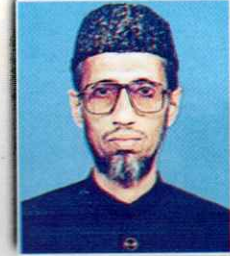
খোরশেদুল আলম চৌধুরী  
কালীপুর, বাঁশখালী  
ডি. জি. এম. পারটেক্স গ্রুপ



উমা মুহুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে



আশীষ বরণ ভট্টাচার্য্য (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চাকুরি



আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি

১৯৬৬



প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
এডভোকেট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম



আহমদ হুফা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



সুজিত কুমার কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
সাবেক মেয়র, এম.পি, উপজেলা চেয়ারম্যান

১৯৬৭



শামসুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, কাস্টম



শক্তি সিকদার  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
সমাজসেবিকা



আলহাজ্জ কামর উদ্দীন আহমদ  
কালীপুর, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



ডাঃ অশেষ সিকদার  
বৈলুছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত





১৯৬৭



মোহাম্মদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
এস.ভি.পি. স্টাডার্ড ব্যাংক



মাহফুজ আলী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা

১৯৬৮



ইয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী (মানিক)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সপরিবারে কানাডায় বসবাসরত



ইঞ্জিনিয়ার খলিলুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, পি. ডি. বি.

১৯৬৮



মোহাম্মদ খালেদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সিনিয়র শিক্ষক



ডাঃ খলিলুর রহমান  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী  
চিকিৎসক

১৯৬৯



গোলামুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক



মফিজুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী  
আমেরিকায় বসবাসরত

১৯৬৯



মনোরঞ্জন দাশ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী শিক্ষক



মনসুর উদ্দীন আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



মোজাফফর আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সদস্য, বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ



আবু ছেয়দ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
রাজনীতিবিদ

১৯৭০

১৯৭০



আহমদুল হক (মত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, জনতা ব্যাংক



খোরশেদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



জোবেদা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী  
এম.বি.এ. সি.পি.এ.  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী, সপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত

১৯৭১





১৯৭১



দীপালী চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা



শুকু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, রূপালী ব্যাংক



এম. এ. জাফর চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক



এম. আবু তাহের চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক

১৯৭১



আতাউর রহমান চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



নাজেম উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
চেয়ারম্যান, বৈলছড়ী, ইউ.পি.



মোহাম্মদ সিরাজুল কবির  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
মহাসচিব, বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন



আলহাজ্ব এস. এম. মাহবুল ইসলাম (টুকু)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক

১৯৭২



আলী হোসেন  
বরইতলী, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক



আজিজ আহমদ (মৃত)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী



এ. ওয়াই. এম. আবু জাফর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চাকুরী



দুলাল চন্দ্র দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী

১৯৭৩



কুতুব উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
এ.ভি.পি. ইন্সটিটিউট ইনসিটরেন্স কোঃ লিঃ



শ্বপা পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত



মোহাম্মদ জহির উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
হোমিও ডাক্তার



নিলুফা বেগম চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী  
গৃহিণী





১৯৮২



অনূপ খাস্তাগীর  
কালীপুর, বাঁশখালী  
সাংবাদিক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা



দেলোয়ার হোসেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চাকুরী



মোহাম্মদ সেলিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সিনিয়র কর্মকর্তা, এন, সি, বি, এল



শৈবাল খাস্তাগীর  
কালীপুর, বাঁশখালী  
ভারতে বসবাসরত

১৯৮৩



সফর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



সাইফুল ইসলাম চৌধুরী  
মানিকপাটান, বাঁশখালী  
প্রভাষক, চট্টগ্রাম কলেজ



মোঃ শহীদ আক্তার চৌধুরী (মানিক)  
শেখেরখীল, বাঁশখালী  
চাকুরী

১৯৮৪



সতীনাথ ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
সপরিবারে ভারতে বসবাসরত

১৯৮৪



রেহানা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



স্মৃতি রেখা ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



মোহাম্মদ আবু ছালেহ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ

১৯৮৬



নূপতি সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
প্রধান শিক্ষক, হালিয়া পড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়

১৯৮৬



রোকসানা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



মোহাম্মদ শাহ আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চাকুরী



মোহাম্মদ আবুল বশর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
অধ্যাপনা

১৯৮৭



শফিউল আজম চৌধুরী (হিরফান)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক



১৯৮৭



তামান্না আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিক্ষিকা



আহমদুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
বিদ্যালয়ের বর্তমান সিনিয়র শিক্ষক



রহিমা আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিনী



নাছিমা আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিক্ষিকা, বেলছড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯৮৭



আমান উল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
আবুধাবীতে কর্মরত



রামপ্রসাদ সিকদার মৃত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী



আবু ছালেহ মোহাম্মদ হামেদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, গ্রামীণ ব্যাংক



সিদ্দিক আহমেদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, বিমানবাহিনী

১৯৮৭



তারিকুল হাসান চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
প্রভাষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



নুরুল আজম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
অফিসার, মার্চেভাইজার লিঃ, ঢাকা



ফারজানা নাসরিন চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী

১৯৮৮



মোহাম্মদ মুবিনুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী, উচ্চশিক্ষার রত



বদিউল আহসান চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



জসীম উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



হাসান ফেরদৌস (মিঠু)  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
সৌদি আরবে কর্মরত







১৯৯১



আরেফা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
শিক্ষকতা

১৯৯২



শাহানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিণী

১৯৯৩



মোহাম্মদ শাহ আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৩



হেদায়েত উল্লাহ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



জহিরুল ইসলাম (জহির)  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৪



মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



রহীমা গুলশান  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিণী

১৯৯৪



মোহাম্মদ জসিমুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



কৃষ্ণ প্রসাদ শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী



মোছাম্মৎ উম্মে ছালমা  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিণী



রহিমুল আহছান চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী

১৯৯৪



জসীম উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
আবুধাবীতে কর্মরত

১৯৯৫



হাসান মনসুর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



বিশ্বজিৎ তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রাইফেলস্



ফোরকানুল আজম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত





১৯৯৫



আঃ মাঃ মোঃ হামেদ হাসান শরীফ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



হরি প্রসাদ সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
চাকুরী



মোহাম্মৎ উম্মল খাইর আজমা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিনী



ওয়াহিদা আফরোজ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৫



নাজমিন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিনী

১৯৯৬



হামিয়া ফেরদৌসী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
শিক্ষিকা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়



বোরহানুল আজম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



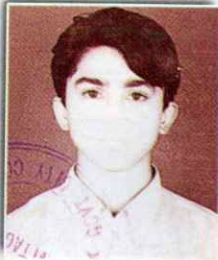
মুরশিদা সুলতানা চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৬



মোহাম্মৎ নারগিছ আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
গৃহিনী

১৯৯৮



নূর মোহাম্মদ ফেরদৌস চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৯



শফিকুর রহমান চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



উম্মে ছায়েকা নাজমা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

১৯৯৯



বিলকিস সোলতানা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

২০০০



ফাহমিদা ছলওয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত

২০০১



তানজিনা ইয়াছমিন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



আদনান সোবহান  
গুনাগরী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত





২০০১



মোঃ বেলাল চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
উচ্চ শিক্ষায়রত



বিদ্যালয়ে  
অধ্যয়ন করেছে  
এমন ছাত্র ছাত্রীকে মাঝে  
মধ্যে হারি  
পাওয়া গেছে



তড়িৎ কান্তি নন্দী  
আমিলাইশ, সাতকানিয়া  
ব্যবসায়ী



মোহাম্মদ উল্লাহ  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী  
চাকুরীজীবী



মোহাম্মদ হুসৈন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
শিল্পপতি



অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মেসবাহুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
চিকিৎসক



সাক্ষির আহম্মদ ওসমানী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী  
ব্যবস্থাপক ইউ,সি,বি,এল



সুলতান আহম্মদ আশরাফী  
সরল, বাঁশখালী  
সাংবাদিক



আলহাজ্ব মোহাঃ হারুনুর রশীদ  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী  
ব্যবসায়ী



কে ইউ এম জোবাইর চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
উচ্চশিক্ষায় রত



সালমা খানম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী  
গৃহিণী ও উচ্চশিক্ষায় রত





বিদ্যালয় সন্নিহিতে খান বাহাদুর জামে মসজিদ যেখানে বিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র/শিক্ষক নামাজ আদায় করেন। মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের পারিবারিক সদস্যগণের মাঝে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা চিরন্দিয়ায় শায়িত।



বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম দালান ১৩০ ফুট দীর্ঘ



বিদ্যালয়ের ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালে পৃথক পৃথকভাবে নির্মিত ভবন। দৈর্ঘ্য ৯৪ ফুট

১৯৮৯ সালে নির্মিত বিদ্যালয়ের টিনশেড ভবন। বর্তমানে টি এন্ড টি এক্সচেঞ্জ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয় দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট







১৯৮৯ ইংরেজীতে  
নির্মিত সেমি পাকা  
টিনশেড ৯০ ফুট দীর্ঘ



বিদ্যালয় ভবন  
১৯৯৫ সালে নির্মিত  
৭৫ ফুট



বিদ্যালয় দালানের  
উপরের তলায় সোনালী  
ব্যাংক

১৯৮০, ১৯৮৮, ১৯৯০  
ইং এবং পরবর্তীতে  
নির্মিত ৬০ X ২৫  
বিদ্যালয়ের সাবেক  
দালান বর্তমানে  
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন  
হিসাবে ব্যবহৃত







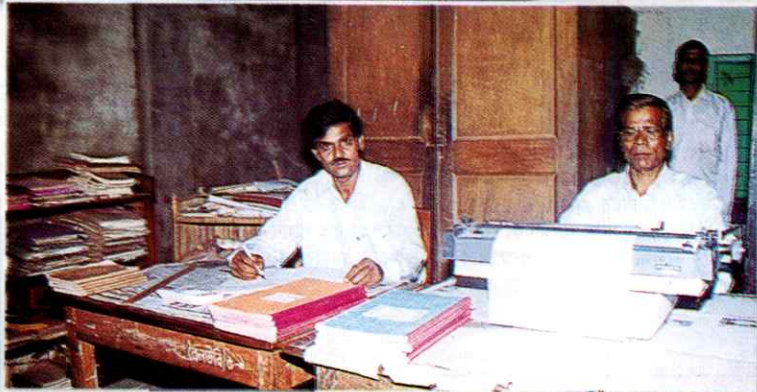
বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ। মাঠ সংশ্লিষ্ট পূর্বপার্শ্বে বাজারের পশ্চাৎভাগের অংশবিশেষ দৃশ্যমান



১৯৬৩ সালে নীচতলা ও ১৯৬৮ সালে উপরের তলা নির্মিত ভবন। দীর্ঘ ৭৫ x ২৫ ফুট বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়



বিদ্যালয় পাঠাগারের অংশবিশেষ



অফিস সহকারীদ্বয় কর্মরত





বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ৪ তলাবিশিষ্ট দালানের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করছেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কলামিষ্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী। সাথে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক জনাব গোলামুর রহমান

আমেরিকার ডালাস-এ সপরিবারে বসবাসরত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র আলহাজ্ব রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী গোস্তেন জুবিলীকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ৪ তলা দালান নির্মাণের জন্য নগদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা) দান করেন। উক্ত টাকা দিয়ে ইতিমধ্যে দালানের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়

### আলহাজ্ব রায়হানুল ইসলাম চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



- ◆ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ পুত্র
- ◆ জন্মঃ ১৯ নভেম্বর, ১৯৫৫ ইং
- ◆ অত্র বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি উত্তীর্ণ ১৯৭১-৭২ ইং
- ◆ এইচ, এস, সি, সরকারী কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪ ইং
- ◆ অনার্স (একাউন্টিং), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৮ ইং (১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার)
- ◆ এম, কম (একাউন্টিং), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ ইং
- ◆ এম, বি, এ টেক্সাস এঞ্জেলো স্টেট ইউনিভার্সিটি ইউ, এস, এ, ১৯৮৩ ইং
- ◆ টেক্সাস স্টেট সি.পি.এ, বোর্ড ও আমেরিকান সি.পি.এ, ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৮৪ ইং সালে সি.পি.এ, ডিগ্রী প্রাপ্ত
- ◆ এঞ্জেলো স্টেট ইউনিভার্সিটি (টেক্সাস ইউ, এস, এ) হতে সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তির স্বীকৃতি প্রাপ্ত
- ◆ নির্বাচিত ভি, পি, অলাওল হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯-১৯৮০ ইং
- ◆ লায়নস ক্লাব (টেক্সাস ইউ, এস, এ) তে মেম্বার হিসাবে সেবা দানরত
- ◆ ডালাসের 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস' এর মাধ্যমে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য আণ সাহায্যার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন
- বাস্তব অভিজ্ঞতাঃ
- ◆ বর্তমান সিনিয়র এনালিষ্ট (বিশ্লেষক), ইউ, এস, এ গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম হিসাব নিরীক্ষক ও হিসাব রক্ষণ, কলম্বিয়া / এইচ সি এ
- ◆ তিনি ১৯৯৮ সালে আমেরিকা থেকে এসে পবিত্র হজুরত পালন করেন
- এখানে উল্লেখ্য আমাদের দেশে আমেরিকান ডিগ্রীধারী এম, বি, এ প্রচুর হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু আমেরিকান সি, পি, এ ডিগ্রীধারী হাতে গোণা ক'জনের বেশী আছে বলে মনে হয় না।

-সম্পাদনা পরিষদ





২০০১ সালের ৩ জন আদর্শ শিক্ষককে পুরস্কার প্রদান করছেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কলামিট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী। পাশে আছেন প্রধান শিক্ষক জনাব গোলামুর রহমান, পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হচ্ছেন (বাম থেকে) বাবু অনিল কাঞ্চি ধর, বাবু হিম্মতে বিমল ধর ও বাবু মনোরঞ্জন দাশ। এখানে উল্লেখ্য ১৯৯৫ সাল থেকে যে সমস্ত শিক্ষক বাৎসরিক সি.এল.কম ভোগ করবেন তাদেরকে সি.এল.কম ভোগ করার বিনিময়ে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ অতিরিক্ত ভাতা প্রদানসহ প্রথম ৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা চালা করে

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের স্কাউট দল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সালাম প্রদান করছে



বিদ্যালয়ের স্কাউটদের ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

মিলনায়তনে শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ







বিজ্ঞানাগারে ছাত্র/ছাত্রীরা  
অনুশীলনরত



ছাত্র/ছাত্রীরা  
বিজ্ঞানাগারে  
অনুশীলনরত



ছাত্র/ছাত্রীরা  
বিজ্ঞানাগারে  
অনুশীলনরত



বিজ্ঞানাগারে  
ছাত্র/ছাত্রীরা  
অনুশীলনরত





২০০১ সালের ১৩ জুন  
চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল  
হাইস্কুল মিলনায়তনে  
বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলী  
উদযাপন উপলক্ষে প্রত্নতি  
সভায় উপস্থিত অতিথিদের  
ক'জন

বিগত ১০/০৫/২০০১ ইং তাং  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের  
মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ফরম বিতরণ  
অনুষ্ঠানে প্রথম ব্যাচে (১৯৫৪  
ইংরেজী) ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ ছাত্র  
বীরেন্দ্র চন্দ্র দাশকে ফরম প্রদান  
করছেন বিদ্যালয় পরিচালনা  
পরিষদের সভাপতি কলামিষ্ট  
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী



৬ষ্ঠ শ্রেণীর "ক" শাখার  
ছাত্র



৬ষ্ঠ শ্রেণীর "খ" শাখার  
ছাত্রী





৬ষ্ঠ শ্রেণীর "গ" শাখার ছাত্রী



৭ম শ্রেণীর "ক" শাখার ছাত্র



৭ম শ্রেণীর "খ" শাখার ছাত্রী



৭ম শ্রেণীর "গ" শাখার ছাত্রী





৮ম শ্রেণীর “ক” শাখার ছাত্র



৮ম শ্রেণীর “খ” শাখার ছাত্রী



৮ম শ্রেণীর “গ” শাখার ছাত্রী



৯ম শ্রেণীর “ক” শাখার ছাত্র







৯ম শ্রেণীর “খ” শাখার ছাত্রী



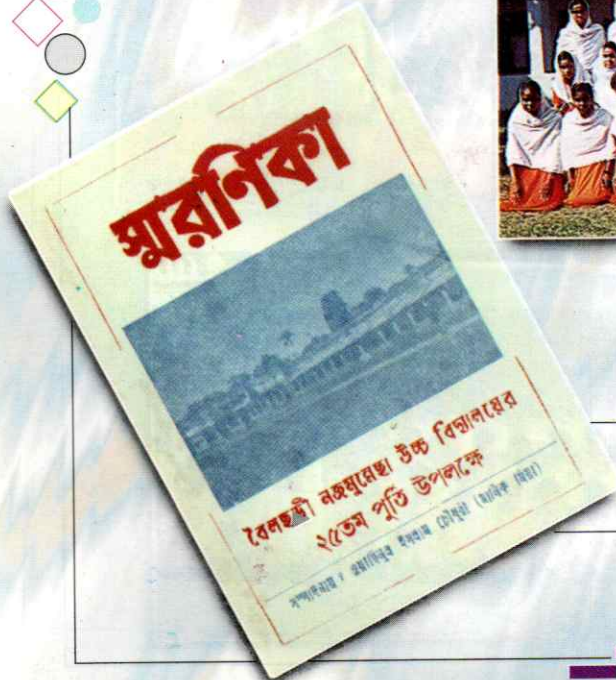
১০ম শ্রেণীর “ক” শাখার ছাত্র

১০ম শ্রেণীর “খ” শাখার ছাত্রী



ছাত্র-ছাত্রীদের স্থিরচিত্রগুলো ২০০১ ইং সালের নভেম্বর মাসে ধারণকৃত

১৯৭৮ ইং সালের ২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী ৩ দিন ব্যাপী সিলভার জুবিলী (২৫ বছর পূর্তি) উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত ‘স্মরণিকা’র প্রচ্ছদ চিত্র





## বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের পরিচালনা কমিটি

বিদ্যালয়ের ১ম কমিটিঃ ২৩/০৩/১৯৫২ ইং

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                                          | ঠিকানা                              | পদবী             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ০১ | সার্কেল অফিসার                                            | বাঁশখালী ও সাতকানিয়া               | মেম্বার          |
| ০২ | খান বাহাদুর হাজী বদি আহমদ চৌধুরী                          | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | প্রতিষ্ঠাতা      |
| ০৩ | মৌলভী নুরুল ইসলাম চৌধুরী                                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | দাতা             |
| ০৪ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী                                 | বৈলছড়ী, কালীপুর, দাতব্য চিকিৎসালয় | মেডিকেল অফিসার   |
| ০৫ | অর্ধেন্দু বিমল শিকদার                                     | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | শিক্ষানুরাগী     |
| ০৬ | মৌলভী সাহেব মিঞা চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড | গুনাগরী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক          |
| ০৭ | মৌলভী রশিদ আহমদ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড        | সরল, বাঁশখালী                       | অভিভাবক          |
| ০৮ | খান সাহেব হাজী রফিক আহমদ চৌধুরী ডি,এফ,ও                   | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক          |
| ০৯ | নজির আহমদ মাস্টার                                         | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | অভিভাবক          |
| ১০ | জগৎ বন্ধু দে                                              | বানীগ্রাম, বাঁশখালী                 | প্রধান শিক্ষক    |
| ১১ | সতীশ চন্দ্র সেন বি,এস,সি,                                 | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ১২ | মাস্টার আবু আহমদ                                          | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | শিক্ষক প্রতিনিধি |

বিদ্যালয়ের ২য় কমিটিঃ মেয়াদ ৩০/১২/৫২ ইং - ০৬/০২/৫৩ ইং

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                 | ঠিকানা                              | পদবী              |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ০১ | সার্কেল অফিসার                   | বাঁশখালী ও সাতকানিয়া               | সরকারী প্রতিনিধি  |
| ০২ | খান বাহাদুর হাজী বদি আহমদ চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | প্রতিষ্ঠাতা       |
| ০৩ | নুরুল ইসলাম চৌধুরী               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | দাতা              |
| ০৪ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী        | বৈলছড়ী, কালীপুর, দাতব্য চিকিৎসালয় | মেডিকেল অফিসার    |
| ০৫ | অর্ধেন্দু বিমল শিকদার            | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | শিক্ষানুরাগী      |
| ০৬ | মৌলভী সাহেব মিঞা চৌধুরী          | গুনাগরী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৭ | রশিদ আহমদ চৌধুরী                 | সরল, বাঁশখালী                       | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৮ | খান সাহেব হাজী রফিক আহমদ চৌধুরী  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৯ | নজির আহমদ মাস্টার                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ১০ | জগৎ বন্ধু দে বি,এ,বি,টি,         | বানীগ্রাম, বাঁশখালী                 | প্রধান শিক্ষক     |
| ১১ | সতীশ চন্দ্র সেন বি,এস,সি,        | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | শিক্ষক প্রতিনিধি  |
| ১২ | মাস্টার আবু আহমদ                 | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | শিক্ষক প্রতিনিধি  |

বিদ্যালয়ের ৩য় কমিটিঃ মেয়াদ ০৭/০২/৫৩ ইং - ১৬/০৭/৫৩ ইং

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                 | ঠিকানা                              | পদবী              |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ০১ | সার্কেল অফিসার                   | বাঁশখালী ও সাতকানিয়া               | সরকারী প্রতিনিধি  |
| ০২ | খান বাহাদুর হাজী বদি আহমদ চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | প্রতিষ্ঠাতা       |
| ০৩ | নুরুল ইসলাম চৌধুরী               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | দাতা              |
| ০৪ | কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী            | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৫ | সতীশ চন্দ্র সেন                  | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৬ | নজির আহমদ মাস্টার                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৭ | মৌলভী কবির আহমদ                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক প্রতিনিধি |
| ০৮ | সাব-রেজিষ্টার                    | বাঁশখালী                            | শিক্ষানুরাগী      |
| ০৯ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী        | বৈলছড়ী, কালীপুর, দাতব্য চিকিৎসালয় | মেডিকেল অফিসার    |
| ১০ | প্রধান শিক্ষক                    |                                     |                   |
| ১১ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                | কোটপাড়া, বাঁশখালী                  | মেডিকেল অফিসার    |
| ১২ | মাস্টার আবু আহমদ                 | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                 | শিক্ষক প্রতিনিধি  |



**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৪র্থ কমিটিঃ মেয়াদ ১৮/০৭/৫৩ ইং - ২৫/০১/৫৬ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                    | ঠিকানা                          | পদবী             |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ০১ | সার্কেল অফিসার                      | বাঁশখালী ও সাতকানিয়া           | সরকারী প্রতিনিধি |
| ০২ | আলহাজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রতিষ্ঠাতা      |
| ০৩ | সাব-রেজিষ্টার                       | বাঁশখালী                        | শিক্ষানুরাগী     |
| ০৪ | আলহাজ্ব কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |
| ০৫ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী           | দেওয়ানপুর, রাউজান              | মেডিকেল অফিসার   |
| ০৬ | সতীশ চন্দ্র সেন                     | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ০৭ | নুরুল ইসলাম চৌধুরী                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | সেক্রেটারী       |
| ০৮ | মাষ্টার আবু আহমদ                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ০৯ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                   | কাথুরিয়া, বাঁশখালী             | অভিভাবক          |
| ১০ | পোষ্ট মাষ্টার                       | কে.বি. বাজার, বৈলছড়ী, বাঁশখালী | অভিভাবক          |
| ১১ | মৌলভী কবির আহমদ                     | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |
| ১২ | অর্ধেন্দু বিমল শিকদার               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রধান শিক্ষক    |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৫ম কমিটিঃ মেয়াদ ৩১/০১/৫৬ ইং - ১৯/০৬/৫৮ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                    | ঠিকানা                          | পদবী             |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ০১ | সার্কেল অফিসার                      | বাঁশখালী ও সাতকানিয়া           | প্রেসিডেন্ট      |
| ০২ | আলহাজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রতিষ্ঠাতা      |
| ০৩ | সাব-রেজিষ্টার                       | বাঁশখালী                        | শিক্ষানুরাগী     |
| ০৪ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী           | দেওয়ানপুর, রাউজান              | মেডিকেল অফিসার   |
| ০৫ | আলহাজ্ব কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |
| ০৬ | সতীশ চন্দ্র সেন                     | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | অভিভাবক          |
| ০৭ | অর্ধেন্দু বিমল শিকদার               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রধান শিক্ষক    |
| ০৮ | নুরুল ইসলাম চৌধুরী                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | সেক্রেটারী       |
| ০৯ | পোষ্ট মাষ্টার                       | কে.বি. বাজার, বৈলছড়ী, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     |
| ১০ | মাষ্টার আবু আহমদ                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ১১ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                   | কাথুরিয়া, বাঁশখালী             | অভিভাবক          |
| ১২ | মৌলভী কবির আহমদ                     | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৬ষ্ঠ কমিটিঃ মেয়াদ ২৫/০৬/৫৮ ইং - ২৪/০৭/৬২ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                    | ঠিকানা                          | পদবী             |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ০১ | মহকুমা প্রশাসক                      | সদর দক্ষিণ চট্টগ্রাম            | প্রেসিডেন্ট      |
| ০২ | আলহাজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রতিষ্ঠাতা      |
| ০৩ | সাব পোষ্ট মাষ্টার                   | কে.বি. বাজার, বৈলছড়ী, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     |
| ০৪ | আলহাজ্ব কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |
| ০৫ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী           | দেওয়ানপুর, রাউজান              | মেডিকেল অফিসার   |
| ০৬ | নুরুল ইসলাম চৌধুরী                  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | সেক্রেটারী       |
| ০৭ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                   | কাথুরিয়া, বাঁশখালী             | অভিভাবক          |
| ০৮ | অর্ধেন্দু বিমল শিকদার               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | প্রধান শিক্ষক    |
| ০৯ | মৌলভী কবির আহমদ                     | বৈলছড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          |
| ১০ | মাষ্টার নজির আহমদ                   | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | অভিভাবক          |
| ১১ | ফণী ভূষণ মজুমদার                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ১২ | মাষ্টার আবু আহমদ                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী             | শিক্ষক প্রতিনিধি |



**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৭ম কমিটিঃ মেয়াদ ১০/০৫/৬৩ ইং - ১৫/০৬/৬৬ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                                           | ঠিকানা                           | ক্যাটাগরী        | পদবী        |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| ০১ | মহকুমা প্রশাসক                                             | সদর দক্ষিণ চট্টগ্রাম             | সরকারী প্রতিনিধি | প্রেসিডেন্ট |
| ০২ | বেগম রহিমা খানম                                            | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী               | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ০৩ | আলহাজ্ব খান সাহেব রফিক আহমদ চৌধুরী                         | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৪ | আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী                                 | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী               | দাতা             | সেক্রেটারী  |
| ০৫ | সাব পোষ্ট মাষ্টার                                          | কে.বি. বাজার, বৈলহুড়ী, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ০৬ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                                          | কাথুরিয়া, বাঁশখালী              | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৭ | ফরিদ আহমদ                                                  | চেচুরিয়া, বাঁশখালী              | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৮ | (ক) অর্ধেন্দু বিমল সিকদার                                  | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী               | প্রধান শিক্ষক    | সদস্য       |
|    | (খ) নিহার কান্তি বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক ০১/০১/৬৫-৩১/১২/৬৫ইং | সাধনপুর, বাঁশখালী                | প্রধান শিক্ষক    | সদস্য       |
| ০৯ | মৌলভী কবির আহমদ                                            | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী               | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ১০ | ডাঃ নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী                                  | দেওয়ানপুর, রাউজান               | মেডিকেল অফিসার   | সদস্য       |
| ১১ | মৌলানা আবদুল কাদের                                         | পশ্চিম জলদী, বাঁশখালী            | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |
| ১২ | মাষ্টার আবু আহমদ                                           | চেচুরিয়া, বাঁশখালী              | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৮ম কমিটিঃ মেয়াদ ৩১/১০/৬৬ ইং - ২৭/১২/৬৯ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                   | ঠিকানা                             | ক্যাটাগরী        | পদবী        |
|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| ০১ | মহকুমা প্রশাসক                     | সদর দক্ষিণ চট্টগ্রাম               | সরকারী প্রতিনিধি | প্রেসিডেন্ট |
| ০২ | বেগম রহিমা খানম                    | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                 | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ০৩ | আলহাজ্ব খান সাহেব রফিক আহমদ চৌধুরী | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                 | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৪ | আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী         | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                 | দাতা             | সেক্রেটারী  |
| ০৫ | ফরিদ আহমদ                          | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৬ | মৌলভী কবির আহমদ                    | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                 | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৭ | আবদুল অদুদ চৌধুরী                  | কাথুরিয়া, বাঁশখালী                | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৮ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার              | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                 | প্রধান শিক্ষক    | সদস্য       |
| ০৯ | সাব পোষ্ট মাষ্টার                  | কে.বি. বাজার, বৈলহুড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ১০ | মেডিকেল অফিসার                     | বৈলহুড়ী কালীপুর দাতব্য চিকিৎসালয় | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ১১ | বিধুভূষণ রায় বিশ্বাস              | জলদী, বাঁশখালী                     | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |
| ১২ | মৌলানা আবদুল কাদের                 | পশ্চিম জলদী, বাঁশখালী              | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ৯ম কমিটিঃ মেয়াদ ২৮/১২/৬৯ ইং - ২৮/০৮/৭২ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                   | ঠিকানা                               | ক্যাটাগরী        | পদবী        |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| ০১ | মহকুমা প্রশাসক                     | সদর দক্ষিণ চট্টগ্রাম                 | সরকারী প্রতিনিধি | প্রেসিডেন্ট |
| ০২ | আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী         | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                   | প্রতিষ্ঠাতা      | সেক্রেটারী  |
| ০৩ | আলহাজ্ব খান সাহেব রফিক আহমদ চৌধুরী | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                   | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৪ | অলিউল ইসলাম চৌধুরী                 | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                   | দাতা             | সদস্য       |
| ০৫ | হিমাংশু বিমল শাস্ত্রী              | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                  | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৬ | ডাঃ নির্মলেন্দু চক্রবর্তী          | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                  | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৭ | ফরিদ আহমদ                          | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                  | অভিভাবক          | সদস্য       |
| ০৮ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার              | বৈলহুড়ী, বাঁশখালী                   | প্রধান শিক্ষক    | সদস্য       |
| ০৯ | ডাঃ মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী           | বৈলহুড়ী, কালীপুর, দাতব্য চিকিৎসালয় | মেডিকেল অফিসার   | সদস্য       |
| ১০ | আনোয়ারুল আজিম (ভোলা)              | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                  | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ১১ | বিধুভূষণ রায় বিশ্বাস              | জলদী, বাঁশখালী                       | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |
| ১২ | মৌলানা আবদুল কাদের                 | জলদী, বাঁশখালী                       | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |



**বিদ্যালয়ের (এড্ হক) ১০ম কমিটিঃ মেয়াদ ২৯/০৮/৭২ ইং - ০৩/০৩/৭৪ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম      | ঠিকানা               | ক্যাটাগরী        | পদবী    |
|----|-----------------------|----------------------|------------------|---------|
| ০১ | মহকুমা প্রশাসক        | সদর দক্ষিণ চট্টগ্রাম | সরকারী প্রতিনিধি | সভাপতি  |
| ০২ | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী    | প্রতিষ্ঠাতা      | সদস্য   |
| ০৩ | মাহমুদুল হক চৌধুরী    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী    | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৪ | দানেশ আহমদ চৌধুরী     | চেচুরিয়া, বাঁশখালী  | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য   |
| ০৫ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার | বৈলছড়ী, বাঁশখালী    | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১১তম কমিটিঃ মেয়াদ ০৪/০৩/৭৪ ইং - ১৬/১২/৭৭ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম       | ঠিকানা               | ক্যাটাগরী        | পদবী    |
|----|------------------------|----------------------|------------------|---------|
| ০১ | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী    | দাতা             | সভাপতি  |
| ০২ | ফরিদ আহমদ              | চেচুরিয়া, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৩ | নুরুল হক               | কাথুরিয়া, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৪ | আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী | মানিকপাঠান, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৫ | এমদাদ হোছাইন চৌধুরী    | কোটপাড়া, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৬ | নুরুল আলম              | চেচুরিয়া, বাঁশখালী  | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য   |
| ০৭ | অধর লাল খাস্তগীর       | কালীপুর, বাঁশখালী    | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য   |
| ০৮ | মৌলানা আবদুল কাদের     | জলদী, বাঁশখালী       | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য   |
| ০৯ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার  | বৈলছড়ী, বাঁশখালী    | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক |

**বিদ্যালয়ের (এড্ হক) ১২তম কমিটিঃ মেয়াদ ১৭/১২/৭৭ ইং - ০৩/০৭/৭৯ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম      | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী        |
|----|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| ০১ | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | বোর্ড প্রতিনিধি  | চেয়ারম্যান |
| ০২ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক     |
| ০৩ | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য       |
| ০৪ | যতীন্দ্র লাল দাশ      | কোকদভী, বাঁশখালী    | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য       |
| ০৫ | রাশেদ উদ্দীন চৌধুরী   | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য       |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৩তম কমিটিঃ মেয়াদ ০৪/০৭/৭৯ ইং - ২০/১২/৮২ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম         | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী      |
|----|--------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ০১ | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সভাপতি    |
| ০২ | ইয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী   | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য     |
| ০৩ | অর্ধেন্দু বিমল সিকদার    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক   |
| ০৪ | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী       | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     | সহ সভাপতি |
| ০৫ | রাশেদ উদ্দীন চৌধুরী      | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৬ | নুরুল আলম                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৭ | ফরিদ আহমদ                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৮ | ডাঃ মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী | শেখেরখীল, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৯ | অধর লাল খাস্তগীর         | কালীপুর, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১০ | নুরুল ইসলাম              | সরল, বাঁশখালী       | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |



**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৪তম কমিটিঃ মেয়াদ ২১/১২/৮২ ইং - ০৯/১০/৮৫ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম         | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী    |
|----|--------------------------|---------------------|------------------|---------|
| ০১ | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সভাপতি  |
| ০২ | ইয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী   | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য   |
| ০৩ | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী       | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     | সদস্য   |
| ০৪ | ডাঃ মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী | শেখেরখীল, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৫ | ফরিদ আহমদ                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৬ | নাজেম উদ্দীন চৌধুরী      | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৭ | আবু জাহের চৌধুরী         | কেটপাড়া, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য   |
| ০৮ | অধর লাল খাঙ্গার          | কালীপুর, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য   |
| ০৯ | নুরুল ইসলাম              | বাঁশখালী            | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য   |
| ১০ | শেখ মুশতাক আহমদ          | জলদী, বাঁশখালী      | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৫তম কমিটিঃ মেয়াদ ১০/১০/৮৫ ইং - ০৪/১১/৮৮ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                                                                             | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ০১ | (ক) মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী<br>সরকারী নির্দেশ মোতাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ১৭/১২/৮৭ইং-০৪/১১/৮৮ইং | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | সরকারী প্রতিনিধি | সভাপতি    |
|    | (খ) বদিউল আলম ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান                                                  | চাঞ্চল, বাঁশখালী    | সরকারী প্রতিনিধি | সভাপতি    |
|    | (গ) সুজিত কান্তি সিকদার উপজেলা চেয়ারম্যান                                                   | জলদী, বাঁশখালী      | সরকারী প্রতিনিধি | সভাপতি    |
| ০২ | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী                                                                           | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী     | সহ-সভাপতি |
| ০৩ | ইয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী                                                                       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সদস্য     |
| ০৪ | সলিম উল্লাহ চৌধুরী                                                                           | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য     |
| ০৫ | ফরিদ আহমদ                                                                                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৬ | জমির আহমদ                                                                                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৭ | এম, এ, জাফর চৌধুরী                                                                           | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৮ | নাজেম উদ্দীন চৌধুরী                                                                          | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৯ | গোলামুর রহমান                                                                                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১০ | যতীন্দ্র লাল দাশ                                                                             | কোকদভী, বাঁশখালী    | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১১ | শেখ মুশতাক আহমদ                                                                              | জলদী, বাঁশখালী      | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক   |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৬তম কমিটিঃ মেয়াদ ১৫/১১/৮৮ ইং - ১৮/১০/৯১ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                                                         | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী             | পদবী      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| ০১ | (ক) সুজিত কান্তি সিকদার, উপজেলা চেয়ারম্যান                              | জলদী, বাঁশখালী      | সরকারী প্রতিনিধি      | সভাপতি    |
|    | (খ) আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী<br>০৬/০৬/৮৯ইং থেকে বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি | সভাপতি    |
| ০২ | আবু জাফর চৌধুরী                                                          | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক               | সহ-সভাপতি |
| ০৩ | নাজেম উদ্দীন চৌধুরী                                                      | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | দাতা                  | সদস্য     |
| ০৪ | সুধীর রঞ্জন চৌধুরী                                                       | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষানুরাগী          | সদস্য     |
| ০৫ | হৈয়দুল আলম                                                              | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক               | সদস্য     |
| ০৬ | জমির আহমদ                                                                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক               | সদস্য     |
| ০৭ | শ্যামল কিশোর চৌধুরী                                                      | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক               | সদস্য     |
| ০৮ | গোলামুর রহমান                                                            | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | শিক্ষক প্রতিনিধি      | সদস্য     |
| ০৯ | (ক) খুরশিদুল আলম চৌধুরী                                                  | রত্নপুর, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি      | সদস্য     |
|    | (খ) দুলাল কান্তি পাল                                                     | কালীপুর, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি      | সদস্য     |
| ১০ | শেখ মুশতাক আহমদ                                                          | জলদী, বাঁশখালী      | প্রধান শিক্ষক         | সম্পাদক   |



**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৭তম কমিটিঃ মেয়াদ ১৯/১০/৯১ ইং - ২৫/১০/৯৪ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                         | ঠিকানা                                | ক্যাটাগরী                      | পদবী               |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ০১ | আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী              | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | প্রতিষ্ঠাতা                    | সভাপতি             |
| ০২ | বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী                    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | শিক্ষানুরাগী                   | সহ-সভাপতি          |
| ০৩ | আলহাজ্ব সলিম উল্লাহ চৌধুরী               | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | দাতা                           | সদস্য              |
| ০৪ | নুরুল হক চৌধুরী                          | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | অভিভাবক                        | সদস্য              |
| ০৫ | নির্মলেন্দু চক্রবর্তী                    | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                   | অভিভাবক                        | সদস্য              |
| ০৬ | জমির আহমদ                                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী                   | অভিভাবক                        | সদস্য              |
| ০৭ | ছৈয়দুল আলম                              | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | অভিভাবক                        | সদস্য              |
| ০৮ | মোস্তাফিজুর রহমান                        | বৈলছড়ী, বাঁশখালী                     | শিক্ষক প্রতিনিধি               | সদস্য              |
| ০৯ | আজিম উদ্দৌল্লাহ চৌধুরী                   | গুনাগরী, বাঁশখালী                     | শিক্ষক প্রতিনিধি               | সদস্য              |
| ১০ | (ক) শেখ মুশতাক আহমদ<br>(খ) গোলামুর রহমান | জলদী, বাঁশখালী<br>চেচুরিয়া, বাঁশখালী | প্রধান শিক্ষক<br>প্রধান শিক্ষক | সম্পাদক<br>সম্পাদক |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৮তম কমিটিঃ মেয়াদ ২৬/১০/৯৪ ইং - ২৫/১০/৯৭ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম            | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী      |
|----|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ০১ | আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সভাপতি    |
| ০২ | বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষানুরাগী     | সহ-সভাপতি |
| ০৩ | সফিক আহমদ                   | কালীপুর, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য     |
| ০৪ | জমির আহমদ                   | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৫ | মুবিनुল হক চৌধুরী           | কোটপাড়া, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৬ | ছৈয়দুল আলম                 | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৭ | অনাদি মোহন সিকদার           | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৮ | মোস্তাফিজুর রহমান           | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ০৯ | আজিম উদ্দৌল্লাহ চৌধুরী      | গুনাগরী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১০ | গোলামুর রহমান               | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক   |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ১৯তম কমিটিঃ মেয়াদ ২৬/১০/৯৭ ইং - ২৫/১০/২০০০ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম            | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী      |
|----|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ০১ | আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সভাপতি    |
| ০২ | বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী       | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষানুরাগী     | সহ-সভাপতি |
| ০৩ | সফিক আহমদ                   | কালীপুর, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য     |
| ০৪ | ছৈয়দুল আলম                 | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৫ | মোজাফফর আহমদ                | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৬ | শ্যামল কিশোর চৌধুরী         | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৭ | জমির আহমদ                   | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৮ | মোস্তাফিজুর রহমান           | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ০৯ | আজিম উদ্দৌল্লাহ চৌধুরী      | গুনাগরী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১০ | গোলামুর রহমান               | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক   |

**বিদ্যালয়ের (নিয়মিত) ২০তম কমিটিঃ মেয়াদ ২৮/১০/২০০০ ইং - ২৭/১০/২০০৩ ইং**

| নং | সদস্যবৃন্দের নাম                     | ঠিকানা              | ক্যাটাগরী        | পদবী      |
|----|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ০১ | আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী          | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | প্রতিষ্ঠাতা      | সভাপতি    |
| ০২ | বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী                | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষানুরাগী     | সহ-সভাপতি |
| ০৩ | আলহাজ্ব এস.এম. মাহবুবুল ইসলাম (টুকু) | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | দাতা             | সদস্য     |
| ০৪ | আবু ছালেহ চৌধুরী                     | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৫ | সৈয়দ আবুল কাসেম                     | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৬ | মোজাফফর আহমদ                         | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৭ | এমদাদ হোছাইন চৌধুরী                  | কোটপাড়া, বাঁশখালী  | অভিভাবক          | সদস্য     |
| ০৮ | মোস্তাফিজুর রহমান                    | বৈলছড়ী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ০৯ | আজিম উদ্দৌল্লাহ চৌধুরী               | গুনাগরী, বাঁশখালী   | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য     |
| ১০ | গোলামুর রহমান                        | চেচুরিয়া, বাঁশখালী | প্রধান শিক্ষক    | সম্পাদক   |



## বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক

|     |                            |                       |            |            |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------|------------|
| ১।  | মৌলভী আবদুল কাদের          | এফ. এম.               | ভাদালিয়া  | বাঁশখালী   |
| ২।  | সিরাজুল ইসলাম              | আই. এ.                | পালেগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ৩।  | আবু আহমদ                   | ম্যাট্রিক             | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৪।  | সতীশ চন্দ্র সেন            | বি. এস-সি             | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৫।  | চন্দ্র মাধব চৌধুরী         | কাব্যতীর্থ            | বানীগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ৬।  | ফণী ভূষণ মজুমদার           | বি. এস-সি             | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৭।  | নুরুল আলম                  | বি. এ.                | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৮।  | আহমদ আবদুল মসিহ চৌঃ        | বি. এ.                | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৯।  | অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী   | বি. এ.                | পালেগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ১০। | আবদুল রসুল চৌধুরী          | বি. এ.                | কালীপুর    | বাঁশখালী   |
| ১১। | প্রতাপ চন্দ্র দত্ত         | বি. এ. বি. এল.        | পালেগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ১২। | ফিরোজুল কাদের খান          | বি. এ.                | বরুমাচড়া  | আনোয়ারা   |
| ১৩। | মাষ্টার নজির আহমদ          | ম্যাট্রিক             | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ১৪। | মোঃ মোহাম্মদ ইউছুফ         | বি. এ. বি. এল.        | মৌলভীবাজার | সিলেট      |
| ১৫। | সুধীর কান্তি দাশ           | বি. এ. বি. এড         | চরতি       | সাতকানিয়া |
| ১৬। | মোঃ মোহাম্মদ ইদ্রিছ চৌধুরী | টি. এম.               | গভামারা    | বাঁশখালী   |
| ১৭। | প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য্য   | বি. এ.                | নাপোড়া    | বাঁশখালী   |
| ১৮। | বিধুভূষণ রায় বিশ্বাস      | বি. এ. বি. এড         | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ১৯। | চাঁদ রায় বিশ্বাস          | এম. এ. বি. এড         | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ২০। | কালী কুমার আচার্য্য        | ম্যাট্রিক, কাব্যতীর্থ | বানীগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ২১। | মনির আহমদ                  | বি. এ. বি. এড         | খরুলিয়া   | রামু       |
| ২২। | পরিমল কান্তি দাশ           | বি. এস-সি. বি. এড     | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ২৩। | আহমদুর রহমান               | বি. কম. বি. এড        | গুনাগরী    | বাঁশখালী   |
| ২৪। | সিরাজদ্দৌল্লাহ চৌধুরী      | বি. এ.                | গুনাগরী    | বাঁশখালী   |
| ২৫। | অজিত কুমার দাশ             | বি. এ.                | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ২৬। | বিধুভূষণ দাশ               | বি. এ. বি. এড         | চাঞ্চল     | বাঁশখালী   |
| ২৭। | এ. বি. এম. মোরশেদ          | বি. এ.                |            | ফেনী       |
| ২৮। | অধরলাল খাস্তগীর            | বি. এ.                | কালীপুর    | বাঁশখালী   |
| ২৯। | সিরাজউদ্দীন আহমদ           | বি. এ. বি. এড         | বরুমাচড়া  | আনোয়ারা   |
| ৩০। | বশরত আলী                   | বি. এ., বি. এড        | টৈটং       | চকরিয়া    |
| ৩১। | আব্বাস উদ্দীন আহমদ         |                       |            |            |
| ৩২। | ছিদ্দীক আহমদ               | এম. এস-সি.            | মানিকপাঠান | বাঁশখালী   |





|     |                       |                             |            |            |
|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| ৩৩। | সুভেন্দু বিকাশ রায়   | বি.এস-সি. বি. এড            | বানীগ্রাম  | বাঁশখালী   |
| ৩৪। | এ. কে. এম. জিয়াউল হক | বি. এ.                      | ফলকন       | নোয়াখালী  |
| ৩৫। | ভূপাল চক্রবর্তী       | এম. এ. বি. পি. এড           | ভাটিখাইন   | পটিয়া     |
| ৩৬। | কমল হরি দত্ত          | বি. এস-সি. বি.এড            | খুরসকুল    | কক্সবাজার  |
| ৩৭। | যতীন্দ্র লাল দাশ      | বি. এ.                      | কোকদন্ডি   | বাঁশখালী   |
| ৩৮। | শিব শংকর নন্দী        | বি. কম.                     | দেওয়ানপুর | রাউজান     |
| ৩৯। | আশীষ সিকদার           | বি. এস-সি.                  | বৈলছড়ী    | বাঁশখালী   |
| ৪০। | নির্মলেন্দু দাশ       | বি. এস-সি.                  | ফকিরখীল    | সাতকানিয়া |
| ৪১। | গোলামুর রহমান         | এম. এস-সি.                  | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৪২। | বদরউদ্দীন আহমদ চৌধুরী | বি. এ.                      | বৈলছড়ী    | বাঁশখালী   |
| ৪৩। | মাখনলাল ভট্টাচার্য্য  | বি. এস-সি.                  | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ৪৪। | দিলীপ কুমার ধর        | বি. কম.                     |            | আনোয়ারা   |
| ৪৫। | নুরুল ইসলাম           | বি. কম. বি. এড              | সরল        | বাঁশখালী   |
| ৪৬। | মোহাম্মদ মুহসিন       | বি. এ.                      | তুলাতলী    | সাতকানিয়া |
| ৪৭। | নুরুল আলম             | বি. এ.                      | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৪৮। | পরিমল কান্তি আচার্য্য | বি. এস-সি                   | শেখেরখীল   | বাঁশখালী   |
| ৪৯। | দুলাল কান্তি ধর       | বি. এস-সি. বি. এড           | কালীপুর    | বাঁশখালী   |
| ৫০। | কমলাক্সুর বিশ্বাস     | বি. এস-সি. বি. এড           | সাধনপুর    | বাঁশখালী   |
| ৫১। | খুরশিদুল আলম চৌধুরী   | বি. এস-সি. বি. এড           | বাহারছড়া  | বাঁশখালী   |
| ৫২। | মৌলানা আশরাফ আলী      | এফ. এম.                     | রত্নপুর    | বাঁশখালী   |
| ৫৩। | এমরানুল হক            | বি. এস-সি.                  | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ৫৪। | মিলন কান্তি আচার্য্য  | বি. এ.                      | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৫৫। | আকতার আহমদ            | বি. এ.                      | কালীপুর    | বাঁশখালী   |
| ৫৬। | এরফানুল হক            | এইচ. এস. সি.<br>অফিস সহকারী | বাহারছড়া  | বাঁশখালী   |
| ৫৭। | শক্তি সিকদার          | এইচ. এস. সি                 | বৈলছড়ী    | বাঁশখালী   |
| ৫৮। | মোরশেদ আহমদ           | বি. এ.                      | নাপোড়া    | বাঁশখালী   |
| ৫৯। | ত্রিদীপ পাল           | বি. এস-সি. বি. এড           | ভাটিখাইন   | আনোয়ারা   |
| ৬০। | শিব প্রসাদ চৌধুরী     | এম. এস-সি.                  | চেচুরিয়া  | বাঁশখালী   |
| ৬১। | কাজল চৌধুরী           | বি. এ. বি. পি. এড           | কোকদন্ডি   | বাঁশখালী   |
| ৬২। | সুখেন্দু বিকাশ দাশ    | বি. এ.                      | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ৬৩। | বিশ্বনাথ দাশ          | এইচ. এস. সি                 | জলদী       | বাঁশখালী   |
| ৬৪। | গীতা ব্রহ্মচারিণী     | বি. এ. বি. এড.              | জলদী       | বাঁশখালী   |



বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক/এস.এস.সি. উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণের তালিকা (উত্তীর্ণের ক্রমানুসারে)

১৯৫৪ ইং

- ১। মোহাম্মদ ফতেউল ইসলাম  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ২। ভূপতিরঞ্জন পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। বীরেন্দ্র চন্দ্র শুক্ল দাশ  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ৪। অনিল বিকাশ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৫৫ ইং

- ১। মনহুসুল আলম  
আকার চর, ফরিদপুর।
- ২। পরিমল চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আজিজুল হক  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। আশীষ রঞ্জন সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোহাম্মদ ইব্রাহীম  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ৬। শফিকুল ইসলাম  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৭। অরুণেন্দ্র বিকাশ চক্রবর্তী  
ঢেমশা, সাতকানিয়া।
- ৮। জ্যোৎস্না রঞ্জন মজুমদার  
সুখছড়ী, সাতকানিয়া।
- ৯। মফিজুর রহমান  
জালিয়া ঘাটা, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান  
হালিয়া পাড়া, বাঁশখালী।

১৯৫৬ ইং

- ১। রাজেন্দ্র লাল ধর  
পুহুরিয়া, সাতকানিয়া।
- ২। আবদুল হাকিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ শাহ আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। আছহাব মিঞা  
মিনজিবির তলা, বাঁশখালী।
- ৫। মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম  
বাহারচড়া, বাঁশখালী।
- ৬। শফিকুর রহমান  
বরুমচড়া, আনোয়ারা।
- ৭। গোলাম ছোবহান  
সাউথ ধুবুং, কুতুবদিয়া।
- ৮। মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম  
ডোংরা, বাঁশখালী।
- ৯। মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী  
কদম রসুল, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ সেরাজুল হক  
ডোংরা, বাঁশখালী।
- ১১। সুধীর রঞ্জন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ১২। সুধীর চন্দ্র দেব  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান  
বাঁশখালী।
- ১৪। আবদুল লতিফ  
বাগমারা, বাঁশখালী।

১৯৫৭ ইং

- ১। পূর্ণেন্দ্র বিকাশ ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। সৈয়দ মমতাজুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোজাফফর আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। হোছাইন মোঃ ফজলে দাইয়ান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। গোলাম মৌলা চৌধুরী  
কদম রসুল, বাঁশখালী।
- ৬। মোহাম্মদ নূর আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। মোঃ আহছান উল্লাহ চৌধুরী  
উত্তর বরুমচড়া, আনোয়ারা।
- ৮। মোহাম্মদ বদি আহমদ  
গুনাপুরী, বাঁশখালী।
- ৯। মোঃ আবদুল মান্নান চৌধুরী  
উত্তর বরুমচড়া, আনোয়ারা।
- ১০। মনোরঞ্জন বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। সুকুমার দাশ  
কাঞ্চনা, সাতকানিয়া।
- ১২। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী  
কোকদত্তী, বাঁশখালী।

- ১৩। ইলা সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। জ্যোতিকর্ণা নন্দী  
দেওয়ানপুর, রাউজান।
- ১৫। মোহাম্মদ নূরুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। আলমগীর মোঃ সৈয়দ মাহবুবুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। আবদুল খালেক  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
হালিয়াপাড়া, বাঁশখালী।

১৯৫৮ ইং

- ১। সুভাষ চন্দ্র রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। মৃদুলা সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। রনধীর পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। মনিভূষণ কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। জমির আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ৬। মোহাম্মদ সমন্তুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। মোহাম্মদ সুরত জামাল  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৫৯ ইং

- ১। কমল হরি দত্ত  
খরসকুল, কক্সবাজার।
- ২। আনোয়ারুল আজিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। রশিদ আহমদ চৌধুরী  
বড়ঘোনা, বাঁশখালী।
- ৪। সুধীর রঞ্জন চৌধুরী  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ৫। শুক্লা সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। জালাল আহমদ  
ধাধাইয়া, বাঁশখালী।
- ৭। দিপ্তেন্দ্র সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। মনোজ কুসুম দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। নবী গোপাল দাশ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। ফোরখ আহমদ  
রত্নপুর, বাঁশখালী।
- ১১। মোহাম্মদ নূর আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার  
ইজ্ঞতনগর, বাঁশখালী।

১৯৬০ ইং

- ১। বদরুল আলম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। আবদুল মান্নান (ডাক্তার)  
সরল, বাঁশখালী।
- ৩। জামাল আহমদ  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ৪। সফিউল্লাহ খান  
খানখানাবাদ, বাঁশখালী।
- ৫। আবদুল গফুর চৌধুরী  
উত্তর বরুমচড়া, আনোয়ারা।
- ৬। বিমল কান্তি দাশ  
কাঞ্চনা, সাতকানিয়া।
- ৭। বিজ্ঞান বিহারী দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। অঞ্জলী সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। আবদুল গফুর  
সুইপুরা, সাতকানিয়া।

১৯৬১ ইং

- ১। হিমাংশু বিমল ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

- ২। উষা সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। সিরাজুল মোস্তফা  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৪। আবদুল মজিদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। হোছাইন আলী  
চাঙ্গল, বাঁশখালী।
- ৬। খাইর আহমদ  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৭। মোঃ দেলোয়ার হোসেন  
কোট পাড়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ তাহের আহমদ  
শেখেরখিল, বাঁশখালী।
- ৯। মফজুল আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। রাশেদ উদ্দীন চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। নৃপতি রঞ্জন পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। হরি রঞ্জন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬২ ইং

- ১। ফরহাদুল্লাহ মোঃ এজহারুল ইসলাম চৌঃ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। মিসবাহন নাহার আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। বদিউল আলম চৌধুরী  
চাপছড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাম্মদ আবদুল মালেক  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মফজুল আহমদ  
সরল, বাঁশখালী।
- ৬। মাহবুবুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। হারাধন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। অসিত বরণ সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। বাদল কান্তি পালিত  
ঢেমশা, সাতকানিয়া।
- ১০। চিন্তাহরন দাশ  
গহিরা, আনোয়ারা।
- ১১। নেপাল চন্দ্র ঘোষ  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ১২। স্মৃতিকর্ণা নন্দী  
দেওয়ানপুর, রাউজান।
- ১৩। স্বস্তিকা সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। সরোয়ার আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। মোজাহের আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।





১৯৬৩ ইং

- ১। মোস্তাফিজুর রহমান  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। আনোয়ার হোসেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আশীষ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। দানেশ আহমদ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। জামালউদ্দীন আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। সৈয়দ আহমদুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। অরবিন্দ ধর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। সুশীল কুমার চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। খলিল আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। মোঃ নুরুল হক চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। মোঃ নুরুল হক  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। নুরুলবী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ১৩। আবুল কাসেম  
সরল, বাঁশখালী।
- ১৪। আবদুল বায়েচ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। ওয়ালি আহমদ  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ১৬। সঞ্জীব কুমার দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। আবদুর রহিম  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।
- ১৮। আবুল কাসেম  
কাঞ্চনা, সাতকানিয়া।
- ১৯। মোহাম্মদ জহরুল হুদা  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৪ ইং

- ১। মোঃ মাহফুজুর রহমান  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। গোলামুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। জালাল আহমদ  
গুনাগরী, বাঁশখালী।
- ৪। অরবিন্দ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। মনোরঞ্জন দে  
হোয়ানক, মহেশখালী।
- ৬। সুবলচন্দ্র শীল  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। মানবেন্দ্র চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মিলন কান্তি চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। অলিউল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

- ১০। বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। শিব শঙ্কর নন্দী  
দেওয়ানপুর, রাউজান।
- ১২। অনাদি শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। নুরুল ইসলাম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। ফেরদৌস আহমদ  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ১৫। আজিজ আহমদ  
সরল, বাঁশখালী।
- ১৬। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৭। আকতার আহমদ চৌঃ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৫ ইং

- ১। খোরশেদ আলম চৌধুরী  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ২। লুৎফুন নাহার আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। মিলন কান্তি পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। উমা মুহুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। খোরশেদ জাহান  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। জহিরুল ইসলাম চৌধুরী  
বড়ঘোনা, বাঁশখালী।
- ৭। নৈদা বাশী সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। আশীষ বরণ ভট্টাচার্য্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। সীতানাথ দাশ  
রত্নপুর, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী  
সরল, বাঁশখালী।
- ১১। জামাল আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মহিবুর রহমান  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। জয়হরি সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। রেবা দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৬ ইং

- ১। মোঃ আহমদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। শান্তিপদ দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। জয়ন্ত কুমার দাশ  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ৫। আহমদ হুফা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোহাম্মদ ইলিয়াছ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

- ৭। সিরাজুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। হিরণ মোহন তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। আমিনুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। খাইরুজ্জামান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। সাইফুল হক  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ১২। সুজিত কুমার কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৭ ইং

- ১। অশেষ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। মোহাম্মদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আবুল কাসেম মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম চৌঃ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। মাহফুজ আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। সমস্তুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। ননী গোপাল সুশীল  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। নাজেম উদ্দীন চৌধুরী  
রত্নপুর, বাঁশখালী।
- ৯। হোসেন আরা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। শক্তি সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। সিরাজ আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। মোঃ আলমগীর চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। হৈয়দুল আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। কামরুদ্দিন আহমদ  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ১৫। মোঃ এশুফিজুর রহমান  
জলদী, বাঁশখালী।
- ১৬। তাহের আহমদ  
গুনাগরী, বাঁশখালী।
- ১৭। গিয়াসউদ্দীন আহমদ  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ১৮। মছদুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৮ ইং

- ১। খলিলুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ২। মাহবুব আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। আবছারুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। ইয়াছিনুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

- ৫। রেখা দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মুজিবুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। স্বপন কুমার চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। নমিতা চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। খলিলুর রহমান  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ খালেদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। মদুল কান্তি চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মনির আহমদ  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ১৩। শাহ আলম চৌধুরী (মৃত)  
রত্নপুর, বাঁশখালী।
- ১৪। মোহাম্মদ তৈয়ব  
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
- ১৫। পরিমল কান্তি বড়ুয়া  
মানিকপুর, কক্সবাজার।
- ১৬। অরুণ চন্দ্র দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৬৯ ইং

- ১। মনছুর উদ্দীন আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। মফিজুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৩। মাহফুজ আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। গোলামুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ফেরদৌছ আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মনোরঞ্জন দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। হাবিবুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। আবুল কাসেম  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ৯। দেলোয়ার হোসেন  
বাগমারা, বাঁশখালী।
- ১০। ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া  
মানিকপুর, চকরিয়া।
- ১১। মাহবুবুল আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মোজাফফর আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। হৈয়দুল আলম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। জামাল হোসেন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। সমস্তুল আলম  
গুনাগরী, বাঁশখালী।
- ১৬। জাফর আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।



১৯৭০ ইং

- ১। আহমদুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। হাবিবুল জলদাশ  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম  
সরল, বাঁশখালী।
- ৪। মনির আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। বাদল কান্তি চৌধুরী
- ৬। মনহরি দত্ত  
খুরসকুল, কল্লবাজার।
- ৭। মোরশেদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। জয়শংকর দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। দিলিপ কুমার শিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। রানু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। খোরশেদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদুল হক  
সরল, বাঁশখালী।
- ১৩। শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত  
খুরসকুল, কল্লবাজার।
- ১৪। আবু ছৈয়দ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। ছৈয়দ আহমদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৬। ফরিদ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। শিবশংকর চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। রঞ্জিতা পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। ছৈয়দ হোসেন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২০। হাবিবুর রহমান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২১। নুরুল ইসলাম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। বদরুদ্দিন  
চাপছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৩। আবু তাহের চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। ওবাইদুর রহমান  
বানীগ্রাম, বাঁশখালী।
- ২৫। সমরেন্দু চক্রবর্তী  
বানীগ্রাম, বাঁশখালী।
- ২৬। জোবেদা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৭। লিয়াকত আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৮। জহরলাল দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৯। শাহ আলম তালুকদার  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৭১ ইং

বিজ্ঞান

- ১। এ.কে.এম. ওহিদউদ্দীন চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। মোঃ নাজেমউদ্দীন চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। মোঃ সিরাজুল কবির  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। এনামুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

মানবিক বিভাগ

- ১। মোঃ আবু তাহের চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। বাণী আচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। নিঈদন বিহারী দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। হোসনে আরা বেগম  
ভাদালিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোহাম্মদ ইছমাইল  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৬। দিপালী চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। মমতাজ বেগম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ আতাউর রহমান চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৯। হারুন-অর-রশিদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। মুবিনুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। আবু জাফর চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। নাজেমুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। মোঃ নুরুল ইসলাম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। খুশু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। হরিকৃষ্ণ দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। নলিনী জলদাশ  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ১৮। কালীশংকর চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। অমিত কুমার সেন  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ২০। চিত্রায় বিকাশ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। অরুণ কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। নিরেন দেব  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৩। সমর কান্তি দেব সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

- ২৪। মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। নুরুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৬। আবদুল লতিফ  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ২৭। বাবুল কান্তি ধর  
জলদা, বাঁশখালী।
- ২৮। নারায়ণ চন্দ্র দাশ  
পালেগ্রাম, বাঁশখালী।
- ২৯। মোঃ আবুল কাসেম চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩০। সুশীল কুমার নন্দী  
পালেগ্রাম, বাঁশখালী।
- ৩১। বদরুজ্জ মেহের  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ৩২। আইয়ুব আলী  
ইলশা, বাঁশখালী।

১৯৭২ ইং

বিজ্ঞান

- ১। আলী হোসেন  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। আনিছুর রহমান চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। নিলুফা আক্তার বেগম  
ভাদালিয়া, বাঁশখালী।
- ২। আলোকণা ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। স্বপ্না চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। মেরী চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ঝিনু চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। গীতা পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আজিজ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। এস.এম. মাহবুবুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। মোঃ ইলিয়াছ আক্তার চৌধুরী  
শেখেরখিল, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ ইব্রাহীম  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ১১। মোঃ নুরুল ইসলাম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। নুরুল আলম চৌধুরী  
জালিয়াঘাটা, বাঁশখালী।
- ১৩। ফজলুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। মোহাম্মদ মাহফুজ আলী  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ১৫। জাফর আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। শাহ আলম  
ইলশা, বাঁশখালী।

- ১৭। মোহাম্মদ সোলেমান  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ১৮। বাবুল আচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। মিহির কান্তি চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২০। সৌরভময় শিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। শিব প্রসাদ চক্রবর্তী  
বানীগ্রাম, বাঁশখালী।
- ২২। দুলাল চন্দ্র দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। বিশ্বজিৎ কুমার কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। নিবেদিতা শিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। জহরলাল জলদাশ  
হালিয়াপাড়া, বাঁশখালী।
- ২৬। হিমাংশু বিমল নন্দী  
পালেগ্রাম, বাঁশখালী।
- ২৭। অনাদি মোহন গুহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৮। এ.আই.এম. আবু জাফর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৯। নুরুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩০। মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী  
চাহল, বাঁশখালী।

১৯৭৩ ইং

বিজ্ঞান

- ১। বিশ্বপতি পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। আবদুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৩। আবদুর রহমান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। স্বপ্না পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। নুরুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। মাহফুজুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। আবু নোমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ভূপাল কান্তি গুহ  
কোকদনী, বাঁশখালী।
- ৬। রেখা চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। কল্পনা তালুকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। নীলুফার বেগম চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৯। আজাদ মোঃ মনজুর আহমদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। মোঃ আরবুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।



- ১১। মোঃ জহির উদ্দীন আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। আবুল কাসেম চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ কাসেম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। মধুসূদন দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। রতন কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। মুক্তেন্দ্র বিকাশ শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৭। সুখেন্দ্র বিকাশ শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৮। কুতুব উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৯। আকতার উদ্দীন  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ২০। মহিতোষ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। মোঃ হারুন আর রশিদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ১৯৭৪ ইং

##### বিজ্ঞান

- ১। এস.এম. মেহবাউল ইসলাম  
খরগাঁও, বোয়ালখালী
- ২। কিরণ কান্তি দেব শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। হাকিম আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। আহমদ হোসেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। স্বপন কুমার পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

##### মানবিক

- ১। মোহলেম তাজ বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। উম্মুচ্ছফা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। উম্মুল খাইর বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। আজিজুল হক চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। বাবুল কান্তি তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। স্বর্ণা দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আমেনা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। কৃষ্ণ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। রত্না পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। চম্পা বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। সীর্ণা চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ১২। আবদুল মালেক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। তপন কুমার চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। রফিকুল আলম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। আবুল কাসেম  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ১৭। সুভাষ চন্দ্র সেন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৮। আশীষ কুমার তালুকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৯। মিলন কান্তি দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২০। মঈন কুমার তালুকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২১। জাফরুল হক  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। জাফর আহমদ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। আহমদ হোসেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। মোহাম্মদ আবদুল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। শাহ আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৬। ফরিদ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৭। আবুল কাসেম  
ইলশা, বাঁশখালী।
- ২৮। বাবুল কান্তি শিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২৯। রতন কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩০। মোঃ নুরজ্জামান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩১। মোঃ নুরুল আবছার চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।

#### ১৯৭৫ ইং

##### বিজ্ঞান

- ১। মালেক আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। আবদুল জলিল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আবুল কালাম  
সরল, বাঁশখালী।
- ৪। হরি শংকর চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। আবদুচ ছোবহান  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৬। মঈন উদ্দীন  
সরল, বাঁশখালী।

##### মানবিক

- ১। রাহমত উল্লাহ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

- ২। দিলিপ কুমার ধর  
পুকুরিয়া, সাতকানিয়া।
- ৩। দিলিপ কুমার ঘোষ  
জলদী, বাঁশখালী।
- ৪। প্রদীপ কুমার ঘোষ  
জলদী, বাঁশখালী।
- ৫। গিয়াস উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। হাবাধন কুমার দে  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। রুহুল আমিন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ হৈয়দুল হক চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। গোবিন্দ দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। মল্লিকা রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। সবিতা রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। সাহেদা বেগম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। হাছিনারা বেগম  
সাধনপুর, বাঁশখালী।
- ১৪। দলিলুর রহমান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। মুশ্দি আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৬। দিদারুল আলিম  
রাতারকুল, বাঁশখালী।
- ১৭। মোহাম্মদ জাকের  
জালায়াঘাটা, বাঁশখালী।
- ১৮। মোঃ হাসান মনসুরী  
বাগমারা, বাঁশখালী।

#### ১৯৭৬ ইং

##### বিজ্ঞান

- ১। মোঃ ইউনুছ আক্তার চৌধুরী  
শেখেরখীল, বাঁশখালী।
- ২। মুজিবুর রহমান চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩। বেগম সাইফুন নাহার চৌধুরী  
মির্জারখীল, সাতকানিয়া।
- ৪। দিদার মোঃ মোস্তাফিজুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোঃ আমিরুল ইসলাম চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৬। মোঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। ভবতোষ দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ কামাল উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

##### বাণিজ্য শাখা

- ১। মাহমুদুল হক  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। প্রভাত কুমার পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ৩। শেহাব উদ্দীন আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোজাহেরুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মমতাজুল হক চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

##### মানবিক

- ১। ছগীর আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। সবিতা আচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মনোয়ারা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। সুশান্ত কান্তি রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। সুজাউদ্দৌল্লাহ মোঃ জিয়াউল  
ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। আশীষ পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ১৯৭৭ ইং

##### বিজ্ঞান

- ১। মোঃ আবু হাদেদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। শাহাব উদ্দীন আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। সমন্তন নাহার বেগম  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। রূপনা পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। সৈয়দ মহিউদ্দীন মোহাম্মদ  
সেলিম নেওয়াজ  
বাঁশখালী।

##### বাণিজ্য

- ১। শাহ আলম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। নুরুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

##### মানবিক

- ১। পান্না রাণী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। পারিজাত রাণী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ১৯৭৮ ইং

##### বিজ্ঞান

- ১। শিবু প্রসাদ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। বেগম শাহনাজ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মিলন কান্তি আচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। আশেক আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।



**বাণিজ্য বিভাগ**

- ১। মোহাঃ নাজেম উদ্দীন মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ২। দুলাল চন্দ্র সুশীল বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৩। কমরুল ইসলাম চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। ত্রিদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মাহফুজ আলী কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মদন মোহন দে চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক বিভাগ**

- ১। রেণু চক্রবর্তী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। ফারুখ আহমদ চৌধুরী কালীপুর, বাঁশখালী।
- ৩। আকতারুল ইসলাম চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাঃ সিরাজুল মোস্তফা চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মকছুদুর রহমান চৌধুরী কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মদন কুমার চক্রবর্তী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। অশেষ চক্রবর্তী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোহাম্মদ ইউনুছ মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৯। রওশন আক্তার বেগম মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১০। আবু হিদ্দিক কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। কফিল উদ্দীন মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। হাকুন রশিদ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। আনিছ মোহাম্মদ গভামারা, বাঁশখালী।

**১৯৭৯ ইং**

**বিজ্ঞান বিভাগ**

- ১। গোফরান উদ্দীন আহমদ চৌধুরী সরল, বাঁশখালী।
- ২। ফৌজুল আজিম চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোঃ জসিম উদ্দীন চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। হৈয়দ আহমদ কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মুনিরজাদী ফজলে আলম বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। আনন্দ শংকর তালুকদার চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ৭। নিজাম উদ্দীন চৌধুরী কাথরিয়া, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য বিভাগ**

- ১। মোঃ জসিম উদ্দীন সরল, বাঁশখালী।
- ২। মোঃ কামাল উদ্দীন আহমদ কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। প্রদীপ কুমার বিশ্বাস চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। পিন্টু কুমার তালুকদার চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ফোরক আহমদ বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৬। নাছরিন আক্তার চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৭। ছাবের আহমদ সরল, বাঁশখালী।

**মানবিক**

- ১। হামিদা চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। অঞ্জলী রাণী সিকদার মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩। হোছনে আরা বেগম মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। জয়নাব বেগম চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। সুকতি রাণী তালুকদার চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। জাহিদ মোঃ নুরুল আমিন বাঁশখালী।
- ৭। আজিজুল হক চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মেছবাউর রহমান হুমুয়া, বাঁশখালী।
- ৯। সুপ্রিয় বিশ্বাস চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**১৯৮০ ইং**

**বিজ্ঞান**

- ১। মুনিরজাদী কাফিয়া আলম বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। বেগম কমরুল্লাহা চৌধুরী শেখেরখীল, বাঁশখালী।
- ৩। কাওসার মোঃ খলিলউল্লাহ চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোঃ ইউনুফ আক্তার চৌধুরী শেখেরখীল, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

- ১। আনিছুর রহমান চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। নাছির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩। অজয় কুমার চক্রবর্তী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ৪। জাহিরুল আলম রত্নপুর, বাঁশখালী।

**মানবিক**

- ১। মনজরে আলম চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। শিপ্রা রাণী তালুকদার বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। ফরিদ আহমদ বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

**১৯৮১ ইং**

**বিজ্ঞান**

- ১। শিবেন্দু খাস্তগীর কালীপুর, বাঁশখালী।
- ২। মোঃ তৈয়ব উল্লাহ বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। হুমর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। রমিজ আহমদ চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। বেগম ফরহানা চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

- ১। আমিনুল ইসলাম চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ২। আহমদ শাহ চৌধুরী বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

**মানবিক বিভাগ**

**নাই**

**১৯৮২ ইং**

**বিজ্ঞান**

- ১। মুনিরজাদী শহীদা আলম বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। রণজিত বরণ পুরোহিত চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। শহীদুল মোস্তফা চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। দেলোয়ার হোসেন চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। দীপঙ্কর তালুকদার চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। নজরুল ইসলাম চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৭। মৃদুল কান্তি তালুকদার বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। রঞ্জনা সেন চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। কনকনা সেন চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। অঞ্জনা রাণী দাশ কাপ্তন নগর, চন্দনাইশ।
- ১১। মোরশেদ আহমদ চৌধুরী কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। ছালেহা বেগম কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। কাবেরী চৌধুরী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক**

- ১। অঞ্জনা রাণী দত্ত চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

- ১। অনুপ খাস্তগীর কালীপুর, বাঁশখালী।
- ২। শাহেদ আলী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আবদুল মল্লান বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৪। নির্মল কান্তি সেন বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। বাদল কান্তি দাশ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোঃ দানেশ চৌধুরী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আশরাফ আলী কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। হারাধন কান্তি সিকদার বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। অশোক কুমার দে ডুলাহাজারা, চকরিয়া।
- ১০। আবদুল মালেক চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। রূপক কান্তি পুরোহিত চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। কামাল উদ্দীন চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

**১৯৮৩ ইং**

**বিজ্ঞান**

- ১। শৈবাল খাস্তগীর কালীপুর, বাঁশখালী।
- ২। সাইফুল ইসলাম চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ ছলিম চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

- ১। ছাদুর রশিদ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। জাফর আহমদ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ আলী চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাঃ আমজাদ হোসেন চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। আবদুল মালেক চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোঃ নুরুল হক চৌধুরী মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৭। মোঃ শহীদ আক্তার চৌধুরী শেখেরখীল, বাঁশখালী।
- ৮। শ্যামল কান্তি দত্ত চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। আশীষ কুমার দাশ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। নয়ন কাজল দাশ চেচুরিয়া, বাঁশখালী।







১১। নজির আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

১২। মোহাম্মদ ফারুক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক**

১। আরজুমদার আরা বেগম  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।

২। মুর্শিদা বেগম চৌধুরানী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৩। সাহিনা মমতাজ বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। মিতা রাণী তালুকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৫। সেতারা বেগম  
পূর্ব চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। মমতা রাণী দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৭। রিজভা দাশ  
এওচিয়া, সাতকানিয়া।

৮। কমরুল্লাহর বেগম  
গভামারা, বাঁশখালী।

৯। লাকী পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। মোহাম্মদ আয়েশা খানম  
বরইতলী, বাঁশখালী।

১১। ফরিদা ইয়াছমিন চৌধুরানী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

১২। মোহাম্মদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। মোহাম্মদ তৈয়ব উল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। মোহাঃ মনজুর উদ্দীন আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**১৯৮৪ ইং**

**বিজ্ঞান**

১। রেহানা চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

২। স্মৃতি রেখা ধর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৩। নজমুন নাহার বেগম চৌধুরানী  
মির্জারখীল, বাঁশখালী।

৪। মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন  
নাইখাইন, বাঁশখালী।

৫। পলক কুমার পাল  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৬। মোরশেদ আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৭। আবুল কাশেম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

৮। সামওদ্দীন মোঃ ইছাক চৌধুরী  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।

৯। আমির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

১০। পলক কান্তি তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১১। ফখরুল ইসলাম  
কালীপুর, বাঁশখালী।

১২। অশেষ কুমার পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক**

১। তোহকাতুল ওসফাক চৌধুরানী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

২। মোহাম্মদ তহলিমা বেগম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৩। রেখা পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। আবু ছালেহ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৫। জন্মাতুল মাওয়া চৌধুরানী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৬। ফরিদা ইয়াছমিন  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

১। ফেরদৌছ আহমদ চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

২। মফিজুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। অনুপ কুমার দাশ  
এওচিয়া, সাতকানিয়া।

৪। সতীনাথ ভট্টাচার্য্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। চিন্ময় তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। আলী হায়দার চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। দয়াল কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। হেমেন্দ্র নাথ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৯। রেজাউল করিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। হরনাথ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১১। অরিন্দম দত্ত  
পালেশ্বর, বাঁশখালী।

১২। আহমদ ছফা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**১৯৮৫ ইং**

**বিজ্ঞান**

১। মুনিরজাদী আয়েশা আলম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

২। প্রণতি পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। গোলশান জাহান মোহাম্মদ  
উম্মে কুলসুম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। গৌরীন্দ্র দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক**

১। মাখন রাণী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। প্রদীপ কুমার তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। তপতী পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য**

**নাই**

**১৯৮৬ ইং**

**বিজ্ঞান**

১। মোহাম্মদ আবুল বশর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। নৃপতি সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৩। তন্ময় সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। এয়ার মোহাম্মদ  
গভামারা, বাঁশখালী।

৫। রহিমুল আলম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

৬। রোজানা চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৭। নিলুফা ইয়াছমিন চৌধুরী  
মির্জারখীল, সাতকানিয়া।

৮। মোহাম্মদ লুৎফুন্নেছা চৌধুরী  
শেখেরখীল, বাঁশখালী।

৯। মজদুর রহমান চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

১০। নুরুল হাকিম চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

**মানবিক**

১। খাদিজা বেগম  
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

২। মোহাম্মদ শাহ আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। শ্যামল সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। নারায়ণ প্রসাদ দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। চিত্রা রাণী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। হাসিনা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৭। মোহাম্মদ করিমুন্নেছা  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৮। সাখী রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৯। সুব্রত কুমার তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। খোরশেদ আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১১। অশোক কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১২। শুভ কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। রবিউল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। নন্দন বিকাশ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৫। আবুল হোসাইন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**বাণিজ্য বিভাগ**

১। মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। মাহফুজ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**১৯৮৭ ইং**

**বিজ্ঞান**

১। সফিউল আজম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

২। আবু ছালেহ মোঃ তাহের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। নাছিম আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। অর্চনা প্রভা সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৫। আবদুল করিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। পদ্মী রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। রাম প্রসাদ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৮। সফিউল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৯। আহমদুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। মোহাঃ আমানউল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১১। জাফর আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১২। মোহাঃ ফজলুল কাদের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। মুজিবুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

**মানবিক**

১। রহিমা আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। তামান্না আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। কণিকা চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। মোহাঃ কামাল উদ্দিন  
পূর্বকাথরিয়া, বাঁশখালী।

৫। রূপন কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। রিটন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। অনিল গোপাল চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। আশীষ কুমার সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৯। জাকের হোসেন  
কাঞ্চনা, সাতকানিয়া।

১০। মোঃ রায়হান উদ্দিন চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।



- ১১। মোরশেদুল হক  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। শিবু প্রসাদ তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। তহুয়া বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। স্বপন কুমার চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। কাজী মোহাম্মদ আবদুল বাতেন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

### ১৯৮৮ ইং

#### বিজ্ঞান

- ১। ছিদ্দিক আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। আবু হালেহ মোঃ হামেদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। শহীদুল হক চৌধুরী  
চাষল, বাঁশখালী।
- ৪। মফিজুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোঃ আবু তাহের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোঃ ইলিয়াছ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। মোঃ ইউনুছ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। শিমুল কান্তি তালুকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। অঞ্জনা রাণী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। তছকেরা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। শুকু রানী দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মোঃ কমর উদ্দীন  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১৩। আবদুল মন্নান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

#### মানবিক

- ১। মোঃ ছগীর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। রতন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মিলন কান্তি ধর  
উত্তর জলদী, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাম্মদ আলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। আবদুল জব্বার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। শেলী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। দিপাঙ্কিতা তালুকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। জন্মান্তুল মাওয়া (রমিজা)  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

### ১৯৮৯ ইং

#### মানবিক

- ১। মোহাম্মদ মুবিনুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। মোহাম্মদ নুরুল আজম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ ফারজানা নাসরিন চৌধুরী  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ৪। পিয়ুষ কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ছৈয়দুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোহাম্মদ তাজউদ্দিন  
জলদী, বাঁশখালী।
- ৭। আজিজ উদ্দিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। সঞ্জিত কান্তি দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। মোহাম্মদ সেলিনা আকতার চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। আজমান আরা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ১১। মোহাম্মদ জন্মান্তুল নাসিম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। সুরাইয়া বেগম চৌধুরানী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। কামরুন্নাহার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। কুমকুম দে  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। শিউলী চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। বীনা রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। শামীম আরা বেগম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১৮। মোহাম্মদ হোছাইন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। মোহাম্মদ নুরুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### বিজ্ঞান

- ১। মোঃ তারিকুল হাসান চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। মুহাম্মদ নুরুল আনোয়ার  
পূর্বকাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মুহাম্মদ জমির উদ্দীন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মাইমুনুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। মোঃ সাহাব উদ্দীন চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৬। মোহাম্মদ বদিউল আহসান চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। অজিত কুমার সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। সঞ্জীব বিকাশ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান  
বাগমারা, বাঁশখালী।

- ১০। মিতা রানী দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

### ১৯৯০ ইং

#### বিজ্ঞান

- ১। মোহাম্মদ রায়হান জ্ঞাত নজ্জাম আভার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। নজরুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। আবদুল মালেক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। সিরাজুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। জাহরে আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। আইয়ুবুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। সাধন চন্দ্র সুশীল  
ঢেউরডেঙ্গা, বাঁশখালী।

#### মানবিক

- ১। জেবুন্নিছা বেগম চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ২। পান্না রানী দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। আবু জাফর মোহাম্মদ  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। রিংকু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। তাপস সেন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। প্রকাশ কান্তি দেব  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

### ১৯৯১ ইং

#### মানবিক

- ১। সৌরভ কুমার ধর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। সন্তোষ কান্তি দে  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। সুকু কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। শুকু দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। শিল্পী রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। সুখেন্দু মোহন দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। জাকের আহমদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। মোহাম্মদ শাহীন  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। জাকরিন আভার  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। নূর বেগম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। আম্রেশা বেগম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। লিটু রানী পুরোহিত  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

- ১৩। কৃষ্ণ দেব  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। আনিছুর রহমান  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১৫। আহমদ ছগীর  
বরইতলী, বাঁশখালী।

#### বিজ্ঞান

- ১। নির্মল কান্তি সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২। গোপাল দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোঃ শহীদুল্লাহ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাম্মদ জাহেদ আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোস্তাক আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আরেফা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। সুজিত কুমার সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। মোরশেদা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। স্বপ্না রানী সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ শওকত ওসমান চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

- ১৪। মোহাম্মদ হাসন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। মোঃ হাসান আল-ফেরদাউল চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৬। চপল তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। দৌলত আকবর  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১৮। টুটন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। ছৈয়দুল ইসলাম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২০। জন্মান্তুল মাওয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

### ১৯৯২ ইং

#### বিজ্ঞান

- ১। হাফেজ আহমদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। অনজন কুমার দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। নাছির উদ্দীন  
বরইতলী, বাঁশখালী।





- ৫। কামরুল ইসলাম  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৬। শহীদুর রহমান চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আহমদ উল্লাহ  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৮। দীপংকর দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। তাপস কান্তি তালুকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। জন্মাতুল ফেরদৌস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। মাহমুদা সুলতানা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। নুসরাত জাহান নূরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। সানু কুমার পাল  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ১৪। রোকসানা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। নজরুল ইসলাম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১৬। মোহাম্মদ ইব্রাহীম  
সরল, বাঁশখালী।
- ১৭। ভুবন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। মোঃ মাহফুজুর রহমান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। নুরুল কাদের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। মোছাম্মৎ শাহানা ইয়াছমিন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। হোছনে আরা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। সুপ্রিয়া দাশ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মুহাম্মদ জহরুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোঃ মাহবুবুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোঃ ফারুক আজাদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মোঃ সাদুর রশিদ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। সমন্তুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। পটু কান্তি দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। রণশন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৯৩ ইং

মানবিক

- ১। শাহেদা জামাল চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। লুৎফুল্লাহর বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। কণিকা আক্তার  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। মাইমুনা খানম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। ডলি রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। পলাশ কুমার ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। রূপন কান্তি সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। উত্তম কুমার বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মোঃ আনোয়ার হোছাইন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। আহমদ হুগীর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। অসীম কান্তি পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মোঃ আমিনুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ শাহ আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। মাহবুবুল হক চৌধুরী  
চাফল, বাঁশখালী।
- ১৫। মোহাম্মদ এমরান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। হেলায়ত উল্লাহ চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৭। আরজু মোঃ শেহাব উদ্দিন কামাল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। নাছির উদ্দিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। ছাবের আহমদ  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।

বিজ্ঞান

- ১। দেব প্রসাদ দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। অনুপম চন্দ্র দাশ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। স্বপন কান্তি সেন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাম্মদ আনোয়ার  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৫। অরূপ কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। আশীষ কুমার আচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। জামেদুল ইসলাম  
মানিক পাঠান, বাঁশখালী।
- ৮। ছাবের আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। আজিজ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

- ১০। বদরে আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। প্রকাশ কুমার সেন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদ তৈয়ব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। জহিরুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। সঞ্জয় সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। পরিতোষ দাশ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৬। নয়নমনি সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৭। অলসেন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। আরিফুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২০। মোহাম্মদ ছলিম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ২১। মাহমুদুল হক  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। হামিদা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। সেলিম উদ্দিন চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। জাহাঙ্গীর আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। টিংকু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৯৪ ইং

বিজ্ঞান

- ১। মোছাম্মৎ তাহমিনা আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। মোছাম্মৎ সাহেদা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। মনোয়ারা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। আবুল কাসেম মোঃ মঈন উদ্দিন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। ওসমান গণি  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোহাম্মদ ইদ্রিছ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। জসিমুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। জাফর আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। সাইফুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১০। আজিজুল মোস্তফা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১১। মোঃ শহীদুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১২। আমির আবদুল্লাহ খান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

- ১৩। শহীদুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। সুরেন কান্তি দেব  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। কোহিনুর বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। কোহিনুর আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। ফাতেমা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। মোছাম্মৎ শওকত আক্তার চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। রহিমা গুলশান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। মিতা রানী সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। ইতু রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। জুলিয়া আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। সাবিহা সুলতানা  
পশ্চিম জলদী, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। রাশেদুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। জসিম উদ্দিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। তপন কুমার চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। শহীদুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৫। সুজনমনি সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৬। মধু পুরোহিত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। বিকাশ কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। এনামুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। জাহাঙ্গীর আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২০। মোরশেদ উল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। মিস্তা উদ্দিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। মোঃ আবদুল মোনায়েম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৩। আবদুল কাদের  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। অর্চনা রানী চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। বিউটি রানী দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৬। বেবী কর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।



- ২৭। উম্মে সালমা  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২৮। রোজী রানী সেন  
পেতুয়া, চকরিয়া।
- ২৯। হোসনে আরা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩০। পান্না রানী দেব  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩১। সজল সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩২। সুমন কান্তি সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৩। অচ্যুতানন্দ সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৪। ভাস্কর দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৫। সেনু রায় চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৬। আবু তাহের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৭। কামরুল ইসলাম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩৮। মোঃ সরওয়ার হোছাইন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৯। আবদুল মল্লান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪০। আবরার হোছাইন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪১। আবদুল হাকিম  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৪২। মোহাম্মদ মোহসীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪৩। রহিমুল আহসান চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪৪। কুশ প্রসাদ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

১৯৯৫ ইং

বিজ্ঞান

- ১। মোহাম্মৎ কামরুন্নেছা  
পাংশা, রাজবাড়ী।
- ২। চম্পা রানী সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। শিউলী সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। জেবুন্নেছায়ে আমিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোহাম্মৎ ওয়াহিদা আফরোজ চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। হাফছা বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। মোহাম্মৎ শবনম জাহান রীনা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। ফরজানা নেওয়াজী চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মাহমুদা খানম সুলতানা  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১০। শিউলী রানী  
বরইতলী, বাঁশখালী।

- ১১। কমরুন নাহার চৌধুরী  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১২। রূপন চক্রবর্তী  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ১৩। অনজন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। রেজাউল করিম চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। রুহুল আমিন  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। ফজলুল কাদের চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। মোঃ শোয়াইবুল ইসলাম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। লিটন কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। প্রভাস কুমার ধর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২০। হাসান মনসুর  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২১। মোহাম্মদ হুগীর  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। আজিজ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। মুহাম্মদ আবদুল মল্লান  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। মোহাম্মদ ইদ্রিছ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। হরি প্রসাদ সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২৬। মামুন তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৭। বিপুল কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৮। ছৈয়দ আহমদ  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ২৯। হাসান নেওয়াজ চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩০। মনির আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩১। প্রিয় রঞ্জন চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩২। মোহাঃ আলী হোছাইন  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৩। শ্যামল কান্তি সুশীল  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৩৪। মোঃ শাহাদাতুল ইসলাম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩৫। বিশ্বজিৎ তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। জুবাইদুন্নাহার শিরীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। শবনম সুরাইয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। কামরুন্নাহার বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। নজমুন্নাহার বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ৫। নাজেমুন্নাহার বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। মোছাম্মৎ নজমুন্নাহার নূরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। রোজী রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। বাসনা রানী রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। ঝুনু রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। ইন্টিমিট তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। শিপ্রা রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। স্মৃতি রানী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। মোছাম্মৎ উম্মল খাইর আজমা  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ১৪। রেশমা তাহের  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। স্বাগতা চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। তাহলিমা আক্তার চৌধুরী  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১৭। রাজিয়া বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। তছলিমা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। নাজমিন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২০। নাছরিন আক্তার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২১। ইয়াছমিন আক্তার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২২। আমেনা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। শাহিনা আক্তার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ২৪। নুরতাজ বেগম  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ২৫। শিল্পী তালুকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৬। মনি রানী দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৭। দেলোয়ার হোছাইন চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৮। জাহাঙ্গীর আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৯। শহীদুল ইসলাম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৩০। আ.মা.মোঃ হা.হা. শরীফ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩১। কামাল আহামদ  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩২। জামসেদ আহমদ চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৩। ফোরকানুল আজম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

- ৩৪। মোহাম্মদ রফিক  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩৫। মোঃ আবদুল হক  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩৬। জসীম উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৭। নজরুল ইসলাম চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩৮। মোহাম্মদ নাছির  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩৯। কামাল উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪০। রফিক আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪১। সলিল প্রসাদ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪২। রঞ্জিত কান্তি দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪৩। মোঃ আলকাছ আলম  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৪৪। সুরঞ্জন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪৫। সুজন মনি সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৪৬। দীপঙ্কর দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪৭। খাইরুল হক  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ৪৮। ফরিদ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪৯। নূর হোছেন  
কালীপুর, বাঁশখালী।
- ৫০। আনোয়ারুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫১। মাইমুনর রশিদ  
বরইতলী, বাঁশখালী।

১৯৯৬ ইং

বিজ্ঞান

- ১। হামিদা ইয়াছমিন  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ২। মুরশিদা সুলতানা চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। শেপু রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। পপলিন রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। মোছাম্মৎ রওনক জাহান নূরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। সঞ্জয় কুমার দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। বোরহানুল আজম চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ  
পুঁইহুড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। মোহাম্মদ শহীদুল হক  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ মর্তুজা আলী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।





মানবিক

- ১। মোহাম্মদ হামিদা ফেরদৌসী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। রাশেদা আজাদ  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। তসকেরা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। কমরুন নাহার বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। নারগিছ আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। আবু মুসা  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। আলী আকবর  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৯৭ ইং

বিজ্ঞান

- ১। ডলি রানী সেন  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। শিরিন আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মিনহাজুল হক  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। এফ এম, রুবায়েত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। তৌহিদ হোছাইন  
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
- ৬। হারাধন কান্তি দেব  
পাইরাং, বাঁশখালী।
- ৭। অনিমেষ বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোঃ নেছারুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। সোলাতান আহমদ  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১০। আবদুল করিম  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১১। রূপক কান্তি সুশীল  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১২। আজিজ আহমদ  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ আয়ুব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। সুমন কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। আবদুর রহিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। টুমন কান্তি দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। সাপুল কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৮। রূপক রঞ্জন দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৯। তৌহিদুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২০। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। আবদুল মালেক  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

- ২২। মোহাম্মদ শোয়াইব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৩। মোহাম্মদ আলমগীর  
বাহারছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৪। মোহাম্মদ হাবিব হাসান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২৫। মোহাম্মদ ইউনুছ  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ২৬। সুন্দন শিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৭। নুরুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৮। সুমন কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। মোহাম্মদ কামরুন্নাহার শামীম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। শাহীনুর আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। সুচরিতা রেখা ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৪। হামিদা সোলাতানা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। দিল্লী রানী দেব  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। শারমিন ফেরদৌস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। শেলী চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। নেলী চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মিনথু রানী সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ সালাম আক্তার চৌধুরী  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।
- ১১। হামিদা আক্তার  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ১২। রেহানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৩। মোহাম্মদ জয়নাব বিবি  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১৪। টুকলী রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। কৃষ্ণা রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৬। জাহেদা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৭। মিতালী সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৮। নুরুল হক  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ১৯। প্রেম কুমার দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২০। বিশাল রায় চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২১। মোঃ ছরওয়ার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২২। হালিম ওসমান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

- ২৩। সুজন কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৪। নুরুল কবির  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৫। আবদুল কাদের  
বরইতলী, বাঁশখালী।
- ২৬। মোঃ মুজিবুল আলম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২৭। সুপ্রকাশ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯৯৮ ইং

বিজ্ঞান

- ১। উম্মে হাবিবা  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। শাহিদা বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। রোকসানা আক্তার  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।
- ৪। মোহাম্মদ ইউছুফ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। চন্দন চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। নূর মোহাম্মদ ফেরদৌস চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। গিয়াস উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। দুলালী দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মোহাম্মদ শাহনাজ বেগম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। আজিজুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। আমিনুল ইসলাম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।

১৯৯৯ ইং

বিজ্ঞান

- ১। মোহাম্মদ হাসনাত ফেরদৌসী খানম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। সুবর্ণা ধর  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। ফরহানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। কমরুন্নাহার বেগম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৫। রিদওয়ানুল হক  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। রেজাউল করিম  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। মোঃ ফয়সল ওসমান  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৮। শফিকুর রহমান চৌধুরী  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৯। নূর মোহাম্মদ চৌধুরী  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।
- ১০। রানা ভট্টাচার্য  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

- ১১। মোহাম্মদ রশিদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। মোহাম্মদ শহীদুল হক  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।
- ১৩। জোনায়েদ বোগদাদ  
চাষল, বাঁশখালী।

মানবিক

- ১। হোছনে জন্নাত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ২। রিংকু চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৩। মোহাম্মদ শাহনাজ বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। নাছিম আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। রুমি আকতার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৬। বিলকিছ সুলতানা  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৭। রুবি আকতার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। রূপনা রানী দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। মর্ত্তজা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। বেবী রানী দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১১। কল্যাণী দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১২। রত্না রানী সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ১৩। ফাতেমা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৪। মোঃ এনামুল হক চৌধুরী  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ১৫। সাজ্জাদ হোসেন মোঃ সেলিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

বাণিজ্য

- ১। রায়হান জন্নাত  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ২। শিল্পী সিকদার  
বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
- ৩। উম্মে ছায়েকা নাজমা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৪। শিউলী রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৫। নুসরাত জাহান  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৬। উম্মে হাবিবা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৭। জন্নাতুল ফেরদৌস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ৮। মোহাম্মদ ফারজানা ইসলাম  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।
- ৯। নকিউদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
- ১০। মোহাম্মদ ইলিয়াছ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।



১১। আরাফাতুল ইসলাম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

১২। মোঃ হেলাল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। নিরুপণ দত্ত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। উত্তম কুমার দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

১৫। মোঃ নুরুল্লাহ  
জালিয়াঘাটা, বাঁশখালী।

১৬। মোবারেকুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৭। মোঃ মোশাররফ হোছাইন  
বাগমারা, বাঁশখালী।

১৮। মোঃ জমির  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯। আবু ছালেহ মোঃ আশেক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২০। দিদারুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### রেফার্ড (মানবিক)

১। জিন্নত আরা  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

২। রহিমা বেগম  
চাষল, বাঁশখালী।

৩। রোজী রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। সুজন বৈষ্ণব  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৫। শেখর কান্তি চৌধুরী  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৬। অরুণ কান্তি সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। শিবুনাথ দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। জাহেদুল ইসলাম  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

#### রেফার্ড (বিজ্ঞান)

১। নুরুল আমিন  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

২। রিদওয়ানুল হোছাইন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

#### ২০০০ ইং

#### বিজ্ঞান

১। মোহাম্মৎ আরজিনা জন্নাত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। মফতাহুল জন্নাত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। ফাহিমদা দুলওয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। রানা কুমার দেব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। পলাশ কান্তি সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। রূপক কান্তি দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। সুচন্দন সিকদার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। আবদুল মালেক  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।

৯। মোঃ এরশাদুল আলম  
কালীপুর, বাঁশখালী।

১০। এম.ও.জি. হাবিবুল ইসলাম চৌধুরী  
কালীপুর, বাঁশখালী।

১১। তড়িৎ বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১২। পরিমল কান্তি সুশীল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। রকিব উল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। আরিফুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### মানবিক

১। জন্নাতুল ফেরদৌস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। পারভীন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। মোহাম্মৎ পারভীন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৪। জন্নাতুল মাওয়া  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৫। মুনির উদ্দীন  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।

৬। মোঃ নেছারুল হক  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ব্যবসায় শিক্ষা

১। বাব্বী রানী দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। সুজিতা সিকদার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৩। মোঃ ইব্রাহীম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। মোঃ সেলিম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। এম.ও.জি. ফখরুল ইসলাম  
কালীপুর, বাঁশখালী।

৬। এ.জি. রিয়াদ মাহমুদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। মোঃ শাহেদুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। কামাল হোসেন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৯। ইফতেখার হাবিব  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। মোঃ হেলাল উদ্দীন  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।

১১। মোঃ ইছমাইল  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### বিজ্ঞান রেফার্ড

১। মোহাম্মৎ খালেদা আজাদ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

২। মোঃ আবু নাহের  
কাথরিয়া, বাঁশখালী।

#### বাণিজ্য রেফার্ড

১। মোহাম্মদ মহিব উল্লাহ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### মানবিক রেফার্ড

১। জন্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরানী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। হাসিনা সোলতানা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ২০০১ ইং

#### বিজ্ঞান

১। মোহাম্মৎ মোস্তারী বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। মোহাম্মৎ ডালিয়া ফারজানা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। তানজিনা ইয়াসমিন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। জেসমিন আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। রোখসানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। জন্নাতুল মাওয়া  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৭। নাহিদা ইয়াসমিন  
মানিকপাঠান, বাঁশখালী।

৮। মোহাম্মৎ শরিফুল্লাহ বেগম  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৯। তারেকুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। এ.জি. অসিফ মাহমুদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১১। জসীম উদ্দিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১২। আদনান ছোবহান  
গুনগরী, বাঁশখালী।

১৩। কাজল কান্তি রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। মোহাম্মদ জহির উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৫। এম.এম. নাজমুল হোছাইন চৌধুরী  
গুনগরী, বাঁশখালী।

১৬। মোহাম্মদ হাসান মুরাদ  
বাগমারা, বাঁশখালী।

১৭। মোহাম্মদ শাহী এমরান  
বাগমারা, বাঁশখালী।

১৮। মিজানুল ইসলাম  
সাধনপুর, বাঁশখালী।

১৯। মোঃ জয়নাল আবেদীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২০। মাহমুদুল ইসলাম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২১। মোহাম্মদ ইদ্রিছ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২২। ফেরদৌসউল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২৩। সিরাজুল কবির  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২৪। আবদুল আলীম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২৫। মোঃ নাছির উদ্দীন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২৬। মোঃ শামসুল আলম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২৭। রহিম উদ্দিন  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

২৮। মোঃ ফিরোজ উদ্দীন  
পূর্ব কাথরিয়া, বাঁশখালী।

#### মানবিক বিভাগ

১। মোহাম্মৎ মিশকাতুল জন্নাত  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। অনামিকা দাশ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। সাজিয়া আফ্রিনা সোলতানা  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। মোঃ বেলাল চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

#### ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

১। রোকসানা আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

২। ফারহানা বেগম  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৩। চুমকি দাশ  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৪। শামসুল্লাহর শেলী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৫। নাসরিন সোলতানা  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৬। সারমিন আক্তার  
বৈলহুড়ী, বাঁশখালী।

৭। বাপশী রানী দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৮। নিলুফা আক্তার  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

৯। রুবানা জেসমিন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১০। রাভুল চন্দ্র দে  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১১। নাজিম উদ্দিন  
বরতইতলী, বাঁশখালী।

১২। সুচিত্রা নারায়ণ চৌধুরী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৩। মোঃ জোনাইদ হোছাইন  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৪। কার্তিক চক্রবর্তী  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৫। সুকুমার রুদ্র  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৬। আজগর হোসেন  
জালিয়াঘাটা, বাঁশখালী।

১৭। উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৮। ফরিদ আহমদ  
চেচুরিয়া, বাঁশখালী।

১৯। মোঃ জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী  
কোটপাড়া, বাঁশখালী।



## বিদ্যালয়ের সিলভার জুবিলী নিয়ে ক'টি কথা

১৯৭৮ সালের ২৩, ২৪ ও ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারী ৩দিন ব্যাপি বিদ্যালয়ের ২৫ বৎসর পূর্তিতে সিলভার জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিলভার জুবিলীকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবতঃ বাঁশখালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে সেটিই প্রথম প্রকাশিত স্মরণিকা।

তৎকালিন বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতার ৪র্থ পুত্র সাবেক মেয়র ও এম. পি জনাব মাহমদুল ইসলাম চৌধুরী তিনি ছাত্র রাজনীতি থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে অনারারী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং মাত্র ২৫ বৎসর বয়সের যুবক হয়েও বিদ্যালয়ের কমিটি, শিক্ষক পরিষদ ও শুভাকাংখীদের সহযোগিতা নিয়ে ৩ দিন ব্যাপি সিলভার জুবিলী উৎসব কার্যক্রম সমর্পন করেছিলেন। ৩ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ১ম দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য ও বিদ্যালয় পূর্ববর্তী জুনিয়র মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র প্রফেসর ডঃ আব্দুল করিম। ২য় দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা (শিক্ষা মন্ত্রী) প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। সম্ভবতঃ বাঁশখালীতে শিক্ষা উপদেষ্টা তথা শিক্ষা মন্ত্রীর প্রথম শুভাগমন। তৃতীয় দিবসের দিন বাঁশখালী সদরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এর ১ম বাঁশখালীতে জনসভা করার প্রোগ্রাম ছিল। ফলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে দিয়ে ৩য় দিবসের অনুষ্ঠান মালা সাজানো হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রতিষ্ঠাতার ২য় পুত্র জনাব অলিউল ইসলাম চৌধুরী শুকু মিয়ার প্রচেষ্টায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অনির্ধারিত ভাবে বাঁশখালী সদরে যাওয়ার পথে বিদ্যালয় সিলভার জুবিলী অনুষ্ঠানে শুভাগমন করেন। বক্তব্য রাখেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অনুদান ঘোষণা দেন। উক্ত টাকা প্রাপ্তির পর বিদ্যালয়ের মূল ভবনের উপরের তলা সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন দালান নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত দালানে বিজ্ঞানাগার হিসাবে ব্যবহার চলছে।

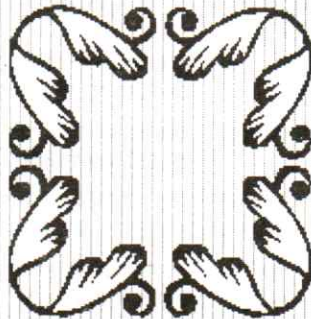
বিদ্যালয় সিলভার জুবিলী উদযাপন ও স্মরণিকা প্রকাশ বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির উজ্জল স্মৃতি বহন করছে।

-সম্পাদনা পরিষদ



**Al-Haj Syedul Mostafa Chowdhury (Raju)**

Proprietor



**PROPRIETOR**

- ☐ **S. M. CHOWDHURY & BROTHERS (C & F AGENTS)**
- ☐ **BANSKHALI SALT MILL**

**DIRECTOR**

- ☐ **HOLY CRESCENT HOSPITAL (PVT.) LTD.**
- ☐ **RAJA SECURITIES LTD.**

**VICE PRESIDENT**

- ☐ **CTG. CUSTOMS C& F AGENTS ASSOCIATION**

**COMMITTEE MEMBER**

- ☐ **CTG. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY**

**FOUNDER**

- ☐ **AHAMADIA DALAM PIR (R:) SENIOR MADRASHA, BANSKHALI**

109/B, ASADGONJ, MOHAMMADI BUILDING, CHITTAGONG, BANGLADESH

TELEPHONE OFFICE: 610967, 634529, FAX: 880-31-610967

FACTORY: 621552, RES.: 632856, MOBILE: 018-313187

# ইসলামী ব্যাংক

## আন্তরিকতাপূর্ণ দক্ষ সেবায় নিয়োজিত

এক নজরে

## বিভিন্নমুখী সেবা ও কর্মসূচী

- ✱ প্রতি শাখায় কম্পিউটারসহ সুইফট, ই-মেইল প্রভৃতি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ সেবার নিশ্চয়তা প্রদান।
- ✱ ব্যাংকিং খাতে সর্বপ্রথম ওয়েব সাইট চালু করে ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যাবলী অবহিতকরণ।
- ✱ প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক ডিভিশনে ডিলিং রুম (Dealing Room) ও রয়টার সার্ভিস চালু করে দ্রুত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।
- ✱ বিশ্বব্যাপী ৭৭৫টি বিদেশী ব্যাংক ও করেসপন্ডেন্ট-এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় স্থানীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান।
- ✱ দৈনন্দিন ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজস্ব কম্পিউটার সফটওয়্যার আইবিবিএস (IBBS) ব্যবহার।
- ✱ নির্বাচিত শাখাসমূহের এটিএম (ATM) সুবিধা চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ✱ বিভিন্ন শাখায় লকার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে।
- ✱ আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব এবং মুদারাবা ভিত্তিক সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদী হিসাব ছাড়াও অধিকতর মুনাফা ভিত্তিক মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্যে ১ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব (৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (সঞ্চয়) ও মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় হিসাব খোলার এবং মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদী) ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- ✱ সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহসামগ্রী ক্রয় ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ও কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- ✱ ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ✱ কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও মিরপুর সিদ্ধ উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের আওতায় সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা।
- ✱ আবাসন সমস্যা লাঘবে গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।
- ✱ গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আদর্শ গ্রাম গঠনে নিয়োজিত।
- ✱ এ ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান।

শাখাসমূহকে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায়  
এনে রেমিটেন্স প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের উন্নত সেবা গ্রহণ করে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করুন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক



## ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত

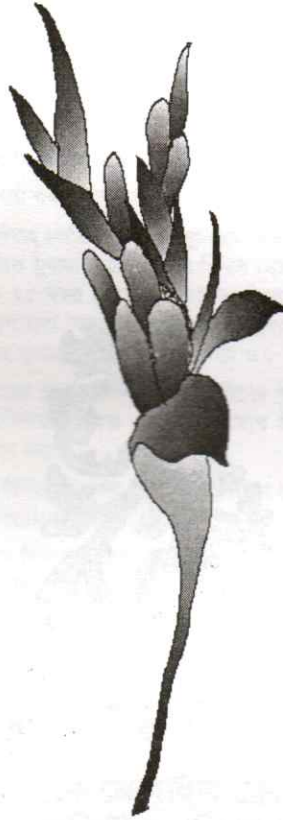


বৈলহড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম-এর  
গোল্ডেন জুবিলীকে স্বাগতম



নাটোর সুগার মিলস্ লিঃ  
নাটোর

বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের গোল্ডেন  
জুবিলী'র সাফল্য কামনায়-



কুষ্টিয়া সুগার মিলস্ লিঃ

জঁগতি, কুষ্টিয়া



বৈলছড়ী নজমুন্নেছা হাই স্কুলের গোল্ডেন জুবিলী  
সফল ও সার্থক হোক



করোনা সার্ভিসেস লিঃ  
নয়াপল্টন, ঢাকা



বৈলছড়ী নজমুনোছা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম-এর  
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনাতে-



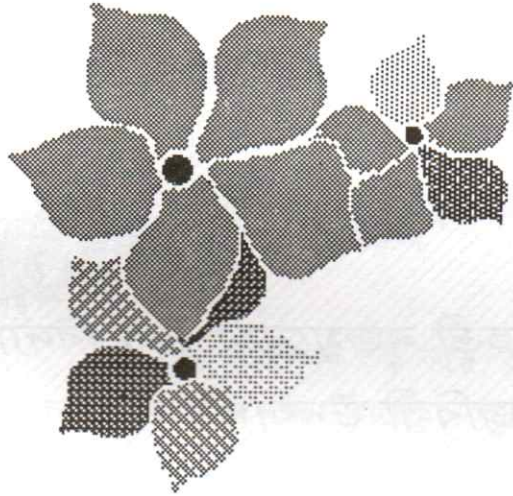
# মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

নলডাঙ্গা, বিনাইদহ



বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়-এর উজ্জ্বল  
ভবিষ্যৎ কামনা করছি



# জয়পুরহাট সুগার মিলস লিমিটেড

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

পোঃ ও জেলা- জয়পুরহাট



একবার খেলে তাই বারবার খেতে চাই  
মাসাফি বিস্কুট, চানাচুর ও লাচ্ছা সেমাই

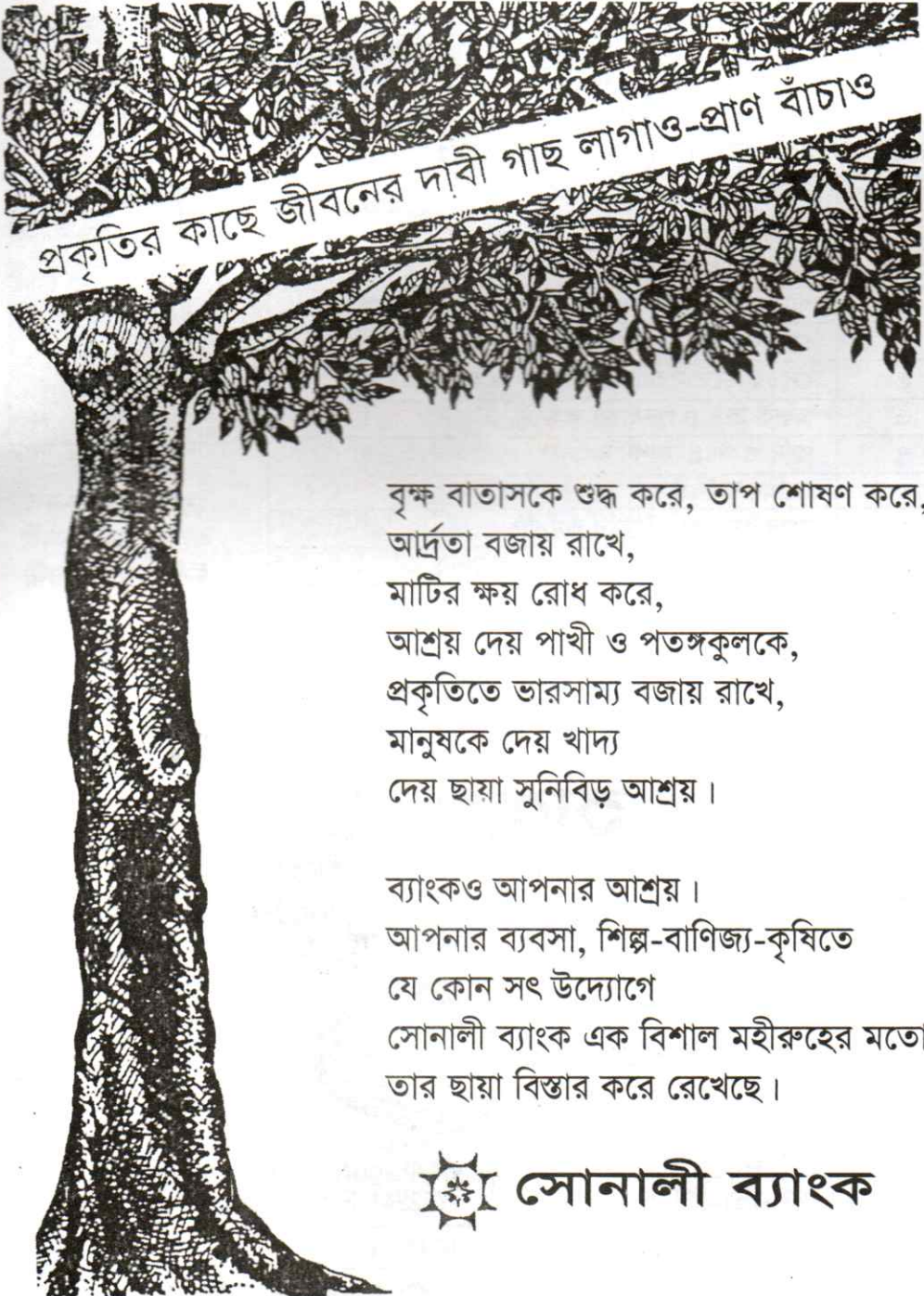
বৈলহড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের  
গোল্ডেন জুবিলী উদযাপন সাফল্যমন্ডিত হউক  
এই শুভ কামনায়-



মাসাফি ব্রেড এন্ড বিস্কুট ইন্ডাঃ লিঃ

১৪, বিজয় নগর, ঢাকা  
ফোনঃ ৯৩৪৪৮৭৫, ৮৩১৪২৫০





প্রকৃতির কাছে জীবনের দাবী গাছ লাগাও-প্রাণ বাঁচাও

বৃক্ষ বাতাসকে শুদ্ধ করে, তাপ শোষণ করে,  
অর্দ্রতা বজায় রাখে,  
মাটির ক্ষয় রোধ করে,  
আশ্রয় দেয় পাখী ও পতঙ্গকুলকে,  
প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে,  
মানুষকে দেয় খাদ্য  
দেয় ছায়া সুনিবিড় আশ্রয়।

ব্যাংকও আপনার আশ্রয়।  
আপনার ব্যবসা, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিতে  
যে কোন সৎ উদ্যোগে  
সোনালী ব্যাংক এক বিশাল মহীরুহের মতো  
তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।



সোনালী ব্যাংক





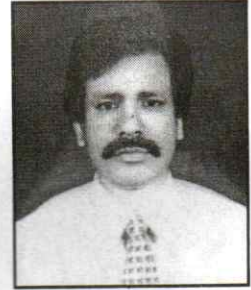
## United Development Initiatives for Programmed Actions

বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় গোন্ডেন জুবিলী উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে উদ্দীপনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন

# উদ্দীপন

উদ্দীপন বাঁশখালী এলাকার চলমান কর্মসূচীসমূহঃ

| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম                             |
|-----------|-------------------------------------------|
| ১         | সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP)     |
| ২         | শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী                     |
| ৩         | পারিবারিক আইন সচেতনতা ও সহযোগিতা কর্মসূচী |
| ৪         | জেন্ডার ইকুইটি ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচী       |
| ৫         | বসতবাড়িতে সব্জি চাষ ও পুষ্টি কর্মসূচী    |
| ৬         | জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী          |
| ৭         | পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচী              |
| ৮         | গৃহায়ন কর্মসূচী                          |
| ৯         | উপকূলীয় জেলে উন্নয়ন কর্মসূচী            |
| ১০        | দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী   |
| ১১        | উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম            |



মোঃ আবুল ফজল  
এলাকা সমন্বয়কারী  
উদ্দীপন, বাঁশখালী



## HAKKANI TRANSPORT

## হাক্কানী

MASTER CARRIER & OWNER OF

Crane, Tractor, Lowbed, Boll Dozer, Excavator, Hoister, Dumptruck,  
Truck, Container Carrier etc.



1/A, D. T. Road, North Pahartali, Chittagong-4202, Bangladesh.  
Phone: 880-31-751463, 751465 Fax: 880-31-752344, E-mail: hakkani@spnetctg.com

Representative:

## HAKKANI GROUP



# যখন ওখন

# মুছে পরিবার

**BERGER**  
Trusted Worldwide

প্রবিশ্যাক প্রাচিক ইমালশন যদি  
সেয়েসে থাকে, তাহলে দাগ-ময়লা  
আপনি মুছে ফেলতে পারেন খুব  
সহজে - যখন ওখন।

বাজারের সেবা এই ওয়াশেবল  
প্রাচিক ইমালশনে বাড়ানো সেয়েসে  
দাগ-ময়লা সাবানপানি দিয়ে সহজে  
পরিষ্কার করা যায়। আর তাই ঘরের সেয়েসে সবসময়ই থাকছে নতুন মত স্বচ্ছতা।

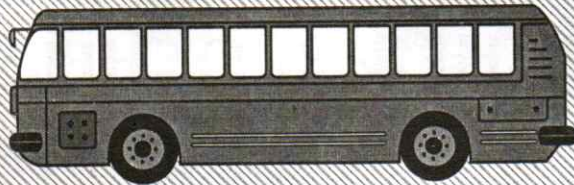


আগুনিক সব পোড়ের  
বিপদ সমাধানে থেকে  
যেই দিন আগুন লাগে



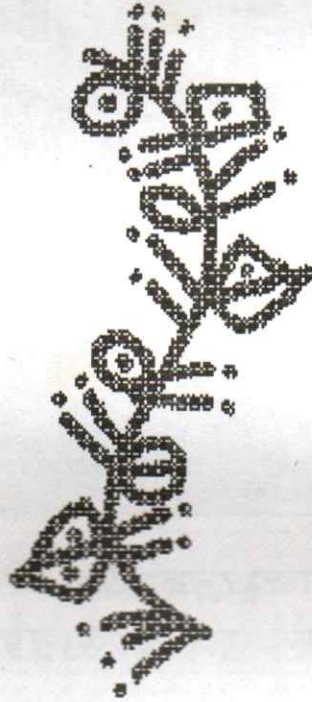
মনের মাধুরী মেশানো রঙ

বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়-এর  
গোল্ডেন জুবিলীকে সুস্বাগতম



চট্টগ্রাম-আনোয়ারা-বাঁশখালী যানবাহন মালিক সমিতি  
বাঁশখালী

বৈলুঙ্গী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম-এর  
গোল্ডেন জুবিলীকে স্বাগতম



**JIC SECURITIES LTD.**  
**AKHI & BROTHERS**  
**PINKY OVERSEAS (PTE) LTD.**

950/C, Osman Manjil, Asadgonj, P.O. Box No. 772  
Chittagong, Bangladesh.

**PHONE:**

Off: 031-636390, 610809, 613509, 710377, 720143

Res: 031-630363, 612011

Mobile: 011-701777, 017-898432

Fax : 88-031-610687, E-mail : pinky@globalctg.net



# তরল পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই 'রুবেল স্টীল ড্রাম' এর মত উন্নত মানের কন্টেইনার



নতুন ড্রাম  
ব্যবহার করুন  
পণ্যের মান  
অটুট রাখুন  
অর্থ সাশ্রয় করুন  
স্বাস্থ্য বাঁচান।

একমাত্র 'রুবেল'ই রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন টেয়ার ওয়েট, থিকনেস এবং বং এর নতুন স্টীল ড্রাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক কন্টেইনার প্রস্তুতকারী প্রযুক্তি ও দক্ষতা। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মূল্যে 'রুবেল'ই নতুন স্টীল ড্রাম প্রধানতঃ ভোজ্য তেল ও পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, কেমিকেল ইত্যাদি এবং ডিফেন্স সার্ভিস সমূহে সরবরাহ করা হয়। 'রুবেল'ই নতুন স্টীল ড্রাম সম্পূর্ণরূপে লীক প্রুফ, যার বাইরের স্তর উচ্চমান সম্পন্ন সিনথেটিক রেজিনাস পেইন্ট- এর নিরাপদ প্রলেপযুক্ত এবং প্রয়োজনে অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল নয় এমন ধরনের ডুয়েল ইপোক্সি পেইন্ট- এর প্রলেপ দেয়া হয়।

বিশেষ ভাবে দক্ষণীয় পুরাতন ও ব্যবহৃত ড্রাম কেবল এ জনাই বিপজ্জনক নয় যে, সেগুলো আপনার তরল পণ্যের মান নষ্ট করে ও আর্থিক ভাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, পুরাতন ড্রামের বড় বিপদটি হচ্ছে এতে পণ্য দূষিত হয় ও ব্যাপক স্বাস্থ্যহানীর কারণ হয়।

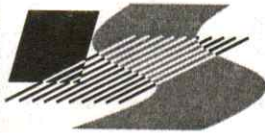
'রুবেল' সব ধরনের ক্রেতাকে সরাসরি ড্রাম সরবরাহ করে। অগ্রহী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগতকৈ 'রুবেল'ই নতুন স্টীল ড্রামের ব্যাপারে সেলস অফিসে কোম্পানীর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব শোরাশেদুল আলম চৌধুরীর সাথে ৯৫৬৪৪৯৯, ৯৫৫৭৩৪২ বা ০১৮-২৩৮৩২৯ ফোন নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।



**রুবেল স্টীল মিলস্ লিঃ**

(পারটেক্স গ্রুপ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)  
[www.partexgroup.com](http://www.partexgroup.com)

সেলস অফিস : ইস্পাহানী ভবন (৫ম তলা) ১৪-১৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।  
ফোন : ৯৫৬৪৪৯৯, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৫৫৬৫০  
প্রধান কার্যালয় : সেনা কল্যাণ ভবন (১৬ তলা) ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
ফোন : ৯৫৫০৫৫৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৫১৪৮৮, ৯৫৫৬৫১৫



We Serve  
Computer graphics  
Computer Compose  
Offset Printing

**Silex**  
For Quality Product

Hotel International (3rd floor) Anderkilla, Chittagong. © 620829





*for health*



Property Heights, 12 R K Mission Road, Dhaka 1203, Bangladesh  
Phone : 880-2-9563126, 9667482 Fax : 880-2-9559415 E-mail : amcl@pranfoods.com Web : www.pranfoods.net



# স্বাদের মেলা

Partex  
www.partexgroup.com

## ড্যানিশ ফ্রুট জুস্

ডেনমার্কের সর্বাধুনিক প্রসেসিং ইউনিট এবং আমেরিকা থেকে সরাসরি আমদানি করা প্যাকেজিং প্লাস্টে তাজা ফলের রসে প্রস্তুত ড্যানিশ ফ্রুট জুস্ সর্বদাই সুস্বাদু। ড্যানিশ এর এ্যাসেপটিক প্যাকে রয়েছে ৫টি স্তর যা সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির বিকিরণ থেকে এর প্রাকৃতিক গুণাগুণ, স্বাদ ও মানকে রাখে সম্পূর্ণ অটুট।

ড্যানিশ ফ্রুট জুস্ সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে: পাকা আমের স্বাদে ড্যানিশ ম্যাঙ্গো জুস্, কমলা লেবুর স্বাদে ড্যানিশ অরেঞ্জ এবং ১২টি ফলের রসের মিশ্রনে ড্যানিশ ফ্রুট ককটেল।

আর দেরী নয়, আজই পরিবার ও প্রিয়জনের সাথে উপভোগ করুন সেরা স্বাদের ড্যানিশ ফ্রুট জুস্।



# ড্যানিশ মানেই মেলা স্বাদ